কোভিড-১৯ মোকাবিলা

প্রণোদনা প্যাকেজ: ক্ষুদ্রঋণ খাত

Microcredit Regulatory Authority

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি

Microcredit Regulatory Authority

কোভিড-১৯ মোকাবিলা

প্রণোদনা প্যাকেজঃ ক্ষুদ্রঋণ খাত

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি
Microcredit Regulatory Authority

কোভিড-১৯ মোকাবিলা

প্রণোদনা প্যাকেজ: ক্ষুদ্রঋণ খাত

উপদেষ্টা পরিষদ

মো: ফসিউল্লাহ্, এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান
মুহাম্মদ মাজেদুল হক, নির্বাহী পরিচালক

সম্পাদনা পরিষদ

মো: ইয়াকুব হোসেন, নির্বাহী পরিচালক
রনজিত কুমার সরকার, উপপরিচালক
পঙ্কজ কুমার পাল, উপপরিচালক
মো: হাসান, সহকারী পরিচালক
আনন্দ চন্দ্র ঘোষ, সহকারী পরিচালক

তথ্যের উৎস

এমআরএ ন্যাশনাল ডেটাবেইজ
বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সংগৃহীত তথ্য
এমএফআই কর্তৃক প্রেরিত তথ্য

তথ্য সংকলন

অফসাইড মনিটরিং এন্ড ডিএসএফ শাখা

ISBN: 978-984-35-6417-7

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি

৮ শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক,
গুলফেশাঁ প্লাজা (৭ম তলা), বড় মগবাজার, রমনা, ঢাকা-১২১৭
টেলিফোন: ৮৮-০২-৮৩৩৩২৪৫, ৮৩৩৫১৭, ৮৩৩২৯৮৬, ৮২২১৯৬
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮৩৩৩২৫৭, ইমেইল: info@mra.gov.bd
হটলাইন: ১৬১৩৩

আগস্ট ২০২৩

Microcredit Regulatory Authority

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি

Microcredit Regulatory Authority

ভূমিকা

ক্ষুদ্রঋণ খাত সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ আজ সমাদৃত। বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশকে ক্ষুদ্রঋণ খাতের রোল মডেল হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। নারী উন্নয়ন ও নারীদেরকে আর্থিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করতে ক্ষুদ্রঋণ খাত অপরিসীম ভূমিকা রাখছে। নারীরা আজ পরিবারে আগের চেয়ে বেশি কার্যকরী ভূমিকা রাখছে এবং সমাজ তথা স্বদেশ বিনির্মাণে তাদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। আর এই ক্ষুদ্রঋণ খাতকে আরো সমৃদ্ধ ও কার্যকর করার পাশপাশি এই খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত কল্পে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এমআরএ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ক্ষুদ্রঋণ খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, দেশের দারিদ্র্য ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং সর্বোপরি উক্ত খাত পরিচালনার জন্য সহায়ক ও সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরিতে অনস্বীকার্য ভূমিকা পালন করছে। এমআরএ'র সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (এমএফআই), বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দপ্তর, সংস্থা এবং বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত এই বিশাল ক্ষুদ্রঋণ খাত আর্থিক সেবার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরী ও মানব সম্পদ উন্নয়নের পাশাপাশি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দূর্যোগ মোকাবেলাসহ বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক সেবা প্রদান করছে।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এর উদ্দেশ্য পূরণে লাইসেন্স প্রদান, যুগোপযোগী বিধি বিধান প্রণয়ন ও এর বাস্তবায়ন (যেমন- সার্ভিস চার্জের সর্বোচ্চ হার, সঞ্চয়ের মুনাফার সর্বনিম্ন হার, সর্বনিম্ন গ্রেস পিরিয়ড, সর্বোচ্চ প্রসেসিং ফি নির্ধারণ) এর পাশাপাশি পরিদর্শন, প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবার আওতায় আনয়নে নিরলসভাবে কাজ করছে। জুন ২০২৩ ভিত্তিক তথ্যানুসারে এ অথরিটির সনদপ্রাপ্ত মোট ৭৩১ টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ২৫,৩৩৬ টি শাখার মাধ্যমে দেশের প্রায় ৪.১০ কোটি গ্রাহককে আর্থিক সেবাসহ বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক সেবা প্রদান করছে ২ লক্ষেরও অধিক জনবলের মাধ্যমে। এছাড়া এ বছর অর্থনীতিতে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো দুই লক্ষ কোটি টাকার অধিক অর্থ যোগান দিতে সক্ষম হয়েছে যা দেশের গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের পাশাপাশি জিডিপিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

কোভিড-১৯ অতিমারীতে দেশের অন্যান্য সেক্টরের ন্যায় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান এবং এর গ্রাহকগণ ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এ সময় সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এবং সেক্টরের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে এমআরএ কর্তৃক বেশকিছু কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। যার সঠিক বাস্তবায়নে বিশেষ করে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর সাহসী ও সময়োপযোগী উদ্যোগ ও সমর্থনে এ খাতের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে কোভিড-১৯ সময়ে দেশের গ্রাম্য অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে সক্ষম হয়েছে। ফলে, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিতরণ করেছে।

করোনা অতিমারীর প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১ লাখ ৮৭ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকার ২৮ টি প্রণোদনা প্যাকেজ (সামষ্টিক অর্থনীতি) ঘোষণা করা হয়, যা জিডিপির ৬ দশমিক ১৩ শতাংশ। ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে সরকার ঘোষিত এ প্রণোদনা প্যাকেজ সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য উক্ত প্রণোদনা প্যাকেজসমূহের মধ্যে “নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য বরাদ্দকৃত ৩০০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম”

প্যাকেজটি অন্যতম। কোভিড ১৯ অতিমারী মোকাবেলাসহ এর প্রকোপ কাটিয়ে উঠার জন্য সরকার ঘোষিত উক্ত প্যাকেজের আওতায় প্রান্তিক কৃষক ও নিম্ন আয়ের মানুষদের এমএফআইয়ের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করা হয়। যার ফলে সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ এই প্যাকেজ দ্বারা সুবিধা পেয়ে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়েছে।

এ সময়ে অথরিটির সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো নিজস্ব তহবিল এবং সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে প্রদত্ত ঋণ গ্রাহকসহ দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ব্যবহার করে। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নিজস্ব হাসপাতালকে ডেডিকেটেড কোভিড হাসপাতাল ঘোষণার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের খরচে মানুষের জন্য খাদ্য সহায়তা ও বিভিন্ন চিকিৎসা সেবা প্রদান করেছে। এছাড়া কর্মহীন অসহায় মানুষকে মানবিক সহায়তা হিসেবে খাদ্য ও অর্থ প্রদান অব্যাহত রেখেছে। এ সকল কার্যক্রমে প্রতিষ্ঠানগুলো সরকার ও অথরিটির নির্দেশনার পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে নিয়ম করে হাত ধোয়াসহ স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, মাস্ক ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করে যা এখনো অব্যাহত আছে। সামাজিক খাতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনায় এ বছর ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো নিজস্ব তহবিল হতে ৪৪০ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে আর্থিক সেবা হিসাবে উল্লেখ করে কোভিডকালে ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ন্যায় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান খোলা রাখার বিষয়ে সরকারী সিদ্ধান্ত এ সেক্টরে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি কর্তৃক বিতরণকৃত অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করণসহ প্রান্তিক মানুষজন যাতে করে করোনার প্রভাব পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারে সে লক্ষ্যে তাদেরকে সার্বক্ষণিক দিক নির্দেশনা প্রদান ও মনিটরিং অব্যাহত রয়েছে। সরকার ঘোষিত স্কিমের অর্থ পেয়ে নিম্ন আয়ের মানুষজন ভঙ্গুর অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে যা তাদেরকে নতুন উদ্যমে কাজ করতে আগ্রহী করে তুলেছে। ফলশ্রুতিতে প্রান্তিক জনগণ করোনার ক্ষতি কাটিয়ে নিজের জীবনমান উন্নয়নের পাশাপাশি স্বদেশ বিনির্মাণেও ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

এ প্রকাশনাটি হতে প্রণোদনা ঋণ তথা "নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম" এর সার্বিক চিত্র, উক্ত স্কিম বাস্তবায়নে এমএফআইগুলোর অবদানসহ ঋণ ব্যবহারকারীর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সফলতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হবে। যা বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত প্রণোদনা স্কিমের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিতের দলিল হিসেবে পরিগণিত হবে। এই স্কিমের মাধ্যমে বিতরণকৃত অর্থ প্রান্তিক মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

প্রকাশনাটি প্রস্তুতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই এবং এর সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করি।

মো: ফসিউল্লাহ্
এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান
মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
১.০। পটভূমি	০৮
২.০। প্রণোদনা ঋণ	০৯
২.০১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত বিভিন্ন প্রণোদনার প্যাকেজসমূহ	১০
২.০২। করোনাকালীন সরকার ঘোষিত প্রণোদনা ঋণের ভর্তুকি/ছাড়	১২
৩.০। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)	১২
৪.০। বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার	১৪
৪.০১। নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম, ২০২০	১৫
৪.০২। নিম্ন আয়ের পেশাজীবী,কৃষক ও প্রান্তিক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম, ২০২১	২০
৫.০। প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে এমআরএ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ	২৫
৫.০১। প্রণোদনা ঋণ বাস্তবায়ন বিষয়ক সভা	২৬
৫.০২। প্রণোদনা ঋণ বাস্তবায়ন বিষয়ক গৃহীত পদক্ষেপ	২৬
৫.০৩। প্রণোদনা ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা পরিমাপ	২৭
৫.০৪। অথরিটি কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়ন পত্র	২৭
৫.০৫। এমআরএ এর সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের চিত্র	২৮
৬.০। ব্যাংক কর্তৃক প্রণোদনা ঋণ বিতরণের বর্তমান চিত্র	৩৬
৭.০। প্রণোদনা ঋণ ব্যবহারকারী সদস্যদের সফলতার গল্প	৪৮
৭.০১। সফলতার গল্প (সংগ্রামী নারী সবিতা রানী)	৪৯
৭.০২। সফলতার গল্প (প্রজ্জ্বলিত আনেছা খাতুন)	৫০
৭.০৩। সফলতার গল্প (আত্মপ্রত্যয়ী দেবীর পুনর্জন্ম)	৫১
৭.০৪। সফলতার গল্প (সাফল্যের সিঁড়িতে চাষি জুলেখা)	৫২
৭.০৫। সফলতার গল্প (আনজুয়ারা বেগমের উত্তরণ)	৫৪

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং

৭.০৬। সফলতার গল্পঃ (আত্মপ্রত্যয়ী কামরুন্নাহার) ৫৫

৭.০৭। সফলতার গল্পঃ (স্বপ্নদ্রষ্টা মোছা: শাহিনুর বেগম) ৫৬

৭.০৮। সফলতার গল্পঃ (শহিদুল ইসলামের সফলতা) ৫৭

৭.৯। সফলতার গল্পঃ (নোয়াব মিয়ার সুদিন) ৫৮

৭.১০। সফলতার গল্পঃ (সালমা আক্তারের সংসারে শান্তির সুবাতাস) ৫৯

৭.১১। সফলতার গল্পঃ (স্বাবলম্বী শিরিনের পথ-চলা) ৬০

৭.১২। সফলতার গল্পঃ (স্বাচ্ছন্দে জীবনযাপন নুরজাহান ও জৌকির) ৬১

৭.১৩। সফলতার গল্পঃ (সফল উদ্যোক্তা রাবেয়া) ৬২

৭.১৪। সফলতার গল্পঃ (সফলতার দ্বারপ্রান্তে মাফরোজা বিবি) ৬৩

৭.১৫। সফলতার গল্পঃ (মনোয়ার হোসেনের সংগ্রামী জীবন) ৬৪

৭.১৬। সফলতার গল্পঃ (অনুপ্রেরণার আরেক নাম নাসরিন খাতুন) ৬৫

প্রণোদনা প্যাকেজ

১.০ । পটভূমি

২০১৯ সালের শেষার্ধে বিশ্ববাসী কোভিড-১৯ নামক অতিমারীর সাথে পরিচিত হয়। করোনার প্রবল আগ্রাসী প্রতিমূর্তির সম্মুখীন হয়ে গোটা বিশ্ব দিশেহারা হয়ে পড়ে। বাংলাদেশেও করোনার প্রভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। যার প্রকোপ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলে চিকিৎসা ব্যবস্থাসহ ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক শ্রেণিসহ সকল পেশার মানুষজন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ করোনার প্রকোপ কাটিয়ে উঠতে নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ভঙ্গুর অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করতে বিশ্ববাসী মরিয়া হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করা এক ধরণের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার পাশাপাশি দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখার জন্য এবং অতিমারীর ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক একগুচ্ছ প্রণোদনা ঋণ ঘোষণা করা হয়। উক্ত প্রণোদনা প্যাকেজসমূহের মধ্যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য "নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম" প্যাকেজটি অন্যতম। যার আওতায় প্রান্তিক জনগণ করোনার ক্ষতি কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়।

চিত্র: করোনার প্রাক্কালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা

২.০। প্রণোদনা ঋণ

দেশের ক্রান্তিলগ্নে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে ও অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে বিতরণকৃত ঋণই প্রণোদনা ঋণ হিসেবে বিবেচিত হয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি আনতে, উৎসাহ যোগাতে, ক্ষতি কাটাতে সহায়তা হিসাবে সরকারের তরফ থেকে এ আর্থিক প্যাকেজ বা বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়। সাধারণভাবে প্রণোদনা ঋণের অর্থ ব্যাংক বা ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠীর মাঝে বিতরণ করা হয়। করোনা অতিমারির প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে ২৮ টি প্রণোদনা প্যাকেজ (সামষ্টিক অথর্নীতি) ঘোষণা করে বাংলাদেশ সরকার। ২৮ টি প্যাকেজে জড়িত মোট অর্থের পরিমাণ ১ লাখ ৮৭ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকা।

- প্রণোদনা প্যাকেজ ২৮ টি (সামষ্টিক অথর্নীতি)
- মোট অর্থের পরিমাণ ১ লাখ ৮৭ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকা
- ক্ষুদ্রঋণে প্রণোদনা প্যাকেজ ৩০০০ কোটি টাকা

পরবর্তীতে দেশের ক্ষতিগ্রস্ত খাতসমূহকে সনাক্ত করে আরো কিছু প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। উক্ত অর্থের মাধ্যমে যাতে করে সংশ্লিষ্ট খাতসমূহ করোনা প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারে সে লক্ষ্যে তার যথাযথ ব্যবহার ও মনিটরিং অব্যাহত রাখা হয়। বিশেষ করে নিম্ন আয়ের পেশাজীবী কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য ৩,০০০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা এ দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে আশার সঞ্চার করে। উক্ত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে দরিদ্র মানুষজন তাদের ভাগ্য উন্নয়নের সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এতে করে তারা করোনার মতো আতিমারীকেও মোকাবেলা করতে ভীত হননি। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো সরকার কর্তৃক ঘোষিত ৩,০০০ কোটি টাকার প্রণোদনা ঋণ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঋণ বিতরণের পাশাপাশি গ্রাহকদের সার্বক্ষণিক মনিটরিং করে।

২.০৯। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজসমূহ (সামষ্টিক অর্থনীতি)

ক্রমিক নং	প্যাকেজের নাম	বরাদ্দের পরিমাণ (কোটি টাকা)
১	রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিশেষ তহবিল	৫,০০০
২	ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান	৭৩,০০০
৩	ক্ষুদ্র (কুটির শিল্প সহ) ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান	৪০,০০০
৪	বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবর্তিত ইডিএফ (Export Development Fund)-এর সুবিধা বাড়ানো	১৭,০০০
৫	Pre-shipment Credit Refinance Scheme	৫,০০০
৬	চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশেষ সম্মানি	১৩৮
৭	স্বাস্থ্যবীমা এবং জীবন বীমা	৭৫০
৮	বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ	২,৫০০
৯	১০ টাকা কেজি দরে চাউল বিক্রয়	৭৭০
১০	লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ (২,৫০০ টাকা করে ৩৫ লক্ষ দরিদ্র্য পরিবারের মাঝে বিতরণ + ৪.৮৬ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খামারীদের মাঝে বিতরণ)	১,৩২৬
১১	১১২টি উপজেলার শতভাগ দরিদ্র্য মানুষকে বয়স্কভাতা এবং বিধবাভাতা কর্মসূচির আওতায় আনা + প্রতিবন্ধী ভাতার আওতা শতভাগে উন্নীত করা	৮১৫
১২	গৃহহীন মানুষদের জন্য গৃহ নির্মাণ	২,১৩০
১৩	কৃষি কাজ যান্ত্রিকীকরণ	৩,২২০
১৪	কৃষি কাজে প্রণোদনা	৯,৫০০
১৫	কৃষি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম	৮,০০০
১৬	নিম্ন আয়ের পেশাজীবী কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কীম	৩,০০০
১৭	সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মসৃজন কার্যক্রম (পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক: ৫০০ কোটি, কর্মসংস্থান ব্যাংক: ১,২০০ কোটি, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক: ৫০০ কোটি, আনসার ভিডিপি: ৫০০ কোটি এবং PKSF ৫০০ কোটি টাকা)	৩,২০০
১৮	বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের এপ্রিল-মে/২০২০ মাসে স্থগিতকৃত ঋণের আংশিক সুদ মওকুফ বাবদ সরকারের ভর্তুকী	২,০০০
১৯	Credit Risk Sharing Scheme (CRS) for SME Sector	২,০০০

ক্রমিক নং	প্যাকেজের নাম	বরাদ্দের পরিমাণ (কোটি টাকা)
২০	রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকাশিল্পের দুঃস্থ শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম	১,৫০০
২১	গ্রামীণ অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত করা এবং গ্রামীণ জনপদে কর্মসৃজন কার্যক্রম (জয়িতা ফা: ৫০, এনজিও ফা: ৫০, এসডিএফ: ৩০০, এসএমই ফা: ৩০০, পল্লী দারিদ্র্য ফা: ৩০০, বিসিক: ১০০, ক্ষুদ্র কৃষক ফা: ১০০, বিআরডিবি: ৩০০ কোটি টাকা)	১,৫০০
২২	আরও ১৫০টি উপজেলাকে শতভাগ বয়স্কভাতা এবং বিধভাভাতা কর্মসূচীর আওতায় আনা	১,২০০
২৩	২য় পর্যায়ে লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ (২,৫০০ টাকা করে ৩৫ লক্ষ দরিদ্র পরিবারে এবং ১ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ বোরো কৃষকদের মাঝে বিতরণ)	৯৩০
২৪	দিনমজুর (১৪ লক্ষ ৩৭ হাজার ৩৮৯), পরিবহন শ্রমিক (২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৩৩), ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী (৫০ হাজার ৪৪৫) এবং নৌ-পরিবহন শ্রমিকদের (১ হাজার ৬০৩) জন প্রতি নগদ ২৫০০/- টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান । (মোট উপকারভোগী : ১৭ লক্ষ ২৪ হাজার ৪৭০ জন)	৪৫০
২৫	শহর এলাকায় নিম্ন আয়ের জনসাধারণের সহায়তার লক্ষ্যে আগামী ২৫ জুলাই হতে ৭ আগস্ট পর্যন্ত ১৪ দিন পর্যন্ত সারা দেশে ৮১৩টি কেন্দ্রে বিশেষ ও.এম.এস কার্যক্রম (চাল ২০,০০০ মে. টন ও আটা ১৪,০০০ মে.টন) পরিচালনা করা।	১৫০
২৬	৩৩৩ ফোন নম্বরে জনসাধারণের অনুরোধের প্রেক্ষিতে খাদ্য সহায়তা প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসকদের অনুকূলে বিশেষ বরাদ্দ প্রদান।	১০০
২৭	গ্রামীণ এলাকায় কর্মসৃজনমূলক কার্যক্রমে অর্থায়নের জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক ও পি.কে.এস.এফ.-এর মাধ্যমে ঋণ সহায়তা প্রদানের (৪ শতাংশ সুদে) লক্ষ্যে ইত:পূর্বে প্রদত্ত ৩ হাজার ২০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান।	১,৫০০
২৮	পর্যটন খাতের হোটেল/মোটেল/থিম পার্ক-এর জন্য কর্মচারীদের বেতন/ভাতা পরিশোধের লক্ষ্যে ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে ৪ শতাংশ সুদে Working Capital ঋণ সহায়তা প্রদান।	১,০০০
মোট:		**১৮৭,৬৭৯**
মিলিয়ন মার্কিন ডলার :		**২২,০৮০**
জিডিপি'র শতাংশ:		**৬.২৩**

সূত্রঃ বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১, অর্থ বিভাগ

উক্ত প্যাকেজগুলোর অন্যতম উপকারভোগী ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা, তৈরি পোশাক ও চামড়া শিল্পের দুস্থ শ্রমিক, রপ্তানিমুখী শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কৃষিজীবী এবং করোনা প্রতিরোধে নিয়োজিত সরকারি কর্মচারীগণ। করোনার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে ধাপে ধাপে প্যাকেজগুলো ঘোষণা করে সরকার। সরকারের ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের ফলে দেশের সকল স্তরের করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মনে আশার প্রদীপ জ্বলে উঠে। করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কথা বিবেচনা করে দ্রুততম সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়।

২.০২ করোনাকালীন সরকার ঘোষিত প্রণোদনা ঋণের ভর্তুকি/ছাড়

খাত/বিভাগ	সুদ হার	ভর্তুকি/ছাড়
শিল্প	৯%	৪.৫%
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প	৯%	৫%
রেমিট্যান্স	-	২%
কৃষি	৪%	-
হোটেল/মোটেল	৪%	-

সূত্রঃ বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১, অর্থ বিভাগ

তাছাড়া নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য সরকার বিশেষ এক ধরণের স্কিম চালু করে। এরই অংশ হিসেবে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চলমান রাখা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৩ হাজার কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করা হয়। উক্ত তহবিলের অর্থ ব্যাংকের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেয়া হয় যা ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান তার করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহকদের মাঝে বিতরণ করে। এ তহবিলের সার্বিক কার্যক্রম মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) কর্তৃক মনিটরিং করা হয়।

৩.০। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)

বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ খাত সারা বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ক্ষুদ্রঋণ খাত হিসেবে সুপরিচিত। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের সূচনালগ্নেই দেশের প্রান্তিক জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ ও ভাগ্য উন্নয়নে ছোট বা ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদেরকে জামানত বিহীন ঋণ প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করেন। Rural Social Service (RSS) নামীয় প্রকল্পের আওতায় ১৯৭৪ সালে সর্বপ্রথম সুদ ও জামানত বিহীন ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। দেশের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সহায়ক ক্ষুদ্রঋণ খাত বিনির্মাণে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিধি-বিধান প্রণয়ন এবং কার্যপদ্ধতি নির্ধারণের মাধ্যমে সনদ প্রদানসহ দেশের ক্ষুদ্রঋণ খাতের সার্বিক উন্নয়নে এমআরএ নিরলসভাবে কাজ করছে। এমআরএ'র সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (এমএফআই), গ্রামীণ ব্যাংক, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা এবং ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত এই বিশাল ক্ষুদ্রঋণ খাত ঋণ প্রদান ও সঞ্চয় গ্রহণের মাধ্যমে দেশের ৬ (ছয়) কোটির অধিক মানুষকে আর্থিক সেবার মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরী, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও মানব সম্পদ উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক বিভিন্ন সেবা প্রদান করছে। ৩০ জুন, ২০২৩ ভিত্তিক তথ্য অনুযায়ী এমআরএ হতে সনদপ্রাপ্ত ৭৩১ টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রায় ৪ কোটি ১০ লক্ষ গ্রাহককে ক্ষুদ্রঋণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ খাতকে কার্যকর, স্বচ্ছ ও যথাযথ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিধিমালা, ২০১০, আমানতকারী নিরাপত্তা তহবিল বিধিমালা, ২০১৪ ও ক্ষুদ্রঋণ তথ্য বিধিমালা, ২০২০ প্রণয়ন করার পাশাপাশি সার্ভিস চার্জের হার ৩৫-৪০% থেকে কমিয়ে প্রথমে সর্বোচ্চ ২৭% এবং ২০১৯ সনে ২৪%, সঞ্চয় সুদের হার সর্বনিম্ন ৬%, ঋণ পরিশোধের বিরতিকাল, ঋণক্ষতি সঞ্চিতি হিসাবায়ন ইত্যাদি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এমআরএ

প্রতিবছর বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ খাতের প্রকৃত তথ্য চিত্র সম্বলিত Microfinance in Bangladesh Annual statistics নামে একটি স্ট্যাটিসটিক্যাল রিপোর্ট প্রকাশ করে। এছাড়া এমআরএ তার নিজস্ব কার্যাবলী ও ক্ষুদ্রঋণ খাতের অর্জন নিয়ে নিয়মিতভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। অথরিটি কর্তৃক ক্ষুদ্রঋণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গবেষণা ও প্রকাশনার কার্যক্রমও অব্যাহত রয়েছে।

সূচক	জুন ২০১৯	জুন ২০২০	জুন ২০২১	জুন ২০২২	জুন ২০২৩
ঋণগ্রহীতা (মিলিয়ন)	২৫.৭৬	২৬.১৫	২৭.৮০	২৯.৭৪	৩১.৫৩
ঋণ বিতরণ (বিলিয়ন টাকা)	১৪০৩.২	১৩৬২.৭৫	১৫১২.০৯	১৯১৮.৮৩	২৪৯৩.০২
কৃষি ঋণ বিতরণ (বিলিয়ন টাকা)	৫৭৫.২৩	৫৪৪.৮	৫৫০.০৪	১০৪১.৬৯	১২৪৮.১৮
ঋণস্থিতি (বিলিয়ন টাকা)	৭৮৭.৫৮	৮৮৮.৬৮	৯৪৯.৮৫	১২৪১.৪৯	১৫০৪.১৮
সঞ্চয়স্থিতি (বিলিয়ন টাকা)	৩০৬.১৯	৩৭৩.৯	৪২২.৩৯	৪৯৬.২৪	৬২০.৫৫
ঋণ আদায় (বিলিয়ন টাকা)	১২৫০.৯	১৩২৯.৮৮	১৩৯৭.১৩	১৬৫২.৬৯	২২৩১.৩৪

সূত্রঃ এমআরএ- ন্যাশনাল ডাটাবেইজ

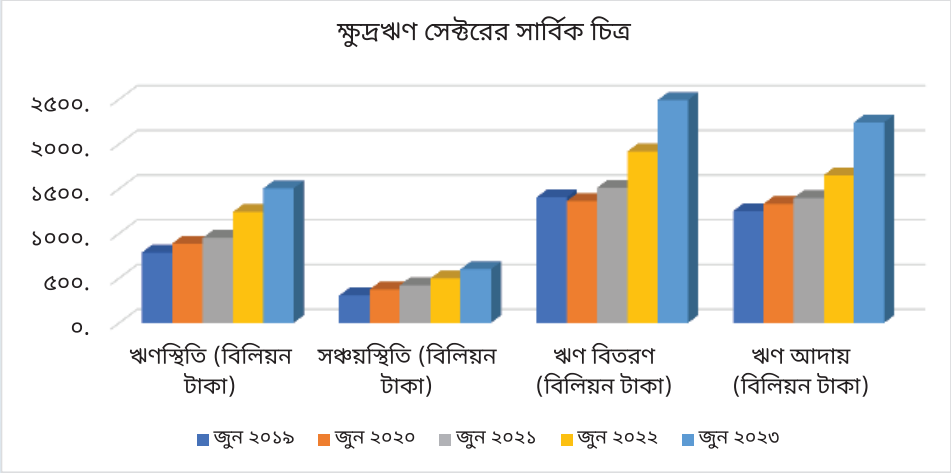

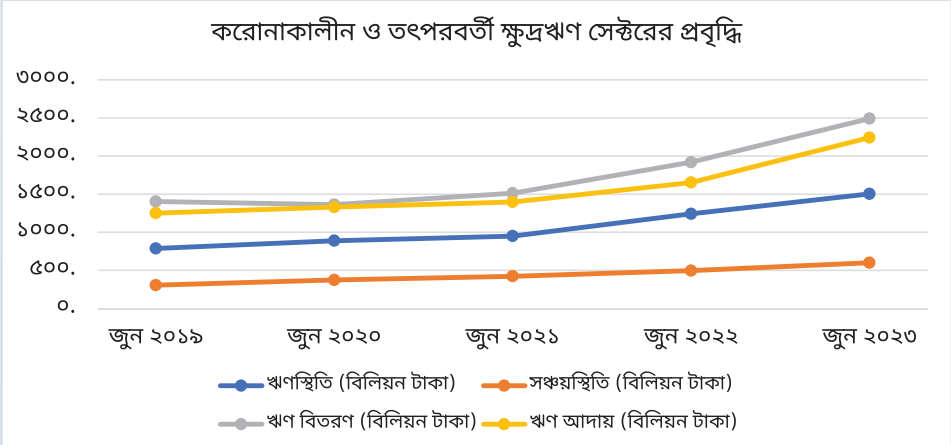

২০১৯ সালের শেষের দিকে করোনার করাল গ্রাসে বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থা নাজেহাল হয়ে পড়ে। যার প্রভাব দেশের অর্থনীতিতেও পরিলক্ষিত হয়। করোনাকালীন ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরে ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২০ সালে প্রবৃদ্ধি কম ছিল। তখন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড স্থবির হওয়ায় ক্ষুদ্র ঋণ সেক্টরও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। ঋণ বিতরণ কার্যক্রম, সঞ্চয় সংগ্রহ করাসহ অন্যান্য কার্যক্রম স্থগিত থাকায় আনুপাতিক হারে ক্ষুদ্রঋণ সেক্টর বিস্তার লাভ করতে পারেনি। কিন্তু ২০২২ সালের দিকে ক্ষুদ্রঋণ সেক্টর পুনরায় প্রবৃদ্ধির পথে হাঁটতে শুরু করে। এই সেক্টরে ক্রমাগত মানুষের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেক্টরের ঋণস্থিতি, সঞ্চয়স্থিতি, ঋণ বিতরণ এবং ঋণ আদায়ের পরিমাণও ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। কারণ করোনা পরবর্তী সময়ে ভঙ্গুর অর্থনৈতিক অবস্থা পুনরুদ্ধার করার জন্য গ্রামীণ মানুষজনের ক্ষুদ্র ঋণ প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজনীয়তা থেকেই গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে ও করোনাকালীন ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সরকার ঘোষিত প্রণোদনা ঋণ কার্যক্রম প্রণয়ন করা হয়। ২০২৩ সালে ৪.১০ কোটি গ্রাহক ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা ভোগ করছেন এবং মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতির পরিমাণ প্রায় ১.৫০ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। জুন ২০১৯ সালে ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরে ঋণস্থিতি প্রায় ৮০০ বিলিয়ন টাকার কাছাকাছি থাকলেও করোনা প্রভাব কাটিয়ে তা জুন ২০২৩ সালে প্রায় ১৫০৪.১৮ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়েছে। অপরদিকে, জুন ২০১৯ সালে ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরে সঞ্চয়স্থিতি প্রায় ২৫০ বিলিয়ন টাকার কাছাকাছি থাকলেও করোনা প্রভাব কাটিয়ে তা জুন ২০২৩ সালে প্রায় ৬২০.৫৫ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়েছে যা ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের ক্রমাগত বিকাশকেই নির্দেশ করে।

ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের গ্রাহক সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও করোনাকালীন অতিমারীর কারণে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম কিছুটা বাঁধাগ্রস্ত হয়। জুন ২০১৯ সালে ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরে গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৩৩ মিলিয়নের কাছাকাছি থাকলেও করোনা প্রভাব কাটিয়ে তা জুন ২০২৩ সালে প্রায় ৪০.১০ মিলিয়নে উন্নীত হয়েছে। অপরদিকে, জুন ২০১৯ সালে ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা প্রায় ২৬ মিলিয়নের কাছাকাছি থাকলেও করোনার প্রভাব কাটিয়ে তা জুন ২০২৩ সালে প্রায় ৩১.৫৩ মিলিয়নে উন্নীত হয়েছে।

এক নজরে ক্ষুদ্রঋণ খাতের চিত্র: (২০১৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত)

সূচক	জুন ২০১৯	জুন ২০২০	জুন ২০২১	জুন ২০২২	জুন ২০২৩
শাখার সংখ্যা	১৮,৯৭৭	২০,৮৯৮	২০,৯৫৫	২৩,৫৪৩	২৫,২২৫
কর্মরত জনবল (লক্ষ)	১.৬২	১.৭১	১.৭৬	২.০৭	২.০৭
গ্রাহক সংখ্যা (মিলিয়ন)	৩২.৩৭	৩৩.৩১	৩৫.১৯	৩৮.২৬	৪১.০০

৪.০ । বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার

করোনাকালীন সংকটময় অবস্থা থেকে উত্তরণে সহায়তার পদক্ষেপ হিসেবে তাৎক্ষণিক করণীয়, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন বাংলাদেশ সরকার।

এরই অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক "নভেল করোনাভাইরাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম" শিরোনামে ২০ এপ্রিল ২০২০ তারিখে এফআইডি সার্কুলার নং-০১/২০২০, ০৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখে এফআইডি সার্কুলার নং-০২/২০২০, ০৮ জুন ২০২১ তারিখে এফআইডি সার্কুলার নং-০১/২০২১, এবং ২৮ অক্টোবর ২০২১ তারিখে এফআইডি সার্কুলার নং-০২/২০২১ জারি করা হয়। যেখানে তহবিলের উৎস, পরিমাণ, মেয়াদসহ ঋণ মঞ্জুরী প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

৪.০১ । এফআইডি সার্কুলার নং-০১/২০২০, তারিখ: ২০ এপ্রিল ২০২০ নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম, ২০২০

নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এর ফলে দেশের নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণ তাদের আয় উৎসারী কর্মকান্ড পরিচালনা করতে পারছেন না। গ্রামীণ অর্থনীতিতে দেশের নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অবদান অনস্বীকার্য। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের মাধ্যমে করোনা ভাইরাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চলমান রাখা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (Revolving Refinance Scheme) গঠন করা হয়েছে। উক্ত পুনঃঅর্থায়ন স্কিম সংক্রান্ত বিস্তারিত নীতিমালা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের নামঃ "নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম, ২০২০"।

তহবিলের উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল (৩০০০ কোটি টাকা) । তবে প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংক এই তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারবে।

স্কিমের মেয়াদঃ ৩ বছর

i. ০১ জুলাই ২০২০ - ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত

ii. ০১ জুলাই ২০২১ - ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত

iii. ০১ জুলাই ২০২২- ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত

অর্থায়নকারী ব্যাংকঃ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক এ স্কিমের আওতায় অর্থায়নকারী ব্যাংক হিসেবে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। এ লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে অর্থায়নে আগ্রহী তফসিলি ব্যাংককে বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট-এর সাথে একটি অংশগ্রহণমূলক চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করতে হবে।

ব্যাংক কর্তৃক অর্থায়নের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচনঃ

(ক) এ স্কিমের আওতায় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ (এমএফআই) গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ করবে। তফসিলি ব্যাংক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচনপূর্বক তাদের অনুকূলে অর্থায়ন করবে;

(খ) মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) হতে সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে;

(গ) অর্থায়নকারী ব্যাংক কর্তৃক এমআরএ হতে আবেদনকারী ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ/বিনিয়োগ প্রাপ্তির সক্ষমতা বিষয়ক প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ করতে হবে;

(ঘ) প্রত্যয়নপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে এমআরএ বিদ্যমান বিধি-বিধান পরিপালনে প্রতিষ্ঠানের নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনান্তে প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বিষয়ক প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেঃ

- নিয়মিত ষাণ্মাসিক/মাসিক প্রতিবেদন দাখিল ;
- মোট উদ্বৃত্তের ১০% দ্বারা সংরক্ষিত তহবিল গঠন;
- মোট সঞ্চয়ের ১৫% তারল্য হিসাবে সংরক্ষণ;
- ঋণ/বিনিয়োগ ক্ষতি সঞ্চিতি সংরক্ষণ;
- দায় (সঞ্চয়, গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ) ও সম্পদ (ঋণ/বিনিয়োগ স্থিতি) এর অনুপাত এবং সার্ভিস চার্জ আয় ও বেতন-
- ভাতার অনুপাতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সক্ষমতা;
- একই অঞ্চলে এ ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধার আওতায় অর্থায়নপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা;
- ব্যাংক ও অন্যান্য উৎস হতে গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ নিয়মিত ফেরত প্রদান;
- সুশাসন ইত্যাদি;

(ঙ) অর্থায়নকারী ব্যাংক হতে প্রত্যয়নপত্র প্রদানের অনুরোধ প্রাপ্তির ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে এমআরএ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বিষয়ক প্রত্যয়নপত্র সরবরাহ করবে;

(চ) অর্থায়নকারী ব্যাংক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য যেমন পরিশোধের সক্ষমতা, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে সন্তুষ্ট হয়ে এ স্কিমের আওতায় অর্থায়ন, ঋণ/ বিনিয়োগ বিতরণ, তদারকি এবং আদায়ের বিষয়ে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা চুক্তি সম্পাদন করবে;

(ছ) এ স্কিমের আওতায় কোন একটি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র একটি ব্যাংক হতেই অর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক 'অন্য কোন ব্যাংক হতে এ স্কিমের আওতায় কোন অর্থায়ন গ্রহণ করা হয়নি' মর্মে অর্থায়নকারী ব্যাংকে একটি প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে।

স্কিমের আওতায় ঋণ বিনিয়োগ সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্য গ্রাহকঃ

(ক) 'নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী অর্থাৎ স্থানীয়ভাবে কৃষি এবং বিভিন্ন আয় উৎসারী কর্মকান্ডে নিয়োজিত বিভিন্ন শ্রেণী পেশার স্থানীয় উদ্যোক্তা ও পেশাজীবী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(খ) অতিদরিদ্র, দরিদ্র অথবা কোন অনগ্রসর গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তি এবং অসহায়/নিগৃহীত নারী সদস্যগণ এ ঋণ/বিনিয়োগ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবেন।

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ বিনিয়োগ বিতরণের শর্তাবলীঃ

(ক) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজস্ব নীতিমালার পাশাপাশি গ্রাহকের বিগত এক বছরের আয়বর্ধক কর্মকান্ড বিবেচনায় নিয়ে এ স্কিমের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ করবে;

(খ) কেবল ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সমিতিভুক্ত কোন সদস্যকেই এই ঋণ/বিনিয়োগ প্রদান করা যাবে।

(গ) করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ও বিস্তারজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এমন গ্রাহকদল অগ্রাধিকার পাবেন,

(ঘ) এ স্কিমের আওতায় গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগের অর্থ দিয়ে গ্রাহকের বিদ্যমান অন্য কোন ঋণ/বিনিয়োগ সমন্বয় করা যাবে না;(ঙ) নতুন ক্ষুদ্র ঋণ বিনিয়োগ গ্রহীতাদের সুযোগ প্রদানের জন্য এ স্কিমের আওতায় কোন ঋণ/বিনিয়োগ নবায়ন করা যাবে না। তবে, ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার লেনদেন সন্তোষজনক হলে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ঋণ/বিনিয়োগ নীতিমালার আওতায় নিজস্ব তহবিল হতে তা নবায়ন করতে পারবে;

(চ) নিজ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের ঋণ/বিনিয়োগ খেলাপি কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে এ স্কিমের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ প্রদান করা যাবে না।

গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণঃ এ স্কিমের আওতায় নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণকে তাদের আয় উৎসারী কর্মকান্ড পরিচালনা/সচল করার জন্য প্রদেয় ঋণ/বিনিয়োগসীমা হবে নিম্নরূপঃ

(ক) ক্ষুদ্র ঋণ/বিনিয়োগঃ একক গ্রাহকের ক্ষেত্রে ঋণ, বিনিয়োগের পরিমাণ হবে সর্বোচ্চ ৭৫.০০ (পঁচাত্তর) হাজার টাকা এবং আয় উৎসারী কর্মকান্ডে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ (Group of Persons) এর সমন্বয়ে গঠিত গ্রুপভিত্তিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট গ্রুপের অনুকূলে ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ হবে সর্বোচ্চ ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকা;

(খ) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিনিয়োগঃ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ/বিনিয়োগের আওতায় এককভাবে সর্বোচ্চ ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকা এবং যৌথ প্রকল্পের আওতায় ব্যক্তিবর্গ (Group of Persons) এর সমন্বয়ে গঠিত গ্রুপভিত্তিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট গ্রুপের অনুকূলে ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ হবে সর্বোচ্চ ৩০.০০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা;

(গ) গ্রুপের সদস্য সংখ্যা বেশি হলে ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাবে। গ্রুপ গঠন এবং এর কার্যাদি পরিচালনার বিষয়ে সকল সদস্যগণের মধ্যে এ সংক্রান্ত একটি চুক্তি থাকতে হবে;

(ঘ) কোন ব্যক্তি ক্ষুদ্র ঋণ/বিনিয়োগ এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ/বিনিয়োগ-এর মধ্যে যে কোন একটি একক অথবা গ্রুপভুক্ত পদ/বিনিয়োগ পাওয়ার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।

ব্যাংক কর্তৃক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে অর্থায়নের সীমাঃ কোন ব্যাংক কর্তৃক কোন একটি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ অর্থায়নের পরিমাণ হবে সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিগত তিন বছরের বিতরণকৃত গড় ঋণ/বিনিয়োগের ৩০% অথবা আলোচ্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিমে মোট তহবিলের (৩.০০০ কোটি টাকা) ২%, এর মধ্যে যা কম। তবে, অর্থায়নের এ সীমা চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার নিরিখে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের আবেদনের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিবর্তন করা যেতে পারে।

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রাপ্ত তহবিলের খাতভিত্তিক বিভাজনঃ এ স্কিমের আওতায় কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অর্থায়নকারী ব্যাংক হতে প্রাপ্ত মোট তহবিলের ৭৫% ক্ষুদ্র ঋণ বিনিয়োগ খাতে এবং ২৫% ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ/বিনিয়োগ খাতে বিতরণ করতে হবে।

পুনঃঅর্থায়ন প্রক্রিয়াঃ

(ক) সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরকারী ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থায়নে আগ্রহী তফসিলি ব্যাংকে ঋণ/বিনিয়োগের চাহিদা জানিয়ে তহবিল প্রাপ্তির জন্য আবেদন করবে। ব্যাংক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদার ভিত্তিতে অর্থায়ন করবে। অর্থায়ন প্রাপ্তির পর ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ করবে।

(খ) পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে অর্থায়নকারী ব্যাংক নির্ধারিত উপায়ে (সংযুক্ত ছক -১ মোতাবেক, প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদিসহ) প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মহাব্যবস্থাপক ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট বরাবরে আবেদন করবে। অর্থায়নকারী ব্যাংকের আবেদনের ভিত্তিতে এ স্কিমের হতে পুনঃঅর্থায়ন করা হবে। পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা তহবিলের পর্যাপ্ততার ভিত্তিতে প্রদেয় হবে।

গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদঃ

এ স্কিমের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে প্রদেয় ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ গ্রাহকের পেশা, ব্যবসার ধরণ, টার্নওভার, ফসল উৎপাদনের পঞ্জিকা (Crop Calendar) অনুযায়ী নির্ধারণ করা যাবে। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ হবে নিম্নরূপঃ

(ক) ক্ষুদ্র ঋণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে (একক ও গ্রুপভুক্ত উভয় ক্ষেত্রে) ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ হবে বিতরণের তারিখ হতে গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ১ (এক) বছর;

(খ) ক্ষুদ্র উদ্যোগ পর্যায়ে (একক ও গ্রুপভুক্ত উভয় ক্ষেত্রে) ঋণ বিনিয়োগ মেয়াদ হবে গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ০২ (দুই) বছর। তবে, এক্ষেত্রে একজন একক উদ্যোক্তা বা একটি গ্রুপ শুধুমাত্র একটি ক্যাটাগরিতে (ক্ষুদ্র ঋণ/বিনিয়োগ বা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা) এ স্কিমের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ প্রাপ্য হবেন।

ব্যাংক ও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সুদ/মুনাফার হারঃ

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অর্থায়নকারী ব্যাংকের অনুকূলে প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়নের বিপরীতে সুদ/মুনাফার হার হবে বার্ষিক ১%;

(খ) অর্থায়নকারী ব্যাংক কর্তৃক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদত্ত অর্থায়নের বিপরীতে সুদ/মুনাফার হার হবে বার্ষিক ৩.৫%।

গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিনিয়োগের সুদ/মুনাফার হার ও অন্যান্য ফি/খরচঃ

(ক) গ্রাহক পর্যায়ে বার্ষিক সুদ/মুনাফা/সার্ভিস চার্জের হার হবে সর্বোচ্চ ৯%। যা ক্রমহ্রাসমান স্থিতি পদ্ধতিতে হিসাবায়ন করতে হবে;

(খ) এমআরএ-এর ০৪ মে ২০১৪ তারিখের সার্কুলার লেটার নং-রেফ-২৩ এ বর্ণিত ভর্তি ফি, পাস বই, ঋণ ফরম এবং নন- জুডিশিয়াল স্টাম্পে অঙ্গীকারনামার খরচ ব্যতীত অন্য কোন চার্জ/ফি আদায় করা যাবে না।

আদায়ঃ

(ক) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের নিকট থেকে সাপ্তাহিক/মাসিক কিস্তিতে ঋণ/বিনিয়োগের অর্থ আদায় করবে;

(খ) অর্থায়নকারী ব্যাংক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত তহবিল আদায়ের ক্ষেত্রে ০৩ (তিন) মাসের গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করবে;

(গ) অর্থায়নকারী ব্যাংক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অর্থায়নকৃত অর্থ আদায় করবে;

(ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অর্থায়নকারী ব্যাংকের অনুকূলে পুনঃঅর্থায়নকৃত অর্থ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আদায় করা হবে; যা পরিশোধসূচী অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে সুদ/মুনাফাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত

সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসাব থেকে আদায়/কর্তন করা হবে;

(ঙ) গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সকল দায়- দায়িত্ব ও ঝুঁকি ঋণ/বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান এবং অর্থায়নকারী ব্যাংক বহন করবে। উক্ত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনাকে সম্পর্কিত করা যাবে না।

ফোকাল পয়েন্টঃ এ পুনঃঅর্থায়ন স্কিম সংক্রান্ত বিষয়ে এমআরএ, অর্থায়নকারী ব্যাংক এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একজন করে ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করবে।

অন্যান্যঃ

(ক) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের আয় উৎসারী কর্মকান্ড নিয়মিত পরিবীক্ষণ করবে। গ্রাহকের সম্মতিতে, প্রয়োজনবোধে বীমার আওতাভুক্ত করবে;

(খ) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ এবং আদায়ের সমর্থনে গ্রাহকের অনুকূলে পাস বই সরবরাহ করবে;

(গ) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান এ স্কিমের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের জন্য অনধিক ২ (দুই) পৃষ্ঠার ঋণ/বিনিয়োগ ফরম প্রচলন করতে পারবে;

(ঘ) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের ঋণ/বিনিয়োগ আবেদনের সাথে জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি, সত্যায়িত ছবি ও অন্যান্য কাগজপত্র সংরক্ষণ করবে; যা বাংলাদেশ ব্যাংক, এমআরএ কিংবা অর্থায়নকারী ব্যাংকের পরিদর্শন/যাচাইকালে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান চাহিদামাত্র সরবরাহ করবে;

(ঙ) বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুরোধক্রমে এমআরএ কিংবা অর্থায়নকারী ব্যাংক প্রয়োজনীয় সংখ্যক ঋণ/বিনিয়োগ সরেজমিনে পরিদর্শন/যাচাই করতে পারবে। পরিদর্শন/যাচাইকালে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগে অনিয়ম বা সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে উদ্ঘাটিত হলে পরিদর্শন/যাচাইকালে প্রাপ্ত এরূপ তথ্যের ভিত্তিতে শতকরা হার অনুযায়ী পুনঃঅর্থায়নকৃত অর্থের উপর ২% হারে দন্ডসুদ/অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ আরোপিত হবে; যা এককালীন বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত অর্থায়নকারী ব্যাংকের চলতি হিসাব হতে কর্তন করা হবে। সেক্ষেত্রে, অর্থায়নকারী ব্যাংকও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হতে অনুরূপ দন্ডসুদ/অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ আদায় করতে পারবে;

(চ) খেলাপী ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা এ স্কিমের আওতায় কোন ঋণ/বিনিয়োগ পাওয়ার যোগ্য হবেন না। ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের পূর্বে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান বিষয়টি নিশ্চিত করবে এবং গ্রাহকের নিকট থেকে এ বিষয়ক অঙ্গীকার গ্রহণ করবে;

(ছ) যদি কোন গ্রাহক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ/বিনিয়োগের অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হন, তাহলে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মে তাকে খেলাপী হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে;

(জ) অর্থায়নকারী ব্যাংক কর্তৃক প্রথমবার পুনঃঅর্থায়নের জন্য মহাব্যবস্থাপক, ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট বরাবরে আবেদনের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত সমঝোতা চুক্তির কপি প্রেরণ করতে হবে;

(ঝ) অর্থায়নকারী ব্যাংক কর্তৃক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে (ত্রৈমাসিক শেষ হবার ১০ কর্মদিবসের মধ্যে) এ স্কিমের আওতায় অর্থায়ন সংক্রান্ত একটি বিবরণী (ছক-২) (সফট কপি) মহাব্যবস্থাপক, ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট বরাবরে দাখিল করতে হবে; এবং

(ঞ) বাংলাদেশ ব্যাংক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম সংক্রান্ত উল্লিখিত নীতিমালার শর্তাদি সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

৪.০২। এফআইডি সার্কুলার নং-০২/২০২১, তারিখ: ২৪ অক্টোবর ২০২১ নিম্ন আয়ের পেশাজীবী,কৃষক ও প্রান্তিক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম, ২০২১

শিরোনামোক্ত বিষয়ে ২০ এপ্রিল ২০২০ তারিখের এফআইডি সার্কুলার নং-০১/২০২০, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের এফআইডি সার্কুলার লেটার নং-০১/২০২০, ০৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখের এফআইডি সার্কুলার লেটার নং-০২/২০২০ এবং ০৮ জুন ২০২১ তারিখের এফআইডি সার্কুলার লেটার নং-০১/২০২১ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের মাধ্যমে করোনাভাইরাসের (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চলমান রাখা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৩,০০০ (তিন হাজার) কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (Revolving Refinance Scheme) গঠন করা হয়। উক্ত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন সহজতর করার নিমিত্তে বিভিন্ন সময়ে নীতি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত পুনঃঅর্থায়ন স্কিমটি ০৩ বছরের জন্য প্রণীত হয়েছে। গত ৩০ জুন ২০২১ তারিখে স্কিমটির প্রথম দফা বাস্তবায়ন শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় দফা বাস্তবায়ন ০১ জুলাই ২০২১ তারিখ হতে শুরু হয়েছে, যা আগামী ৩০ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। এ পর্যায়ে কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব প্রলম্বিত হওয়ায় এর নেতিবাচক প্রভাব হতে নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উত্তরণ ও তাদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উক্ত স্কিমের বাস্তবায়ন আরও সহজতর করার জন্য ইতঃপূর্বে জারিকৃত নির্দেশনাসমূহ সমন্বিত করে এবং নতুন কিছু নির্দেশনা একীভূত করে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ জারি করা হলোঃ

২.১) স্কিমের নাম: এ স্কিমের নাম হবে "নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম"।

২.২) তহবিলের উৎস ও পরিমাণ: বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল; টাকা ৩,০০০ (তিন হাজার) কোটি। তবে, প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংক এ তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারবে।

২.৩) স্কিমের মেয়াদ: এ স্কিমের মেয়াদ হবে ৩০ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত।

২.৪) অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান:

(ক) বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের (MFI) সদস্যদের অনুকূলে ক্ষুদ্রঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণের উদ্দেশ্যে MFI এর অনুকূলে প্রদত্ত ঋণ বিনিয়োগ তাদের সদস্যদের মধ্যে বিতরণের পর এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে;

(খ) বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক নিজস্ব নীতিমালায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পর্যায়ে সরাসরি বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতেও এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে;

(গ) ইসলামী শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংকসমূহ শরীয়াহ নীতিমালা অনুসরণ করে MFI ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অনুকূলে বিনিয়োগ অনুমোদনের পর এ স্কিমের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করে বিতরণ করতে পারবে;

(ঘ) MFI ও সরাসরি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পর্যায়ে অর্থায়নে আগ্রহী তফসিলি ব্যাংকসমূহকে ফাইন্যান্সিয়াল

ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর সাথে একটি অংশগ্রহণমূলক চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করতে হবে। তবে, ইতঃপূর্বে যে সকল ব্যাংক বর্ণিত স্কিমের আওতায় অংশগ্রহণমূলক চুক্তি সম্পাদন করেছে, তাদের নতুনভাবে চুক্তি সম্পাদনের আবশ্যকতা নেই। ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ইতঃপূর্বে সম্পাদিত অংশগ্রহণমূলক চুক্তি, MFI ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উভয় পর্যায়ে অর্থায়নের চুক্তি হিসেবেই গণ্য হবে।

২.৫) ব্যাংক কর্তৃক MFI নির্বাচন ও ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরী প্রক্রিয়া:

(ক) MFI এ স্কিমে অংশগ্রহণের আগ্রহ জানিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ আবেদনপত্র দাখিল করবে: (খ) অর্থায়নকারী ব্যাংক MFI সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য, যেমন ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা (Repayment Capacity), আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে সন্তুষ্ট হয়ে এ স্কিমের আওতায় অর্থায়ন বা ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ, তদারকি এবং আদায়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট MFI এর সাথে একটি সমঝোতা চুক্তি সম্পাদন করবে:

(খ) অর্থায়নকারী ব্যাংক কর্তৃক প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত MFI এর আর্থিক সক্ষমতা বিষয়ক প্রত্যয়নপত্র প্রদান করার জন্য মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (MRA) কে অনুরোধ জানাবে;

(গ) অর্থায়নকারী ব্যাংক হতে প্রত্যয়নপত্র প্রদানের অনুরোধ প্রাপ্তির পর ন্যূনতম সময়ের মধ্যে MRA সংশ্লিষ্ট MFI এর আর্থিক সক্ষমতা বিষয়ক প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করবে। MRA কর্তৃক উল্লিখিত প্রত্যয়নপত্র প্রদানকালে বিদ্যমান বিধি-বিধান পরিপালন এবং নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করবে:

- দায় (সঞ্চয়, গৃহীত কর্জ) ও সম্পদের (ঋণ/বিনিয়োগ স্থিতি) অনুপাত;
- ব্যাংক ও অন্যান্য উৎস হতে গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ নিয়মিত ফেরত প্রদান;
- মোট উদ্বৃত্ত তহবিলের ১০% দ্বারা সংরক্ষিত তহবিল গঠন। তবে, MFI এর কর্মপরিধি বিবেচনায় MRA নিজস্ব নীতিমালা অনুসরণ করে নির্ধারিত ১০% এর শর্ত প্রয়োজনে শিথিলভাবে বিবেচনা করতে পারবে;
- ঋণ/বিনিয়োগ ক্ষতি সঞ্চিতি সংরক্ষণ।

(ঘ) MRA ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সক্ষমতা বিষয়ক প্রত্যয়নপত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখ করবে:

- সর্বশেষ সমাপ্ত অর্থ বছরের (নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী মোতাবেক) ঋণ বিনিয়োগ স্থিতির পরিমাণ;
- এ স্কিমের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ প্রাপ্তির সর্বোচ্চ সীমা (এ স্কিমের আওতায় MRA কর্তৃক ইস্যুকৃত আর্থিক সক্ষমতা বিষয়ক প্রত্যয়নপত্রের ভিত্তিতে অর্থায়নকারী ব্যাংক MFI এর বিদ্যমান ঋণ বিনিয়োগ স্থিতির সর্বোচ্চ ৪০% পর্যন্ত অথবা আলোচ্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের মোট তহবিলের (৩,০০০ কোটি টাকা) ৫%, এর মধ্যে যা কম ঋণ/বিনিয়োগ হিসেবে মঞ্জুরী প্রদান করতে পারবে);
- বিদ্যমান দায় (সঞ্চয়, গৃহীত কর্ম) ও সম্পদের (ঋণ/বিনিয়োগ স্থিতি) অনুপাত;
- সংরক্ষিত তহবিল/তহবিলসমূহের পরিমাণ;
- এ স্কিমের আওতায় সংশ্লিষ্ট MFI এর বিপরীতে যে সকল ব্যাংকের অনুকূলে সক্ষমতা বিষয়ক প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করা হয়েছে সে সকল ব্যাংকের নাম।

(ঙ) তফসিলি ব্যাংকসমূহ নির্বাচিত MFI এর আবেদনের ভিত্তিতে তাদের অনুকূলে অর্থায়ন করবে;

(চ) তফসিলি ব্যাংক হতে অর্থায়ন প্রাপ্তির পর MFI ন্যূনতম সময়ের মধ্যে গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ নিশ্চিত করবে;

(ছ) এ স্কিমের আওতায় কোন MFI অনধিক ০৫ টি তফসিলি ব্যাংক হতে অর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। তবে, প্রয়োজনের নিরিখে MFI, বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদনক্রমে ৩৫টির অধিক তফসিলি ব্যাংক হতেও অর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। অর্থায়ন সুবিধা গ্রহণকারী MFI এর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অর্থায়ন গ্রহণ নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ট MFI এ স্কিমের আওতায় অন্যান্য ব্যাংক হতে গৃহীত ক্ষণ/বিনিয়োগের তথ্য সম্বলিত একটি ঘোষণাপত্র ব্যাংকে দাখিল করবে। ব্যাংক প্রয়োজনে দাখিলকৃত তথ্যাদি যাচাই করবে।

২.৬) স্কিমের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্য গ্রাহক:

(ক) নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী' অর্থাৎ স্থানীয়ভাবে কৃষি এবং বিভিন্ন আয় উৎসারী কর্মকান্ডে নিয়োজিত বিভিন্ন শ্রেণী/পেশার স্থানীয় উদ্যোক্তা ও পেশাজীবী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(খ) অতিদরিদ্র, দরিদ্র অথবা কোন অনগ্রসর গোষ্ঠীভূক্ত ব্যক্তি, অসহায় নিগৃহীত নারী, কোভিড-১৯ এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং বিদেশ থেকে প্রত্যাগত ব্যক্তিগণ এ ক্ষণ/বিনিয়োগ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন। তবে, মোট ঋণ বিনিয়োগের কমপক্ষে ২৫% নারীদের মধ্যে বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।

২.৭) MFI কর্তৃক ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের শর্তাবলী:

(ক) MFI নিজস্ব নীতিমালার পাশাপাশি গ্রাহকের বিগত এক বছরের আয়বর্ধক কর্মকান্ড বিবেচনায় নিয়ে এ স্কিমের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ করবে। বিগত ০১ বছরের সময়কালে কোভিড-১৯ এর প্রভাবে আয়বর্ধক কর্মকান্ড সন্তোষজনক না হলে, সেক্ষেত্রে কোভিড-১৯ এর পূর্ববর্তী ০১ বছরের আয়বর্ধক কর্মকান্ড বিবেচনায় নিয়ে ঋণ বিনিয়োগ প্রাপ্যতা নির্ধারণ করতে পারবে;

(খ) MFI এর সমিতিভুক্ত কোন সদস্যকেই এই ঋণ/বিনিয়োগ প্রদান করা যাবে;

(গ) করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ও বিস্তারজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এমন গ্রাহকগণ অগ্রাধিকার পাবেন;

(ঘ) এ স্কিমের আওতায় গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগের অর্থ দিয়ে গ্রাহকের বিদ্যমান অন্য কোন ঋণ/বিনিয়োগ সমন্বয় করা যাবে না;

(ঙ) এ স্কিমের আওতায় প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগ যথাসময়ে আদায়ের পর সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে আয়বর্ধক কর্মকান্ড সচল রাখার লক্ষ্যে এ স্কিমের মেয়াদের মধ্যে নতুনভাবে ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ করা যাবে;

(চ) ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা অন্য কোন ব্যাংক বা MFI এর ঋণ/বিনিয়োগ খেলাপি হলে এ স্কিমের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

২.৮) গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ: এ স্কিমের আওতায় নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণকে তাদের আয় উৎসারী কর্মকান্ড পরিচালনা/সচল রাখার জন্য প্রদেয় ঋণ/বিনিয়োগ সীমা হবে নিম্নরূপঃ

(ক) MFI কর্তৃক একক গ্রাহকের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ হবে সর্বোচ্চ ৭৫.০০ (পঁচাত্তর) হাজার টাকা এবং আয় উৎসারী কর্মকান্ডে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ (Group of Persons) এর সমন্বয়ে গঠিত গ্রুপভিত্তিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ০৫ সদস্যবিশিষ্ট গ্রুপের অনুকূলে ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ হবে সর্বোচ্চ ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকা;

(খ) MFI কর্তৃক নির্বাচিত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার অনুকূলে এককভাবে ঋণ বিনিয়োগের পরিমাণ হবে সর্বোচ্চ ১৫.০০ (পনের) লক্ষ টাকা এবং ন্যূনতম ০৫ সদস্যবিশিষ্ট যৌথ প্রকল্পে (গ্রুপ) ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ হবে সর্বোচ্চ ৬০.০০ (ষাট) লক্ষ টাকা;

গ) তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি নির্বাচিত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার অনুকূলে এককভাবে ঋণ/বিনিয়োগের

পরিমাণ হবে সর্বোচ্চ ১৫:০০ (পনের) লক্ষ টাকা এবং ন্যূনতম ০৫ সদস্যবিশিষ্ট যৌথ প্রকল্পে (গ্রুপ) ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ হবে সর্বোচ্চ ৬০.০০ (ষাট) লক্ষ টাকা;

(ঘ) গ্রুপ গঠন এবং এর কার্যাদি পরিচালনার বিষয়ে সদস্যগণের মধ্যে এ সংক্রান্ত একটি চুক্তি থাকতে হবে;

(ঙ) কোন ব্যক্তি ক্ষুদ্র ঋণ/বিনিয়োগ এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ/বিনিয়োগ-এর মধ্যে যে কোন একটি (একক অথবা গ্রুপভুক্ত) ঋণ/ বিনিয়োগ পাওয়ার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।

২.৯) ব্যাংক কর্তৃক MFI এ অর্থায়নের সীমা:

ক) কোন একটি MFI এর অনুকূলে সর্বোচ্চ অর্থায়নের পরিমাণ হবে MFI এর বিদ্যমান (সর্বশেষ সমাপ্ত অর্থ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী মোতাবেক) ঋণ/বিনিয়োগ স্থিতির সর্বোচ্চ ৪০% অথবা আলোচ্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের মোট তহবিলের (৩,০০০ কোটি টাকা) ৫%, এর মধ্যে যা কম। অর্থায়নের এ সীমা চাহিদা ও প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিবর্তন করা যেতে পারে;

খ) তবে, এ অর্থায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশিত Single Borrower Exposure Limit এর বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে।

২.১০) MFI কর্তৃক প্রাপ্ত তহবিলের খাতভিত্তিক বিভাজন: এ স্কিমের আওতায় কোন MFI কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অর্থায়নকারী ব্যাংক হতে প্রাপ্ত মোট তহবিলের ৭০% ক্ষুদ্র ঋণ/বিনিয়োগ খাতে এবং ৩০% ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ/বিনিয়োগ খাতে বিতরণ করতে হবে। তবে, কোন কারণে MFI কর্তৃক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাতে ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ সম্ভব না হলে উক্ত অর্থ ক্ষুদ্র ঋণ (Micro Credit) খাতেও বিতরণ করতে পারবে।

২.১১) পুনঃঅর্থায়ন প্রক্রিয়া: পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে অর্থায়নকারী ব্যাংক গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণের বিস্তারিত তথ্য ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্য/দলিলাদিসহ (সংযুক্তি-১ মোতাবেক) প্রতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে মহাব্যবস্থাপক, ফাইন্যান্সিয়াল ইনকুশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা বরাবরে আবেদন করবে। অর্থায়নকারী ব্যাংকের আবেদনের ভিত্তিতে এ স্কিম হতে পুনঃঅর্থায়ন করা হবে।

২.১২) গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ: এ স্কিমের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে প্রদেয় ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ গ্রাহকের পেশা, ব্যবসার ধরণ, টার্নওভার, ফসল উৎপাদনের পঞ্জিকা (Crop Calendar) অনুযায়ী নির্ধারণ করা যাবে। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/ বিনিয়োগের মেয়াদ হবে নিম্নরূপঃ

(ক) ক্ষুদ্র ঋণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে (একক ও গ্রুপভুক্ত উভয় ক্ষেত্রে) ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ হবে বিতরণের তারিখ হতে গ্রেস পিরিয়ড ব্যতিরেকে সর্বোচ্চ ০১ বছর:

(খ) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পর্যায়ে (একক ও গ্রুপভুক্ত উভয় ক্ষেত্রে) ঋণ/বিনিয়োগ মেয়াদ হবে গ্রেস পিরিয়ড ব্যতিরেকে কমপক্ষে ০২ বছর এবং সর্বোচ্চ ০৩ বছর;

(গ) ক্ষুদ্র ঋণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ০৩ মাস এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পর্যায়ে সর্বোচ্চ ০৬ মাস গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা যাবে। তবে MFI ও গ্রাহক উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড/ব্যবসার ধরণ অনুযায়ী MFI কর্তৃক প্রদেয় ঋণ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রেস পিরিয়ড সর্বনিম্ন ০১ মাস পর্যন্ত নির্ধারণ করা যাবে। অনুরূপভাবে, তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে প্রদেয় ঋণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রেস পিরিয়ড সর্বনিম্ন ০৩ মাস নির্ধারণ করা যাবে।

২.১৩) ব্যাংক ও MFI পর্যায়ে সুদ/মুনাফার হারঃ

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অর্থায়নকারী ব্যাংকের অনুকূলে প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়নের বিপরীতে সুদ/মুনাফার হার হবে বার্ষিক ০.৫%;

(খ) অর্থায়নকারী ব্যাংক কর্তৃক MFI এর অনুকূলে প্রদত্ত অর্থায়নের বিপরীতে সুদ/মুনাফার হার হবে বার্ষিক সর্বোচ্চ ৩%।

২.১৪) গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফার হার ও অন্যান্য ফি/খরচ:

(ক) MFI কর্তৃক গ্রাহক পর্যায়ে বার্ষিক সুদ/মুনাফা/সার্ভিস চার্জের হার হবে ক্রমহ্রাসমান স্থিতি পদ্ধতিতে (Reducing Balance Method) সর্বোচ্চ ৯%। MRA এর ০৪ মে ২০১৪ তারিখের সার্কুলার লেটার নং-রেগু-২৩ এ বর্ণিত ভর্তি ফি, পাস বই, ঋণ ফরম এবং নন-জুডিশিয়াল স্টাম্পে অঙ্গীকারনামার খরচ ব্যতীত অন্য কোন চার্জ/ফি আদায় করা যাবে না;

(খ) তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে সুদ/মুনাফার হার হবে ক্রমহ্রাসমান স্থিতি পদ্ধতিতে (Reducing Balance Method) সর্বোচ্চ বার্ষিক ৭%। স্ট্যাম্প ফি, এসএমএস চার্জ ও সরকারী আবগারী শুল্ক ব্যতীত অন্য কোন চার্জ/ফি আদায় করা যাবে না।

২.১৫) আদায়:

(ক) MFI গ্রাহকের নিকট থেকে গ্রেস পিরিয়ড শেষে সাপ্তাহিক/মাসিক কিস্তিতে ঋণ/বিনিয়োগের অর্থ আদায় করবে;

(খ) অর্থায়নকারী ব্যাংক MFI-কে প্রদত্ত ক্ষুদ্র ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে অর্থায়ন ও আদায়ের জন্য ০৩ মাস এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পর্যায়ে ঋণ বিনিয়োগের বিপরীতে অর্থায়ন ও আদায়ের জন্য ০৬ মাস গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করবে। গ্রেস পিরিয়ড শেষ হওয়ার পর ঋণ/বিনিয়োগের কিস্তি আদায় শুরু হবে;

(গ) MFI-কে ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানকারী ব্যাংক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অর্থায়নকৃত অর্থ আদায় করবে। এক্ষেত্রে, ০১/০২/০৩ বছরের জন্য প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগ যথাক্রমে ০৪/০৮/১২ কিস্তিতে আদায় করবে;

(ঘ) তবে, MFI কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ তাদের কর্তৃক তফসিলি ব্যাংক হতে গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদের সাথে গ্রেস পিরিয়ড ব্যতিরেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে;

(ঙ) তফসিলি ব্যাংক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে প্রদত্ত ঋণ/ বিনিয়োগ গ্রেস পিরিয়ড শেষ হওয়ার পর ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আদায় করবে;

(চ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অর্থায়নকারী ব্যাংকের অনুকূলে পুনঃঅর্থায়নকৃত অর্থ গ্রেস পিরিয়ড শেষ হওয়ার পর ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আদায় করা হবে; যা পরিশোধসূচী অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে সুদ/মুনাফাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসাব থেকে আদায় কর্তন করা হবে।

২.১৬) ফোকাল পয়েন্ট: এ পুনঃঅর্থায়ন স্কিম সংক্রান্ত বিষয়ে MRA, অর্থায়নকারী ব্যাংক এবং MFI কর্তৃক একজন করে ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করবে।

২.১৭) অন্যান্য:

(ক) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের আয় উৎসারী কর্মকান্ড নিয়মিত পরিবীক্ষণ করবে;

(খ) MFI ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ এবং আদায়ের সমর্থনে গ্রাহকের অনুকূলে পাস বই সরবরাহ করবে;

(গ) MFI এ স্কিমের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের জন্য অনধিক ০২ পৃষ্ঠার ঋণ/বিনিয়োগ ফরম প্রচলন করতে পারবে;

(ঘ) MFI গ্রাহকের ঋণ/বিনিয়োগ আবেদনের সাথে জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি, সত্যায়িত ছবি ও অন্যান্য কাগজপত্র সংরক্ষণ করবে; যা বাংলাদেশ ব্যাংক, MRA কিংবা অর্থায়নকারী ব্যাংকের পরিদর্শন/যাচাইকালে MFI চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করবে;

(ঙ) বাংলাদেশ ব্যাংক, ক্ষেত্রমতে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুরোধক্রমে MRA কিংবা অর্থায়নকারী ব্যাংক প্রয়োজনীয় সংখ্যক ঋণ/ বিনিয়োগ সরেজমিনে পরিদর্শন/যাচাই করতে পারবে। পরিদর্শন/যাচাইকালে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগে অনিয়ম বা ব্যত্যয় উদ্ঘাটিত হলে পুনঃঅর্থায়নকৃত অর্থের উপর ২% হারে দন্ডসুদ/অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ আরোপিত হবে, যা এককালীন বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত অর্থায়নকারী ব্যাংকের চলতি হিসাব হতে কর্তন করা হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অর্থায়নকারী ব্যাংকও MFI হতে অনুরূপ দন্ডসুদ/অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ আদায় করতে পারবে। এতদ্ব্যতীত, ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ অথবা ক্ষেত্রমতে MRA আইন, ২০০৬ অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(চ) খেলাপী ঋণ বিনিয়োগ গ্রহীতা এ স্কিমের আওতায় কোন ঋণ/বিনিয়োগ পাওয়ার যোগ্য হবেন না। ঋণ বিনিয়োগ প্রদানের পূর্বে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান বিষয়টি নিশ্চিত করবে এবং গ্রাহকের নিকট থেকে ঋণ খেলাপী নন মর্মে অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করবে;

(ছ) যদি কোন গ্রাহক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ/বিনিয়োগের অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হন, তাহলে MFI এর প্রচলিত নিয়মে তাকে খেলাপী হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে;

(জ) অর্থায়নকারী ব্যাংক কর্তৃক প্রথমবার পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির আবেদনের ক্ষেত্রে MFI এর সাথে সম্পাদিত সমঝোতা চুক্তির কপি প্রেরণ করতে হবে;

(ঝ) বাংলাদেশ ব্যাংক পুনঃ অর্থায়ন স্কিম সংক্রান্ত উল্লিখিত নীতিমালার শর্তাদি সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

০৩। রহিতকরণ ও হেফাজত: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইতঃপূর্বে জারিকৃত ২০ এপ্রিল ২০২০ তারিখের এফআইডি সার্কুলার নং- ০১ / ২০২০, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের এফআইডি সার্কুলার লেটার নং-০১/২০২০, ০৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখের এফআইডি সার্কুলার লেটার নং- ০২/২০২০ এবং ০৮ জুন ২০২১ তারিখের এফআইডি সার্কুলার লেটার নং-০১/২০২১ এতদ্বারা রহিত করা হলো। রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত স্কিমের আওতায় ইতোমধ্যে কৃত বা গৃহীত কার্যক্রম পূর্বেকার নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

৫.০। প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে এমআরএ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণার পরপরই বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সার্কুলার জারি করা হয়। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের মাধ্যমে করোনা ভাইরাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চলমান রাখা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (Revolving Refinance Scheme) গঠন করা হয়। যেখানে উল্লেখ করা হয় যে, প্রণোদনা ঋণ বাস্তবায়নে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) হতে সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং এমআরএ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বিষয়ক প্রত্যয়নপত্র সরবরাহ করবে। এই নির্দেশনার পর থেকেই সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সফল করার উদ্দেশ্যে এমআরএ কর্তৃক নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সফল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে প্রণোদনা ঋণ গ্রহণকারী ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় প্রণোদনা ঋণ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য, ঋণের সুবিধাভোগী জনগণের প্রয়োজনীয়তা, ঋণের সুদ হারসহ ঋণ কার্যক্রম সঠিক ভাবে বাস্তবায়নে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৫.০১ প্রণোদনা ঋণ বাস্তবায়ন বিষয়ক সভা

প্রণোদনা ঋণ কার্যক্রম সুষ্ঠু ভাবে বিতরণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত কল্পে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০২২ এবং ২৫ জুন ২০২৩ তারিখে দুটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বিভিন্ন বিষয় আলোচনার পাশাপাশি উক্ত ঋণ কার্যক্রম যথাযথভাবে কার্যকর করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

তাছাড়া দেশে ক্রান্তিকালীন সময়ে সাধারণ মানুষের পাশে থেকে নিম্ন আয়ের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে "নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম" বাস্তবায়নে সকল এমএফআইকে সম্পৃক্ত থাকার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সভায় উপস্থিত এমএফআই সদস্যবৃন্দ "নিম্ন আয়ের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম" এর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংককে অনুরোধ করার জন্য মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যানের মহোদয়ের সদয় দৃষ্টি কামনা করেন। তারা এই ধরণের প্রণোদনা কার্যক্রমের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান।

চিত্রঃ এমআরএ আয়োজিত প্রণোদনা ঋণ বাস্তবায়ন বিষয়ক সভা

৫.০২ প্রণোদনা ঋণ বাস্তবায়ন বিষয়ক গৃহীত পদক্ষেপ

এমআরএ কর্তৃক আয়োজিত সভায় প্রণোদনা ঋণ কার্যক্রমের সাথে জড়িত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের গৃহীত পদক্ষেপ ও সুবিধা ভোগীদের মতামত তুলে ধরেন। যেখানে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো ও সুবিধা ভোগী জনগণ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের মাধ্যমে করোনা ভাইরাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চলমান রাখা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (Revolving Refinance Scheme) গঠন করায় সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সভায় প্রণোদনা ঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো জানান যে, উক্ত ঋণের ফলে করোনা ভাইরাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী আশার আলো দেখতে পেয়েছে। তারা আরো জানান, ক্ষতিগ্রস্থ প্রান্তিক জনগোষ্ঠী করোনার প্রভাব এখনো পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়নি। এই ধরণের প্রণোদনা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য তারা জোর আবেদন জানান এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এমআরএ কর্তৃক প্রণোদনা ঋণ বাস্তবায়ন বিষয়ক গৃহীত পদক্ষেপ

৫.০৩ প্রণোদনা ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা ও পরিমাপ

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত সার্কুলার অনুযায়ী প্রণোদনা ঋণের অর্থ বিতরণের ক্ষেত্রে এমআরএ এর প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহ করা বাধ্যতামূলক করা হয়। সে প্রেক্ষিতে, প্রণোদনা ঋণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বিতরণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এমআরএ নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রণোদনা ঋণের আবেদন মঞ্জুরের ক্ষেত্রে এমআরএ কর্তৃক নিম্নরূপ বিষয়াদি যাচাই বাছাই করে প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করা হয়ে থাকেঃ

- নিয়মিত ষাণ্মাসিক/মাসিক প্রতিবেদন দাখিল ;
- মোট উদ্বৃত্তের ১০% দ্বারা সংরক্ষিত তহবিল গঠন;
- মোট সঞ্চয়ের ১৫% তারল্য হিসাবে সংরক্ষণ;
- একই অঞ্চলে এ ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধার আওতায় অর্থায়নপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা;
- ঋণ/বিনিয়োগ ক্ষতি সঞ্চিতি সংরক্ষণ;
- দায় (সঞ্চয়, গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ) ও সম্পদ (ঋণ/বিনিয়োগ স্থিতি) এর অনুপাত এবং সার্ভিস চার্জ আয় ও বেতন-ভাতার অনুপাতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সক্ষমতা;
- ব্যাংক ও অন্যান্য উৎস হতে গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ নিয়মিত ফেরত প্রদান;
- সুশাসন ইত্যাদি;

এছাড়া অর্থায়নকারী ব্যাংক হতে প্রত্যয়নপত্র প্রদানের অনুরোধ প্রাপ্তির ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বিষয়ক প্রত্যয়নপত্র সরবরাহ করার নির্দেশনা যথাযথ ভাবে পালন করে উক্ত ঋণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বিতরণে এমআরএ সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

৫.০৪ অথরিটি কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়ন পত্র

বাংলাদেশ বাংক কর্তৃক জারিকৃত সার্কুলার অনুযায়ী নির্দেশনা মেনে অথরিটি কর্তৃক প্রণোদনা ঋণের প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করা হয়ে থাকে। ঋণের আবেদন প্রাপ্তির পরপরই উক্ত ঋণের প্রত্যয়ন পত্র প্রদানের কার্যক্রম শুরু করা হয় যাতে করে অতি দ্রুত এই স্কীমের আওতার অন্তর্ভুক্ত মানুষজন সহজেই ঋণ পান।

এমআরএ কর্তৃক ইতোমধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৪৪ টি, ২০২১-২২ অর্থবছরে ৮৫ টি এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪৩টি প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করা হয়। মূলত এই ঋণ কার্যক্রমের প্রতি এমআরএ কর্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয় যাতে করে সরকার ঘোষিত এই কার্যক্রম সফলতার সাথে সম্পন্ন হতে পারে।

প্রণোদনা ঋণের ইস্যুকৃত প্রত্যয়নপত্র			
অর্থবছর	ব্যাংক সংখ্যা	এমএফআই সংখ্যা	প্রত্যয়নপত্র সংখ্যা
২০২০-২০২১	৩৮	১৪৪	১৪৪
২০২১-২০২২	২৩	৬৭	৮৫
২০২২-২০২৩	১৬	৪২	৪৩

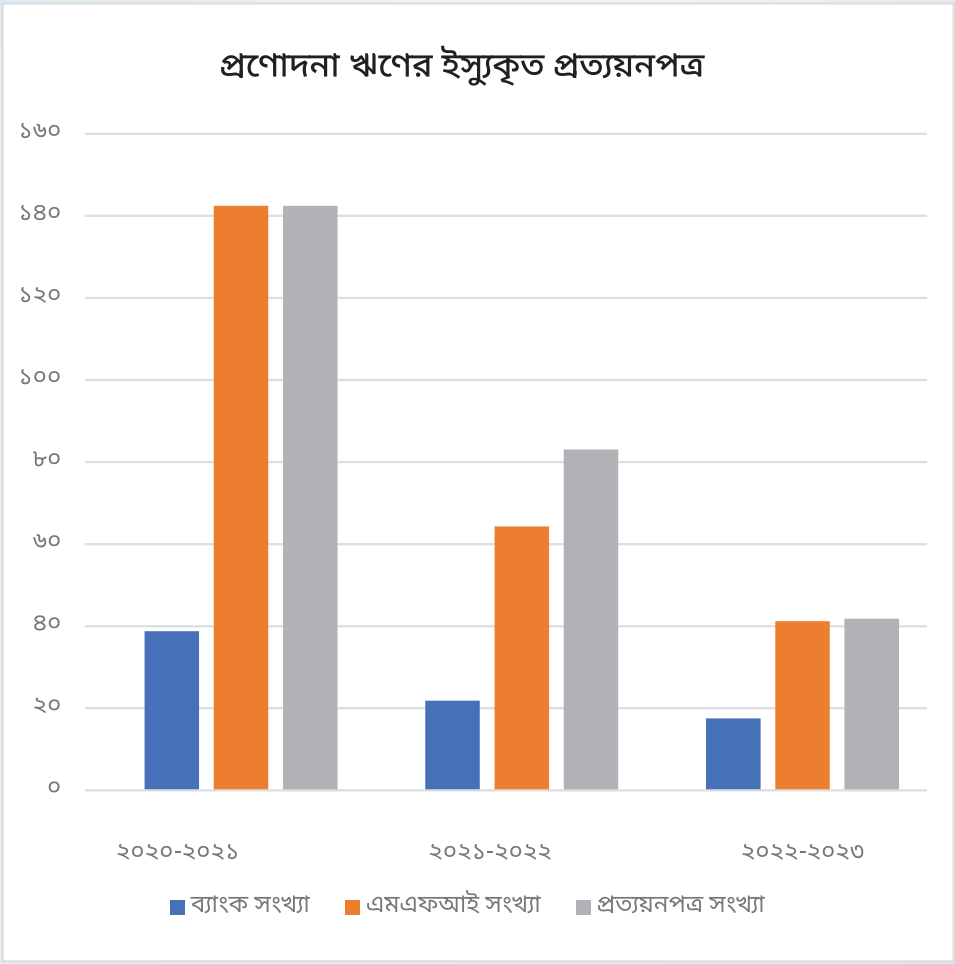

৫.০৫ এমআরএ এর সনদ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের চিত্র

"নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম" এর আওতায় এমএফআই কর্তৃক বিভিন্ন পর্যায়ে প্রণোদনা ঋণ বিতরণ করা হয়।

এমএফআই কর্তৃক প্রণোদনা ঋণ বিতরণের তথ্য (ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত):

ক্র. নং	এমএফআই এর নাম ও সনদ নং	মাঠপর্যায়ে বিতরণকৃত প্রণোদনা ঋণের পরিমাণ (কোটি)	ঋণ গ্রহণকারী পুরুষ গ্রাহক সংখ্যা (জন)	ঋণ গ্রহণকারী মহিলা গ্রাহক সংখ্যা (জন)	ঋণ গ্রহণকারী মোট গ্রাহক সংখ্যা (জন)	মহিলা গ্রাহকদেরকে বিতরণকৃত প্রণোদনা ঋণের পরিমাণ (কোটি)	ঋণের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা গ্রাহক সংখ্যা (জন)	ঋণের ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহক সংখ্যা (জন)	মোট আদায়কৃত প্রণোদনা ঋণের পরিমাণ (কোটি)
১	শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন ০৫১৩৬-০০৮৯৫-০০০০১	২	৩৫	২৯৭	৩৩২	১.৭৩	২১৬	১১৬	২
২	ইউনাইটেড ডেভেলপমেন্ট ইনেসিয়েটিভস্ ফর প্রোগ্রামড একশনস্ (উদ্দীপন) ০০১২৩-০০৮৪৮-০০০০৩	১৮১.৬৬	৪,০২৭	২৬,৬৬২	৩০,৬৮৯	১৪৮.৫৪	৩,৫৩৭	২৭,১৫২	১৬৩.১৭
৩	সমাধান ০৩০৭৩-০০১০০-০০০০৬	৩	৯৪	৭৩৮	৮৩২	২.৪৩	৬৮	৭৬৪	২.৯৮
৪	জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন ০০৩২২-০১৭১৪-০০০০৮	৯০.০১	৩,৪৪৩	১২,২৩৬	১৫,৬৭৯	৬৩.২৩	১,৬৮৮	১৩,৯৯১	৬৯.৫৬
৫	বাজিতপুর রুরাল এডভান্সমেন্ট সোসাইটি (রাস) ০০১৯৮-০০০২১-০০০১২	২	-	৫৭৩	৫৭৩	২	০	৫৭৩	২.১৪
৬	গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা (জিইউএস) ০০৬৩৬-০০০৩৫-০০০১৫	২	১৬	৪৩৮	৪৫৪	১.৯২	৯২	৩৬২	১.৯৯
৭	বেডো ০০৫৫৮-০০০৬৭-০০০১৬	৭.৫১	১৫	২,৭৬৩	২,৭৭৮	৭.৪২	০	২,৭৭৮	৭.১৯
৮	ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার ০১২৭৫-০০৫২৩-০০০১৭	৪০.৭৬	৮	৭,৯২২	৭,৯৩০	৪০.৭	৫৬৩	৭,৩৬৭	৪০.৫৮
৯	শক্তি ফাউন্ডেশন ফর ডিসএ্যাডভান্টেজড উইমেন ০০১৭৬-০০০৫৯-০০০১৮	৩০	৪২	৭,৬৭২	৭,৭১৪	২৯.৭৩	৩৮৫	৭,৩২৯	২৯.৬৬
১০	প্রত্যয় উন্নয়ন সংস্থা ০২২৩৪-০০৩৮৯-০০০২০	২.২৫	৭৫	১৩৩	২০৮	১.৩৫	১০৫	১০৩	১.২৬৯৪৫৮২
১১	ওয়েভ ফাউন্ডেশন ০৪৯০৮-০০৬০৭-০০০২৩	৪৪.৫৩	২০৪	১৬,০২৪	১৬,২২৮	৪৩.৮৮	৪,২৭৪	১১,৯৫৪	৪৪.১৫
১২	ডেভেলাপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ফর সোশাল এডভান্সমেন্ট (দিশা) ০১৩০৬-০০৪৮০-০০০২৪	১২	৩১১	৪,৪৩৯	৪,৭৫০	১৯.৬২	৩৮৬	৪,৩৬৪	১১.৯৩
১৩	সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (Society for Social Service) ০০৬৪৫-০১০০২-০০০২৫	৮৫.৩৭	৪৪৭	১৬,৪৯২	১৬,৯৩৯	৮২.২৩	১,৯৭০	১৪,৯৬৯	৮৫.১৪
১৪	রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন ০১৩৭২-০০১৯৯-০০০২৬	৫০.৯১	৬২৬	৭,৬৮৭	৮,৩১৩	৪৪.৪৪	১,৩৫২	৬,৯৬১	৩৪.৭২
১৫	PAGE Development Centre ০০৫৬১-০০৬৫৭-০০০২৮	৩৮.৫৩	১১৭	৬,১৮৯	৬,৩০৬	৩৭.০৪	৭৮০	৫,৫২৬	৩৪,৩৫৮০৭২
১৬	"'ইনভেভার"'ইনসিওর ভেভলাপমেন্ট একটিভিটিজ ফর ভালনারেবল আন্ডার প্রিভিলাইজড রুরাল পিপণ ০১১০৯-০০১১৭-০০০৩১	৫	১৯১	১,২৬৬	১,৪৫৭	৩.৮	১৭৩	১,২৮৪	৩.২২৬৫২৩২
১৭	দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা ০০৬৫৪-০০২৩৪-০০০৩৩	৬.৪৫	২৬৪	৯০৫	১,১৬৯	৩.৮৯	২২০	৬৮৫	২.৮৪
১৮	আত্মবিশ্বাস ০০৯৬৯-০০২২৬-০০০৩৪	১৮.৬২	১৯৩	৫,৮২৬	৬,০১৯	১৪.০২	১৩৫	৫,৮৮৪	১৮.১
১৯	খুলনা মুক্তি সেবা সংস্থা (কেএমএসএস) ০১২২২-০০৩৫৭-০০০৩৫	৫	১৮৯	১,৬৮৩	১,৮৭২	৩.৭৫	১২,৫০০,০০০	১,৬৮৩	৫
২০	সুশীলন ০০৩৪৫-০০০৭৫-০০০৩৮	৩.৫	১৬১	৩০৩	৪৬৪	১.৮৯	০	১৮৩	২.৩৫
২১	এসকেএস ফাউন্ডেশন ০১৬২১-০০৫৩৪-০০০৪৫	৩০.১১	৫৯	১০,৪৫৬	১০,৫১৫	২৯.৫৪	১,২০৬	৯,৩০৯	২৯.৯

ক্র. নং	এমএফআই এর নাম ও সনদ নং	মাঠপর্যায়ে বিতরণকৃত প্রণোদনা ঋণের পরিমাণ (কোটি)	ঋণ গ্রহণকারী পুরুষ গ্রাহক সংখ্যা (জন)	ঋণ গ্রহণকারী মহিলা গ্রাহক সংখ্যা (জন)	ঋণ গ্রহণকারী মোট গ্রাহক সংখ্যা (জন)	মহিলা গ্রাহকদেরকে বিতরণকৃত প্রণোদনা ঋণের পরিমাণ (কোটি)	ঋণের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা গ্রাহক সংখ্যা (জন)	ঋণের ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহক সংখ্যা (জন)	মোট আদায়কৃত প্রণোদনা ঋণের পরিমাণ (কোটি)
২২	BASA Foundation ০০৩৭৭-০০১১৫-০০০৪৬	৪৫	১,৪০৯	৫,৪৯০	৬,৮৯৯	৩৪.২৮	৮০৭	৬,০৯২	৪৪.৮২
২৩	সোসাল এডভান্সমেন্ট থ্রু ইউনিটি - সেতু ০১৩০০-০০৪০৫-০০০৪৭	১৫.০২	৪৯৯	৩,১৭৯	৩,৬৮৯	১১.৪৭	৪৯৯	৩,১৯০	১৪.৭৫
২৪	সেতু ০৩০৩৩-০৩২৬৫-০০০৪৯	১০.০৪	৫২৭	৫,৯৬৪	৬,৪৯১	৭.৭৯	০	৯৫	৯.৯৫
২৫	শাপলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা ০৫৩১৮-০০৫৬১-০০০৫৩	৯.৪	৬২	২,১৭৫	২,২৩৭	৮.৩১	৬৪	২,২১৩	৬.৮৪
২৬	এসোসিয়েশন ফর রিনোভেশন অফ কমিউনিটি হেলথ এ্যাডুকেশন সার্ভিসেস (আরচেস) ০০৩০৭-০২১৭৯-০০০৫৬	০.১	৫	২৬	৩১	০.০৭	২	২৯	০.১
২৭	ASSOCIATION FOR UNDER-PRIVILEGED PEOPLE-AUP ০০৫২৭-০০৩৯২-০০০৫৮	৫	১২৬	৪০৬	৫৩২	৩.৭৭	৩১৮	২১৪	৫
২৮	নিউ এরা ফাউন্ডেশন ০২৪০৮-০১১০৭-০০০৬১	১০	৩৪৭	৬৩৬	৯৮৩	৪.৩	০	০	০
২৯	মানব শক্তি উন্নয়ন কেন্দ্র (মাশউক) ০৩৪৫৭-০২০২৪-০০০৬৭	৩.৫৯	২৫৮	৫৪৫	৮০৩	১.৯৪	১৪১	৬৬২	৩.৫৮
৩০	COAST Foundation ০০৯৫৬-০৪০৪১-০০০৬৮	২২.৬৫	৩৯২	৬,৮৬৮	৭,২৮০	২১.১৬	৬৮১	৬,৫৯৯	১৮.৩
৩১	বিভা ০০৪৫৪-০০২৬৩-০০০৭০	০.১৫	৭	২১	২৮	০.১১	১৫	১৩	০.১৫
৩২	রাজশাহী সোসাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (আরএসডিপি) ০২১০৭-০০১৮২-০০০৭৪	১.২	-	০	০	০	০	০	১.২
৩৩	এদেশ ০০০৯১-০০৩৯৬-০০০৭৯	২	-	৩২৭	৩২৭	২	৫৫	২৭২	২
৩৪	বেসিক অর্গানাইজেশন নেটওয়ার্ক ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড হিউমেনিটেরিয়ান এইড ফর নেশন (বন্ধন) ০১১৩২-০০২২৭-০০০৮০	১.০২	৬৭	১৩	৮০	০.১৫	৮০	০	০.০৫
৩৫	সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র (সুক) ০০৭২৯-০০০৪৬-০০০৮২	৭	৩২৪	৫৪৬	৮৭০	৩.৭২	০	৮৭০	৫.৯৪১২৯৬৮
৩৬	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (বার্ড) ০০০১৫-০০১২৫-০০০৮৪	১	৪	২০০	২০৪	০.৯৭	০	২০৪	০.৯৯
৩৭	সোস্যাল আর্ন ব্যাকিং এ্যাডভান্সমেন্ট (সেবা) ০১৯১০-০০২৫০-০০০৮৮	২	২৫	২০৫	২৩০	১.২৯	৯	২২১	০.৪১
৩৮	গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে) ০৩৭৩০-০১৭৪৬-০০০৯১	৪৫	২,০২৬	৬,২৩৭	৮,২৬৩	৩২.৫৫	২,০৬১	৬,২০২	৩৭.১৪
৩৯	পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র ০০১৮১-০০৪৬৮-০০০৯৫	৩০০	১৪,৭৭৩	৩৫,৯৫৬	৫০,৭২৯	২০৪.২১	১২,৩৮৭	৩৮,৩৪২	১৭৮.৫৯
৪০	আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার ০১৭৩০-০০১৪৯-০০০৯৬	৫	-	৪,১৩৮	৪,১৩৮	৫	০	০	৫
৪১	সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস ০০৩৪১-০০৭২৭-০০০৯৭	৬০	১৬৫	১০,৭৭৮	১০,৯৪৩	৫৮.৭	১,৩২৫	৯,৬১৮	৫৯.৪৯
৪২	পাবনা প্রতিশ্রুতি ০১৬৪৮-০১৩৪২-০০১০১	৫	৪৮	৭৪৯	৭৯৭	৪.৫৯	৮৮	৭০৯	৪.৯৫

ক্র. নং	এমএফআই এর নাম ও সনদ নং	মাঠপর্যায়ে বিতরণকৃত প্রণোদনা ঋণের পরিমাণ (কোটি)	ঋণ গ্রহণকারী পুরুষ গ্রাহক সংখ্যা (জন)	ঋণ গ্রহণকারী মহিলা গ্রাহক সংখ্যা (জন)	ঋণ গ্রহণকারী মোট গ্রাহক সংখ্যা (জন)	মহিলা গ্রাহকদেরকে বিতরণকৃত প্রণোদনা ঋণের পরিমাণ (কোটি)	ঋণের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা গ্রাহক সংখ্যা (জন)	ঋণের ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহক সংখ্যা (জন)	মোট আদায়কৃত প্রণোদনা ঋণের পরিমাণ (কোটি)
৪৩	এ্যাসোসিয়েশন ফর এ্যাডভান্সমেন্ট এন্ড ডেভলপমেন্ট (এ্যাড) ০১৬৭২-০০৩৯০-০০১০২	৪	১৫	১,৪১৫	১,৪৩০	৩.৩	৪০	১,৩৯০	১.৪৬
৪৪	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (কোডেক) ০১৭৮১-০০০৪৮-০০১০৩	৪১.৯	১,৩৩৪	২১,৯৭৩	২৩,৩০৭	৩৮.৫৬	৪,৩৯৪	১৭,৫৭৮	৩৫.২৬
৪৫	ইয়ং ইকোনোমিক সোসাইটি (ইয়েস্) ০০৬২৪-০১৭১১-০০১০৪	১.৫	১৬	২১৪	২৩০	১.৩২	২২	২০৮	১.৪৮
৪৬	টিএমএসএস ০০৭০৪-০০৪৭০-০০১০৫	২৬৮.০২	৮,০১৩	৪১,৮৮৪	৪৯,৮৯৭	২০৪.৭১	৩,২৩১	৪৬,৬৬৬	২২৬.২৮
৪৭	সোসাইটি ফর ফ্যামিলী হ্যাপিনেস এন্ড প্রসপারিটি ০১০৭৬-০০৭১৯-০০১১১	৩৭.৫	৮৫	৫,৯৩৩	৬,০১৮	৩৬.০৫	৮৫	৫,৯৩৩	৩৪.২৪
৪৮	উন্নয়ন ০১২২৪-০০০৪৩-০০১১৩	৮	২৩৭	১,৯৭৬	২,২১৩	৭.৩১	২৪	২,১৮৯	৬.০৩২৯৪৮৯
৪৯	নোয়াখালী রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি ০১৫১৪-০২০০৫-০০১১৬	১৭.২	-	৫,৮৯৮	৫,৮৯৮	১৭.২	৪৩০	৫,৪৬৮	১৪.৮৮
৫০	সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (সা:স:উ:স:) ০০৫০৮-০০০৬২-০০১১৭	২০.০৭	৫১১	৪,১৭৩	৪,৬৮৪	১৬.২৪	৫৯১	৪,০৯৩	১৮.০৪
৫১	আইডিয়াল (ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট এডুকেশন ফর এ্যাডভ্যান্সমেন্ট অব ল্যান্ডলেস) ০১৮৮৬-০১৫০১-০০১১৮	০.১৫	-	৫২	৫২	০.১৫	০	০	০.১৫
৫২	হলদিয়া মহিলা উন্নয়ন সংস্থা ০০৯৩৮-০০৮১০-০০১২৪	১	২২	৮৭	১০৯	০.৮৫	০	১০৯	০.৭৬
৫৩	খ্রীষ্টিয়ান সার্ভিস সোসাইটি (সি.এস.এস) ০২৫৭৮-০১৯৭৭-০০১২৯	৫.৩৫	১৯৬	৯০৯	১,১০৫	৪.১৬	৩০	১,০৭৫	৫.৩৪
৫৪	অংকুর পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র ০০২৪৫-০২০৭৭-০০১৩৪	০.২	১	৪৫	৪৬	০.১৯	৬	৪০	০.২
৫৫	প্রোগ্রাম ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (পিসিডি) ০১৫০৮-০০৭০৩-০০১৩৫	১০.১১	৬৪৫	৭৩৯	১,৩৮৪	৩.৭৫	১৪১	১,২৪৩	১০.০৬
৫৬	দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা ০০৫৯০-০০২৩৬-০০১৪১	১৭	১,০৬১	৪,৩৩৫	৫,৩৯৬	১২.২৩	১,৬১৮	৩,৭৭৮	১০.৫১
৫৭	এসোসিয়েশন ফর ইনটিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট-কুমিল্লা (এইড-কুমিল্লা) ০০৪২৯-০০১৪০-০০১৪৬	২	-	৩০৫	৩০৫	২	৩০	২৭৫	২
৫৮	গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট ০০২১৯-০১৫২৪-০০১৪৭	১১.১১	৪৬২	৩,৩১৮	৩,৭৮০	৯.২	১২৬,৮৫৩	৯৯৯,৩৮৭	১০.৯৬
৫৯	ভিলেজ এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (ভাসড) ০০১৩৯-০১১৭২-০০১৫২	১	২০	১১১	১৩১	০.৮৪	২০	১১১	১
৬০	SOCIETY FOR DEVELOPMENT INITIATIVES ০১২৩৯-০৩৩৩৬-০০১৫৪	২৫.০১	৬৫০	৫,১২৯	৫,৭৭৯	১৮.৭৪	৬৫০	৫,১২৯	২৪.৯০০০০৭
৬১	সাজেদা ফাউন্ডেশন ০০২৫১-০০১৫৫(ক)-০০১৫৫	৬০	৫৬৭	৯,৭৭৯	১০,৩৪৬	৪৯.২৩	৭৫৬	৭৫৬	৬০

ক্র. নং	এমএফআই এর নাম ও সনদ নং	মাঠপর্যায়ে বিতরণকৃত প্রণোদনা ঋণের পরিমাণ (কোটি)	ঋণ গ্রহণকারী পুরুষ গ্রাহক সংখ্যা (জন)	ঋণ গ্রহণকারী মহিলা গ্রাহক সংখ্যা (জন)	ঋণ গ্রহণকারী মোট গ্রাহক সংখ্যা (জন)	মহিলা গ্রাহকদেরকে বিতরণকৃত প্রণোদনা ঋণের পরিমাণ (কোটি)	ঋণের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা গ্রাহক সংখ্যা (জন)	ঋণের ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহক সংখ্যা (জন)	মোট আদায়কৃত প্রণোদনা ঋণের পরিমাণ (কোটি)
৬২	নবলোক পরিষদ ০১০৪৫-০০৫৯১-০০১৫৮	১.৯৯	৬৭৪	২,১১০	২,৭৮৪	৬.৫২	১,৫৫৯	১,২২৫	৯.০৮
৬৩	পিপলস্ ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি) ০২১৫০-০১৫৬৩-০০১৫৯	১১০.১১	২৪	২১,২৮২	২১,৩০৬	১১০.১	২,১৭১	১৯,১৯২	১০.৬৫
৬৪	ঘাসফুল ০০৩৯৯-০১২০৯-০০১৬০	২০.১২	৪০৭	৩,৭১৫	৪,১২২	১৬.৪৮	৪৫৩	৩,৬২৩	১৯.৯১
৬৫	নব জীবন ০১৫১০-০০৫৯৮-০০১৬৬	০.৪	১১	৩০	৪১	০.৩৪	৩৫	৬	০.৩৪
৬৬	রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) ০০৩৪৯-০১৩৭৫-০০১৬৭	১.৭৩	১,৩০৬	২,৯৪৫	৪,২৫১	৯.৯৩	৩,৮৮৫	৩৬৬	১৭.১৫
৬৭	গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র ০১২৭১-০১০১৬-০০১৮৩	১৫.১	১০৭	৯,০২৪	৯,১৩১	১৪.৯১	২,৪৬৩	৬,৬৬৮	১৪.৯২
৬৮	সংগ্রাম (সংগঠিত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী) ০৩৭৮২-০০৯৫৮-০০১৮৮	৪৮	২,৩৩৭	৫,৪৬৭	৭,৮০৪	২৯.৩৯	৫৬৯	৩৫৯	৪৫.৩১
৬৯	পল্লী বিকাশ কেন্দ্র (পিবিকে) ০০৫২৯-০৩৯৯৬-০০১৯০	১০.০৩	২০৫	১,৩৪৩	১,৫৪৮	৭.৯৭	১৭১	১,৩৭৭	৯.৯৮
৭০	আরডিআরএস বাংলাদেশ ০০১৪৩-০০১৭৫-০০১৯২	৫৯.৯৯	১,০৩৯	১১,৮৪৪	১২,৮৮৩	৫১.৬২	৭৮৩	১২,১০০	৫৮.৩৬
৭১	আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ০০১৭৮-০০২৬১-০০১৯৯	২৫	৫৪৩	৩,২৬৪	৩,৮০৭	১৭.৩৯	২৭৮	৩,৫২৯	২১.৭৫
৭২	গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (গ্রামাউস) ০২৮৩০-০৩২৭৩-০০২০১	৫	৩৪৯	৫৩১	৮৮০	২.৬৩	১০৯	৮৮০	৪.৮২
৭৩	ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ইএসডিও ০১০৫৯-০৩৩৫৫-০০২০৩	৬.৯৯	১,০১৮	৬,৯৪৫	৭,৯৩৩	২৮.৭৩	৪,৭৫৫	২,৫৭২	২৭.৩২
৭৪	শতফুল বাংলাদেশ ০১১১৬-০০০৭২-০০২০৭	৪	-	১,১৮০	১,১৮০	৪	০	১,১৮০	১.৭৩
৭৫	সচেতন সোসাইটি ০২৪৬১-০১৪৪৯-০০২১২	২.৬২	-	৩৭৬	৩৭৬	২.৬২	৮৩	২৯৩	২.৫৭
৭৬	কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) ০০৫১২-০০৬০৮-০০২১৭	২	১	১,০১৫	১,০১৬	২	৪	১,০১২	১.৯৪
৭৭	মমতা ০০৯২৭-০১০৮২-০০২১৮	১২.৭২	১৫৬	২,১৪২	২,২৯৮	১১.২৩	৮১	২,২১৭	১০.৪৬
৭৮	ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি) ০১২২৯-০০৩৩২-০০২২২	৩০.৭২	৫৯৪	৭,৭২৩	৮,৩১৭	২৭.৩৩	৩,৩২৭	৪,৯৯০	২৬.৭১
৭৯	সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা (সাস) ০০৮৯৫-০০৬৯৬-০০২২৫	৩৩	১,০৪৬	৭,০৯৬	৮,১৪২	২৪.৬৩	৮৯০	৭,২৫২	৩০.৩৫
৮০	এসডিএস (শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি) ০৩০৭৪-০৪৬১৬-০০২২৯	৫৮.৩৬	৩৪৪	১৪,৩৫৩	১৪,৬৯৭	৫৫.৮	৬,২৯২	৮,৪০৫	৪৫.৮৫
৮১	ডাক দিয়ে যাই ০১১২১-০০৮৩৫-০০২৩৭	২০.৭৫	৫৯৭	৩,৩৩৩	৩,৯৩০	১৬.১৫	৪৮৪	৩,৪৪৬	১৯.৯৩
৮২	মৌসুমী ০০৫৬৩-০০২২৯-০০২৪০	১.৫	১৪৭	৩০০	৪৪৭	১.০১	০	৪৪৭	১.৫
৮৩	সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স ০১০৩২-০১৭৮৮-০০২৪৫	৩২	-	১১,৩৩৭	১১,৩৩৭	৩২	১,০০৭	১০,৩৩০	৩১.৭২
৮৪	প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি ০০৯৭৮-০০৯৮৬-০০২৪৮	৯.৯৮	৩২	৩,৫৪৮	৩,৫৮০	৯.৯১	৩২	৩,৫৪৮	৯.৩৬

ক্র. নং	এমএফআই এর নাম ও সনদ নং	মাঠপর্যায়ে বিতরণকৃত প্রণোদনা ঋণের পরিমাণ (কোটি)	ঋণ গ্রহণকারী পুরুষ গ্রাহক সংখ্যা (জন)	ঋণ গ্রহণকারী মহিলা গ্রাহক সংখ্যা (জন)	ঋণ গ্রহণকারী মোট গ্রাহক সংখ্যা (জন)	মহিলা গ্রাহকদেরকে বিতরণকৃত প্রণোদনা ঋণের পরিমাণ (কোটি)	ঋণের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা গ্রাহক সংখ্যা (জন)	ঋণের ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহক সংখ্যা (জন)	মোট আদায়কৃত প্রণোদনা ঋণের পরিমাণ (কোটি)
৮৫	ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন ০১৯২০-০১৮৭২-০০২৪৯	৪৮.৫	১১৪	১৩,১৮৩	১৩,২৯৭	৪.৮	১,৯৯৫	১১,৩০২	৩৯.৭৬
৮৬	রুরাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন ০১৫৬৫-০০৫৫৫-০০২৬২	০.৫	১১	৭৪	৮৫	০.৪২	০	৮৫	০.২১
৮৭	বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ) ০০৫৭২-০২৫১৭-০০২৬৩	১৪৯.৫৭	৯৪০	২৫,৮৯৯	২৬,৮৩৯	১৪৩.৯৮	৫,৬১৪	২১,২২৫	৮৩.৩৬
৮৮	অ্যাশন্ ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট অরগানাইজেশন"এ্যাডো" ০০৬৮৪-০২৯০৯-০০২৬৫	৪.১২	১২	১,৮৬৫	১,৮৭৭	৪.০৫	২০৮	১,৮৭৭	৪,০৩০৪৬৪২
৮৯	গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক) ০২৭৬১-০৩১৯৬-০০২৭৩	২৪.৭৬	১,৪৭৯	৮,৫৮৩	১০,০৬২	১৫.১৭	০	১০,০৬২	১৯.৬৩
৯০	গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস) ০০৫৫২-০১১১১-০০২৭৫	৯২.১	৩,২১২	১২,৩৬৪	১৫,৫৭৬	৫৬.৮৯	১,৯১৫	১৩,৬৬১	৮০.২২
৯১	উত্তরণ ০১৩৬৬-০২৭০৪-০০২৭৭	৪.২৫	-	২,৮০৪	২,৮০৪	৪.২৫	৫৪	২,৭৫০	৪.২৫
৯২	পল্লী প্রগতি সহায়ক সমিতি ০২১৭৮-০০২১৪-০০২৮০	২০	১২১	৩,৭০৪	৩,৮২৫	১৯.০৯	৩,৮২৫	০	১৯.৯৮
৯৩	সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা) ০১১৫১-০০১৪১-০০২৮৭	৩০	৪৮৯	৫,৮৩৭	৬,৩২৬	২৬.৮৩	১,৫৩৬	৪,৭৯০	২৯.৮৮
৯৪	BURO Bangladesh ০০০০৪-০০৩৯৪-০০২৮৮	৩০৫	৪,৩৫৩	৪০,২০৮	৪৪,৫৬১	২৫২.৫	৭,৮১২	৩৬,৭৪৯	২৩৮.৫৪
৯৫	ব্লাইন্ড এডুকেশন এন্ড রিহেবিলিটেশন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (বার্ডো) ০১৬২৬-০০৭০৪-০০২৯৬	০.৭	১	১৯৩	১৯৪	০.৭	৬৫	১০৫	০.৫৭
৯৬	PRISM Bangladesh Foundation ০০৫২১-০০০২২-০০৩০৭	১০.২১	-	১,৭৫৮	১,৭৫৮	১০.২১	২৮২	১,৪৭৬	১০.১৬
৯৭	কেপিইউএস (কুষ্টিয়া পল্লী উন্নয়ন সংস্থা) ০১৪০৪-০০১৬০-০০৩০৯	৬.৬৬	৩	১,৩০৩	১,৩০৬	৬.৬৪	৮২	১,২২৪	৬.৬১
৯৮	পল্লী মঙ্গল কর্মসূচী ০০৮৬২-০০৩৮৭-০০৩১২	২৮৬.৪১	১,১৭০	৪৬,৩১৫	৪৭,৩১৫	২৬৫.৩৯	৬,২৯৪	৪১,০২১	২৩০.২৯
৯৯	অপকা (অর্গানাইজেশন ফর দ্যা পুওর কমিউনিটি এ্যাডভান্সমেন্ট) ০১৬২০-০২৫৯৬-০০৩১৪	২.৭৬	৩৩	১০৪	১৩৭	১.৭৮	০	০	২.৪৮৯৪৫৬২
১০০	আউশগাড়া উন্নয়ন সংস্থা ০২৬৭৬-০২০১৯-০০৩২৫	০.২	৩১	৬	৩৭	০.০৩	০	৩৭	০.২
১০১	মানব সেবা অভিযান ০৩৩৫২-০১৫৭৪-০০৩৩৯	০.৮	১২	১৪৭	১৫৯	০.৭২	২৪	১৩৫	০.১৯
১০২	সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (এসডিসি) ০৩৬৬৫-০২৮৩৭-০০৩৪৩	১১.৪৫	১৬৬	১,৬১৫	১,৭৮১	৮.৬১	১৭৯	১,৬০২	১০.৭৩
১০৩	নওয়াবেকী গণমুখী ফাউন্ডেশন ০১৫১৯-০০৫৮৭-০০৩৪৫	৬.০১	১২৫	২,৫৯৯	২,৭২৪	৫.৪৭	০	২,৭২৪	৬.০১
১০৪	বাস্তব - ইনিসিয়েটিভ ফর পিপলস সেলফ ডেভেলপমেন্ট ০১০২৯-০০১৭০-০০৩৪৬	৪২.৬৮	১৫৩	৬,৪৯২	৬,৬৪৫	৪১.২৯	১,৪৮০	৫,১৬৫	৩৪.৭১

ক্র. নং	এমএফআই এর নাম ও সনদ নং	মাঠপর্যায়ে বিতরণকৃত প্রণোদনা ঋণের পরিমাণ (কোটি)	ঋণ গ্রহণকারী পুরুষ গ্রাহক সংখ্যা (জন)	ঋণ গ্রহণকারী মহিলা গ্রাহক সংখ্যা (জন)	ঋণ গ্রহণকারী মোট গ্রাহক সংখ্যা (জন)	মহিলা গ্রাহকদেরকে বিতরণকৃত প্রণোদনা ঋণের পরিমাণ (কোটি)	ঋণের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা গ্রাহক সংখ্যা (জন)	ঋণের ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহক সংখ্যা (জন)	মোট আদায়কৃত প্রণোদনা ঋণের পরিমাণ (কোটি)
১০৫	বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (বিডিএস) ০৩১৬০-০২৭০২-০০৩৫৫	২০.৯৫	৭০৩	৫,৪১৫	৬,১১৮	১৭.৪৬	৪	৬,১১৮	১৭.২৪২৬৯৭
১০৬	সিডার (কনসার্ন ফর এনভায়রনমেন্টাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড রিসার্চ) ০০৯২৯-০৪৩৬৬-০০৩৬১	৫.৩৫	১৮	১,০০৯	১,০২৭	৫.২১	৯১	৯৩৬	৪.৯
১০৭	Sosiety for Social Development and Economy (SSDE) ০১১৩৬-০১০৫১-০০৩৬৭	০.৬	-	১১৪	১১৪	০.৬	০	১১৪	০.৫৮৪৩৫২৪
১০৮	মুসলিম এইড বাংলাদেশ ০২৭৬৪-০০৭৩৮-০০৩৬৮	১৫.১৬	৮০	২,০৪৮	২,১২৮	১৪.৬৫	৫০২	১,৬২৬	৫.৫৬
১০৯	দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে) ০২১০০-০১৯৮৫-০০৩৬৯	৬২.৯৬	-	১১,৪৪৫	১১,৪৪৫	৬২.৯৬	৫,৩৭৯	৬,০৬৬	০
১১০	রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা (আরডিএস) ০০১৯৩-০০০২৮-০০৩৭৪	৫	২১	৩,০৯৩	৩,১১৪	৪.৯৩	৫০৫	২,৬০৯	৪.৯৮
১১১	গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা ০০৭৬৮-০০৬৪৭-০০৪০৩	৬	২৬	১,২৭১	১,২৯৭	৫.৮৪	৩৯০	৯০৭	৫.৯৭
১১২	আর্স বাংলাদেশ ০২৮১৪-০৩২১১-০০৪০৫	২৮	২,৮৮৮	১,৯৫৩	৪,৮৪১	১২.২৬	৭১২	৪,১২৯	২৭.৭৬
১১৩	আদর্শ মানব কল্যাণ সংঘ ০১৮৬৩-০০৪৪৭-০০৪০৬	০.০৫	-	১৯	১৯	০.০৫	০	০	০.০৫
১১৪	উজান (একটি মানব কল্যাণ সংস্থা) ০১৮৬৮-০২৫৮৩-০০৪১৫	১.৩	১১৫	১৮৫	৩০০	০.৭৮	৭৫	২২৫	০.০৬
১১৫	নোবল এডুকেশন এন্ড লিটারেরী সোসাইটি ০১৩৬১-০০৩৪৭-০০৪১৮	২.১৬	৪০	৪২৮	৪৬৮	১.৯৮	১৬৮	৩০০	১.৭৩
১১৬	নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা) ০০০৪৬-০০৩২৭-০০৪২২	৩	৭৭২	৬৫	৮৩৭	০.৪২	৫০২	৩৩৫	৩
১১৭	ইউনাইটেড সোস্যাল হিউম্যান এডভান্সমেন্ট ফাউন্ডেশন (উষা) ০০৭৭২-০৩৯১৯-০০৪৩৫	২৫	১২	৩,১৬২	৩,১৭৪	২৪.৬২	৩৩৫	২,৮৩৯	১৯.৮৬
১১৮	জন হিতৈষী সংস্থা ০৬৬৩৭-০৪৩৬৮-০০৪৪৩	০.১৫	-	৩৬	৩৬	০.১৫	২	৩৪	০.১৪
১১৯	মডার্ন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এম,ডি,ও) ০১৪৬৫-০২২২৭-০০৪৫০	৩	৮৯	৯৮৩	১,০৭২	২.৬১	৪২	১,০৩০	০.২৬
১২০	এসো গড়ি উন্নয়ন সংস্থা (এ,জি,ইউ,এস) ০৩০৩২-০২১৩৮-০০৪৬৭	৩.৫	৪৭	৭৬৯	৮১৬	৩.১৯	১১১	৭০৬	২.৬৩
১২১	বহুমুখী দেশ উন্নয়ন সংসদ ০১২৬৮-০১৫৫১-০০৪৮১	৩	৬	১০	১৯২	২.২৫	১০	১৮২	২.৮১
১২২	উষা ০২২৬৬-০১৪১৫-০০৪৮৪	০.২	-	১২৬	১২৬	০.২	২২	১০৪	০.২
১২৩	ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অব রুর‍্যাল পিপলস (ডরপ) ০৬০২৮-০২৩০৫-০০৪৯১	০.৫	১২	৮৬	৯৮	০.৩১	৬	৯২	০.১১
১২৪	অন্তর সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ০০৪২৪-০০৩৪১-০০৫০১	১০	১০০	১,৫২৫	১,৬২৫	৮.৮৫	১৬৫	১,৪৬০	৯.৯৭
১২৫	নামুজা অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংস্থা (নিডো) ০০৬৯৭-০২৪৩৩-০০৫১৪	৪	৫৯	৯৮৬	১,০৪৫	৩.৭	০	০	৩.৯৫

ক্র. নং	এমএফআই এর নাম ও সনদ নং	মাঠপর্যায়ে বিতরণকৃত প্রণোদনা ঋণের পরিমাণ (কোটি)	ঋণ গ্রহণকারী পুরুষ গ্রাহক সংখ্যা (জন)	ঋণ গ্রহণকারী মহিলা গ্রাহক সংখ্যা (জন)	ঋণ গ্রহণকারী মোট গ্রাহক সংখ্যা (জন)	মহিলা গ্রাহকদেরকে বিতরণকৃত প্রণোদনা ঋণের পরিমাণ (কোটি)	ঋণের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা গ্রাহক সংখ্যা (জন)	ঋণের ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহক সংখ্যা (জন)	মোট আদায়কৃত প্রণোদনা ঋণের পরিমাণ (কোটি)
১২৬	হোপ ০১৪৬৯-০২০৭৮-০০৫১৭	১.৯১	৩৫	১৭২	২০৭	১.৪৮	৪১	১৬৬	১.৪৫
১২৭	ভাগ্য উন্নয়ন সংস্থা ০৫৩৪৬-০৩৩১৫-০০৫২৮	০.৭	৩৪	১৪২	১৭৬	০.৫৩	১৩	১৬৩	০.৭
১২৮	সোসিও ইকোনোমিক হেল্থ এডুকেশন অর্গানাইজেশন ০১৮২৬-০১৬৬৮-০০৫৩২	৯.৭৭	৬১	৯,৫৪৩	৯,৬০৪	৯.৬৮	২,২৭৩	৭,৩৩১	৯.৭৫
১২৯	বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি এডুকেশন (বেইস) ০০২৯১-০২৩৬৪-০০৫৬০	১	৪৯	১৩৪	১৮৩	০.৬৩	২১	১৬২	১
১৩০	মৌলিক ব্যবস্থাপনা সংস্থা(বিএমএস) ০০২৯৫-০০৯৮৫-০০৫৮৬	০.৬	৭৯	১৫	৯৪	০.১২	২১	৭৩	০.৫২৮৮৭৩৮
১৩১	সোসাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এসডিও) ০০৮৪৫-০১১৮৫-০০৫৯০	০.৪১	৫	৬২	৬৭	০.৩৪	৫	৬২	০.৪০৫
১৩২	সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম(সুক) ০১৬৮২-০০৬৭৮-০০৫৯৪	০.১	৩	২৬	২৯	০.০৯	৫	২৪	০
১৩৩	ওরিয়েন্টাল ফাউন্ডেশন (ORIENTAL FOUNDATION) ০৫৫৮১-০০৯৬১-০০৫৯৫	০.২	১৬	৪৭	৬৩	০.১১	১৫	৫০	০.২
১৩৪	RISDA- Bangladesh (রিসডা-বাংলাদেশ) ০০০১৮-০০২৬৭-০০৬১১	১০	-	২,১২৮	২,১২৮	১০	৩১১	১,৮১৭	৭.২
১৩৫	মাতৃসেবা সংস্থা ০২২৭৯-০১৩৫৫-০০৬১৮	০.২৫	৩৩	৪০	৭৩	০.১২	৩৭	৩৬	০.২২
১৩৬	সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন-কুমিল্লা (এসডিএ-কুমিল্লা) ০৫৯৪৮-০৩৩৯০-০০৬২০	০.৫	২২	৫৪	৭৬	০.২৯	৫	৭১	-
১৩৭	Poor Relief Services & Health Assistance Society ০১৩৯৮-০১৬২২-০০৬২৩	০.৫	-	৭৯	৭৯	০.৫	০	৭৯	০.১২০৮০০৫
১৩৮	Voluntary Activities for Social & Human Advancement Foundation ০১৩০৪-০০৭৩০-০০৬৬৫	০.৫	-	৮২	৮২	০.৫	১৬	৬৬	০.৩৩
১৩৯	Technical Assistance For Rural Development ০১৮২২-০২৯৮৫-০০৬৯৯	২	১৮	৩৫৯	৩৭৭	১.৯১	০	৩৭৭	১.৪৪
১৪০	আগ্রহ উন্নয়ন সংস্থা ০২৪২৪-০৪৬৮৫-০০৭০৮	১.৭৫	১২৭	১৭৯	৩০৬	০.৬৫	৭৫	২৩১	০.৭৮৩৯৮৭৮
১৪১	পাঞ্জেরী সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (পাসুস) ০২০৬৬-০০২৪১-০০৭৩৭	০.৫	৩৬	৩৫	৭১	০.২৫	০	৭১	০.৪৯
১৪২	বাংলাদেশ হেলথ এন্ড এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি ০১১৯১-০২৪১১-০০৭৩৯	০.৬	৫৭	৬০	১১৭	০.৩	১৫	২৩২	০.৭৩
১৪৩	সোস্যাল ইক্যুয়ালিটি ফর ইফেকটিভ ডেভেলপমেন্ট (সীভ) ০২০৯১-০০৪৯৪-০০৭৪৩	০.৫	-	১৭০	১৭০	০.৫	২২	১৪৮	০.৪৩
১৪৪	ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ০০১০৯-০২২৪৩-০০৭৪৭	৫.৪৩	৯৩	৫২৩	৬১৬	৪.৬১	৬১৬	০	৩.৫৩

ক্র. নং	এমএফআই এর নাম ও সনদ নং	মাঠপর্যায়ে বিতরণকৃত প্রণোদনা ঋণের পরিমাণ (কোটি)	ঋণ গ্রহণকারী পুরুষ গ্রাহক সংখ্যা (জন)	ঋণ গ্রহণকারী মহিলা গ্রাহক সংখ্যা (জন)	ঋণ গ্রহণকারী মোট গ্রাহক সংখ্যা (জন)	মহিলা গ্রাহকদেরকে বিতরণকৃত প্রণোদনা ঋণের পরিমাণ (কোটি)	ঋণের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা গ্রাহক সংখ্যা (জন)	ঋণের ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহক সংখ্যা (জন)	মোট আদায়কৃত প্রণোদনা ঋণের পরিমাণ (কোটি)
১৪৫	সমন্বিত জনকল্যাণ কেন্দ্র ০২৭১০-০৩৯৯৪-০০৭৫৮	০.৫	২০	৮৯	১০৯	০.৪	২৯	৮০	০.২০৩০৭৮৫
১৪৬	সোনার বাংলা পল্লী উন্নয়ন সংস্থা ২১১১২-০১১৮০-০০৭৬৫	১.৫	৫	২৩৬	২৪১	১.৪৭	৫	২৩৬	১.০৩
১৪৭	লাইট হাউজ ২১১১২-০০৫৮৩-০০৭৭৪	১	-	২০৫	২০৫	১	২৩	১৮২	০.৯৯
১৪৮	গ্রামীণ সামাজিক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (আর,এস,ডি,এফ) ২১১১২-০০২৪৯-০০৭৭৬	০.১	৫	১৬	২১	০.০৭	১৮	৩	০.১
১৪৯	পুষ্প পল্লী উন্নয়ন সংস্থা ২১১১২-০০৬৯১-০০৭৭৯	০.৪	৩১	১১৭	১৪৮	০.২৫	১৪৮	১১৪	০.৪৪
১৫০	চেতনা মানবিক উন্নয়ন সংস্থা ২১১১২-০০৪৩৩-০০৭৮০	০.৪৪	৪৭	৩৩	৮০	০.২১	৩৩	৪৭	০.৪১
১৫১	ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ ফর হিউম্যান এ্যাডভান্সমেন্ট ২১১১২-০১০৩৪-০০৭৯১	০.৫	৩৭	৬২	৯৯	০.২৪	১৪	৮৫	০.৫৪
১৫২	প্রোগ্রামস্ ফর পিপলস্ ডেভেলপমেন্ট (পি পি ডি) ২১১১২-০০০৪২-০০৭৯৩	৩	৩	৫৭৫	৫৭৮	২.৯১	৩৯	৫৩৯	২.৯৯
১৫৩	পারভিন সমাজ কল্যাণ সংস্থা ২১১১২-০০৬৭৯-০০৭৯৯	০.৯৬	-	৩২৬	৩২৬	০.৯৬	০	০	০.৮৯
১৫৪	Development Institute for Social and Human Affairs Disha ২১১১২-০০৪৬৫-০০৮১৩	০.১৫	৯	১৬	২৫	০.১	২১	২১	০.১০৩২৬৫
১৫৫	নওগাঁ অর্থনৈতিক ও সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (নেসডো) ২১১১২-০০৬৮১-০০৮১৯	১.০৯	-	৩৩৮	৩৩৮	১.০৯	০	৩৩৮	১.০৮
১৫৬	দীপ্তি সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ২১১১২-০০৩৭৮-০০৮২১	০.৪৮	-	১১১	১১১	০.৪৮	১৩	৯৮	০.৪৩
		৩,৫৪৮.৫১	৭৪,৫৯১.০০	৬৭০, ০৯৬.০০	৭৪৪, ৬৯৪.০০	২,৯৮১.৮৮	১১,৭৪৮, ২৫৪.০০	১,৫৮৮, ০৩১.০০	২,৮৪৮.৮৭

৬.০ । ব্যাংক কর্তৃক প্রণোদনা ঋণ বিতরণের চিত্র

বাংলাদেশ ব্যাংক অতি দ্রুততার সাথে সরকার ঘোষিত পুনঃঅর্থায়ন স্কিম কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে "নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম- ২০২০" এবং "নিম্ন আয়ের পেশাজীবী,কৃষক ও প্রান্তিক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম,২০২১" সার্কুলার জারি করে। যেখানে এই ঋণের যথাযথ ব্যবহার এবং ঋণ কার্যক্রমের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করা হয় যা ঋণ কার্যক্রমকে জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসতে সাহায্য করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে জড়িত বিভিন্ন ব্যাংকের ঋণ বিতরণের চিত্র পাওয়া যায়। ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের চিত্র নিম্নরূপঃ

ব্যাংক কর্তৃক এমএফআইকে বিতরণকৃত প্রণোদনা ঋণের চিত্র (৩০ এপ্রিল ২০২৩)

ক্র. নং	ব্যাংকের নাম	এমএফআই এর নাম ও সনদ নং	অনুমোদিত ঋণের পরিমাণ (কোটি টাকা)	বিতরণ কৃত ঋণ (কোটি টাকা)	ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতা (জন)	উদ্যোগ ঋণগ্রহীতা (জন)	পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট ঋণগ্রহীতা (জন)
১	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার সনদ নম্বর: ০১৭৩০-০০১৪৯-০০০৯৬	২০	৫	৪,১৩৬	-	-	৪,১৩৬	**৪,১৩৬**
২		গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (গ্রামাউস) সনদ নম্বর: ০২৮৩০-০৩২৭৩-০০২০১	২	২	১৭৬	৭৭	৯৯	১৫৪	**২৫৩**
৩		ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ইএসডিও সনদ নম্বর: ০১০৫৯-০৩৩৫৫-০০২০৩	২০	২০	৪,৮০৬	৩৬৮	১,২৬১	৩,৯১৩	**৫,১৭৪**
৪		কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) সনদ নম্বর: ০০৫১২-০০৬০৮-০০২১৭	৬	২	১,০০৮	৪	১	১,০১১	**১,০১২**
৫		মৌলিক ব্যবস্থাপনা সংস্থা (বি.এম.এস) সনদ নম্বর: ০০২৯৫-০০৯৮৫-০০৫৮৬	১	১	৬৮	২৬	৭৯	১৫	**৯৪**
৬	আইএফআই সি ব্যাংক লিমিটেড	সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র (সুক) সনদ নম্বর: ০০৭২৯-০০০৪৬-০০০৮২	৭	৭	৮৫৯	৭৫	৩৪৪	৫৯০	**৯৩৪**
৭		হোপ সনদ নম্বর: ০১৪৬৯-০২০৭৮-০০৫১৭	৩	৩	২১৩	৪১	৪৭	২০৭	**২৫৪**
৮	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি	সাজেদা ফাউন্ডেশন সনদ নম্বর: ০০২৫১-০০১৫৫(ক)-০০১৫৫	৬০	৬০	৯,৫৯০	৭৫৬	৫৬৭	৯,৭৭৯	**১০,৩৪৬**
৯		আরডিআরএস বাংলাদেশ সনদ নম্বর: ০০১৪৩-০০১৭৫-০০১৯২	৬০	-					
১০	ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড	সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (Society for Social Service) সনদ নম্বর: ০০৬৪৫-০১০০২-০০০২৫	৪৫	২৫	৩,৬৮৩	৪১০	৫৮	৪,০৩৫	**৪,০৯৩**
১১		পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার সনদ নম্বর: ০০৫৬১-০০৬৫৭-০০০২৮	২৪	২৪	৩,০১৭	৪১৬	৭৪	৩,৩৫৯	**৩,৪৩৩**
১২		COAST Foundation সনদ নম্বর: ০০৯৫৬-০৪০৪১-০০০৬৮	১৬	১৬	৪,৩২৫	৩২৭	২৩৭	৪,৪১৫	**৪,৬৫২**
১৩		টিএমএসএস সনদ নম্বর: ০০৭০৪-০০৪৭০-০০১০৫	৯৩	৯৩	১৬,২১৯	১,২৫৬	১,৭২৬	১৫,৭৪৯	**১৭,৪৭৫**
১৪		পিপলস্ ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি) সনদ নম্বর: ০২১৫০-০১৫৬৩-০০১৫৯	৩২	২৫	৩,৯৬৪	৩৭৮		৪,৩৪২	**৪,৩৪২**
১৫		ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন সনদ নম্বর: ০১৯২০-০১৮৭২-০০২৪৯	১৯	১৯	৪,৬৭৫	৪৩৬	৩৬	৫,০৭৫	**৫,১১১**
১৬		বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ) সনদ নম্বর: ০০৫৭২-০২৫১৭-০০২৬৩	৩৭	৩৭	৬,৫৪২	৩৯৫	২৪৪	৬,৬৯৩	**৬,৯৩৭**
১৭		BURO Bangladesh সনদ নম্বর: ০০০০৪-০০৩৯৪-০০২৮৮	৮০	৮০	১০,১৩৬	১,৭৪২	৯৩৩	১০,৯৪৫	**১১,৮৭৮**
১৮		পল্লী মঙ্গল কর্মসূচী সনদ নম্বর: ০০৮৬২-০০৩৮৭-০০৩১২	৪৫	৪৫	৬,২৭০	৭৯২	১৬৬	৬,৮৯৬	**৭,০৬২**
১৯	উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড	শাপলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা সনদ নম্বর: ০৫৩১৮-০০৫৬১-০০০৫৩	৯	৯	২,১০৫	১৪২	৫৭	২,১৯০	**২,২৪৭**
২০		টিএমএসএস সনদ নম্বর: ০০৭০৪-০০৪৭০-০০১০৫	১০	১০	১,৭৮৬	২৯৫	৪৪১	১,৬৪০	**২,০৮১**
২১		নোয়াখালী রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি সনদ নম্বর: ০১৫১৪-০২০০৫-০০১১৬	১২	১২	৪,১৮৭	২০১	১১	৪,৩৭৭	**৪,৩৮৮**
২২		দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা সনদ নম্বর: ০০৫৯০-০০২৩৬-০০১৪১	২০	২০	৪,৬৯৫	৭০১	৩৬৯	৫,০২৭	**৫,৩৯৬**
২৩		উজান (একটি মানব কল্যাণ সংস্থা) সনদ নম্বর: ০১৮৬৮-০২৫৮৩-০০৪১৫	১	১	১৮৯	২০	১০১	১০৮	**২০৯**

ক্র. নং	ব্যাংকের নাম	এমএফআই এর নাম ও সনদ নং	অনুমোদিত ঋণের পরিমাণ (কোটি টাকা)	বিতরণ কৃত ঋণ (কোটি টাকা)	ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতা (জন)	উদ্যোগ ঋণগ্রহীতা (জন)	পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট ঋণগ্রহীতা (জন)
২৪		সোসিও ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট এজেন্সী (সিডা) সনদ নম্বর: ০২১৬৮-০৪১২৩-০০৪২৪	১	১	৯৭	৮	৩৯	৬৬	**১০৫**
২৫	এক্সিম ব্যাংক (বাংলাদেশ)	ইউনাইটেড ডেভেলপমেন্ট ইনেসিয়েটিভস্ ফর প্রোগ্রামড একশনস্ (উদ্দীপন) সনদ নম্বর: ০০১২৩-০০৮৪৮-০০০০৩	৩০	২৫	২,৬৩০	৮২৬	৪৮০	২,৯৭৬	**৩,৪৫৬**
২৬		রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন সনদ নম্বর: ০১৩৭২-০০১৯৯-০০০২৬	৩৫	৩৫	২,৬৬৮	৪৯১	২৩৯	২,৯২০	**৩,১৫৯**
২৭		সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (সা:স:উ:স:) সনদ নম্বর: ০০৫০৮-০০০৬২-০০১১৭	৬	৬	৯৭৪	১৪৬	১৩১	৯৮৯	**১,১২০**
২৮		নবলোক পরিষদ সনদ নম্বর: ০১০৪৫-০০৫৯১-০০১৫৮	১০	৫	১,১২৩		২৬১	৮৬২	**১,১২৩**
২৯		এসডিএস (শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি) সনদ নম্বর: ০৩০৭৪-০৪৬১৬-০০২২৯	৮৭	৬৭	১৫,৫১৮	১,২০৪	৩৬৫	১৬,৩৫৭	**১৬,৭২২**
৩০		গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস) সনদ নম্বর: ০০৫৫২-০১১১১-০০২৭৫	৬৫	৬৫	১০,৯৭৯	২৮০	২,৩৪১	৮,৯১৮	**১১,২৫৯**
৩১		অন্তর সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট সনদ নম্বর: ০০৪২৪-০০৩৪১-০০৫০১	৫	৩	৩৫২	৪৫	২৫	৩৭২	**৩৯৭**
৩২		নামুজা অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংস্থা (নিডো) সনদ নম্বর: ০০৬৯৭-০২৪৩৩-০০৫১৪	৪	৪	৪৯৭	২৫৬	১২৬	৬২৭	**৭৫৩**
৩৩	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড	ওয়েভ ফাউন্ডেশন সনদ নম্বর: ০৪৯০৮-০০৬০৭-০০০২৩	৩২	৩২	৯,২৬৩	২,৬৮৮	১৪০	১১,৮১১	**১১,৯৫১**
৩৪		ডেভেলাপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ফর সোশাল এডভান্সমেন্ট (দিশা) সনদ নম্বর: ০১৩০৬-০০৪৮০-০০০২৪	১২	১২	৪,১২৭	৩২১	১৭২	৪,২৭৬	**৪,৪৪৮**
৩৫		এসকেএস ফাউন্ডেশন সনদ নম্বর: ০১৬২১-০০৫৩৪-০০০৪৫	৩০	৩০	৮,৫৩৩	১,২০৭	১,১৪০	৮,৬০০	**৯,৭৪০**
৩৬		সংগ্রাম (সংগঠিত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী) সনদ নম্বর: ০৩৭৮২-০০৯৫৮-০০১৮৮	৪৮	৪৮	৫,৭৯৭	২,০০৬	৩,৮৩৬	৩,৯৬৭	**৭,৮০৩**
৩৭		সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা (সাস) সনদ নম্বর: ০০৮৯৫-০০৬৯৬-০০২২৫	১৫	১৫	২,৯৭৪	৪৪৯	৪৯৩	২,৯৩০	**৩,৪২৩**
৩৮		জাকস ফাউন্ডেশন সনদ নম্বর: ০১৪২০-০১২২১-০০২৩১	৩৬	-					
৩৯		ডাক দিয়ে যাই সনদ নম্বর: ০১১২১-০০৮৩৫-০০২৩৭	২০	২০	৩,৪৪৬	৪৩৯	৬৫৭	৩,২২৮	**৩,৮৮৫**
৪০		সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স সনদ নম্বর: ০১০৩২-০১৭৮৮-০০২৪৫	৩২	৩২	১০,৩৩০	১,০০৭	৩৭	১১,৩০০	**১১,৩৩৭**
৪১		গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস) সনদ নম্বর: ০০৫৫২-০১১১১-০০২৭৫	২০	২০	৩,৩৪৪	১১০	৭৬৩	২,৬৯১	**৩,৪৫৪**
৪২		সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (এসডিসি) সনদ নম্বর: ০৩৬৬৫-০২৮৩৭-০০৩৪৩	৩২	৩২	৩,৫২৫	৫৯৩	৭৯১	৩,৩২৭	**৪,১১৮**
৪৩		প্রয়াস উন্নয়ন সংস্থা সনদ নম্বর: ০৩৫৯৬-০১৭৪১-০০৪৩৯	১০	১০	৩,০৭৪	৪৯৭	৯	৩,৫৬২	**৩,৫৭১**
৪৪		সোসিও ইকোনোমিক হেল্থ এডুকেশন অর্গানাইজেশন সনদ নম্বর: ০১৮২৬-০১৬৬৮-০০৫৩২	২৪	১০	৭,৩২৪	২,৩০৬	৫৫	৯,৫৭৫	**৯,৬৩০**

ক্র. নং	ব্যাংকের নাম	এমএফআই এর নাম ও সনদ নং	অনুমোদিত ঋণের পরিমাণ (কোটি টাকা)	বিতরণ কৃত ঋণ (কোটি টাকা)	ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতা (জন)	উদ্যোগ ঋণগ্রহীতা (জন)	পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট ঋণগ্রহীতা (জন)
৪৫	এনআরবি ব্যাংক লিমিটেড	গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে) সনদ নম্বর: ০৩৭৩০-০১৭৪৬-০০০৯১	৩৫	৩৫	২,৫১৮	১১৯	৮৪০	১,৭৯৭	**২,৬৩৭**
৪৬		আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সনদ নম্বর: ০০১৭৮-০০২৬১-০০১৯৯	১০	১০	১,৪৪৯	১৪১	১১৫	১,৪৭৫	**১,৫৯০**
৪৭		বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ) সনদ নম্বর: ০০৫৭২-০২৫১৭-০০২৬৩	১৫	১৫	১,৭৭৫	৬৭০	৬২	২,৩৮৩	**২,৪৪৫**
৪৮	এনসিসি ব্যাংক লিমিটেড	জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন সনদ নম্বর: ০০৩২২-০১৭১৪-০০০০৮	৩০	৩০	৩,৮০০	৫৪৭	১,১৮০	৩,১৬৭	**৪,৩৪৭**
৪৯		আত্মবিশ্বাস সনদ নম্বর: ০০৯৬৯-০০২২৬-০০০৩৪	১৫	১৫	৫,৯১৪	১৩৫	১৯৬	৫,৮৫৩	**৬,০৪৯**
৫০		টিএমএসএস সনদ নম্বর: ০০৭০৪-০০৪৭০-০০১০৫	২৫	২৫	৪,৭৫৫	৬১৪	১,০৫৬	৪,৩১৩	**৫,৩৬৯**
৫১		গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (গ্রামাউস) সনদ নম্বর: ০২৮৩০-০৩২৭৩-০০২০১	৩	৩	৫১৮	১০৯	১৪৮	৪৭৯	**৬২৭**
৫২		বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ) সনদ নম্বর: ০০৫৭২-০২৫১৭-০০২৬৩	২০	২০	২,৭২৯	১,২৩২	৯৯	৩,৮৬২	**৩,৯৬১**
৫৩		সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (এসডিসি) সনদ নম্বর: ০৩৬৬৫-০২৮৩৭-০০৩৪৩	১০	১০	১,৬৮৭	১৭৯	২২৮	১,৬৩৮	**১,৮৬৬**
৫৪	এবি ব্যাংক লিমিটেড	সমাধান সনদ নম্বর: ০৩০৭৩-০০১০০-০০০০৬	৩	৩	৭৬৩	৬৮	৯৩	৭৩৮	**৮৩১**
৫৫		প্রত্যয় উন্নয়ন সংস্থা সনদ নম্বর: ০২২৩৪-০০৩৮৯-০০০২০	২	২	৩৮০	১৯	২২০	১৭৯	**৩৯৯**
৫৬		খুলনা মুক্তি সেবা সংস্থা (কেএমএসএস) সনদ নম্বর: ০১২২২-০০৩৫৭-০০০৩৫	৫	৫	১,৭৭৬	৯৬	৩৭	১,৮৩৫	**১,৮৭২**
৫৭		মানব শক্তি উন্নয়ন কেন্দ্র (মাশউক) সনদ নম্বর: ০৩৪৫৭-০২০২৪-০০০৬৭	৩	৩	৫৬৯	৭২	২২৬	৪১৫	**৬৪১**
৫৮		COAST Foundation সনদ নম্বর: ০০৯৫৬-০৪০৪১-০০০৬৮	১০	৫	১,৪৩৬	৪৯১	৬৭	১,৮৬০	**১,৯২৭**
৫৯		হলদিয়া মহিলা উন্নয়ন সংস্থা সনদ নম্বর: ০০৯৩৮-০০৮১০-০০১২৪	১	১	১১৫	১৪	৪২	৮৭	**১২৯**
৬০		এসোসিয়েশন ফর ইনটিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট-কুমিল্লা (এইড-কুমিল্লা) সনদ নম্বর: ০০৪২৯-০০১৪০-০০১৪৬	২	২	২৭৫	৩০	-	৩০৫	**৩০৫**
৬১		অ্যাকশন ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট অরগানাইজেশন ''এ্যাডো'' সনদ নম্বর: ০০৬৮৪-০২৯০৯-০০২৬৫	৩	৩	১,১৮৫	১৫৮	৪	১,৩৩৯	**১,৩৪৩**
৬২		গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস) সনদ নম্বর: ০০৫৫২-০১১১১-০০২৭৫	২	১	৭১	৫	২২	৫৪	**৭৬**
৬৩		রুরাল হেলথ এডুকেশন এন্ড ক্রেডিট অর্গানাইজেশন (রিকো) সনদ নম্বর: ০০৭৭৩-০০১৯৫-০০২৯১	২	২	৩২৩	৭৭	১১১	২৮৯	**৪০০**
৬৪		কেপিইউএস (কুষ্টিয়া পল্লী উন্নয়ন সংস্থা) সনদ নম্বর: ০১৪০৪-০০১৬০-০০৩০৯	৫	৫	৯৫৯	৩২৩	-	১,২৮২	**১,২৮২**
৬৫		আর্স বাংলাদেশ সনদ নম্বর: ০২৮১৪-০৩২১১-০০৪০৫	৮	৮	১,০৬৯	১৮৫	৬৮৫	৫৬৯	**১,২৫৪**
৬৬		পল্লী উন্নয়ন পরিষদ (পউপ) সনদ নম্বর: ০১৬৬৭-০০৮৩২-০০৪৪০	১	১	১৫২	২২	১২	১৬২	**১৭৪**
৬৭		অন্তর সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট সনদ নম্বর: ০০৪২৪-০০৩৪১-০০৫০১	৫	৩	৩৬২	৩৪	৫৪	৩৪২	**৩৯৬**

ক্র. নং	ব্যাংকের নাম	এমএফআই এর নাম ও সনদ নং	অনুমোদিত ঋণের পরিমাণ (কোটি টাকা)	বিতরণ কৃত ঋণ (কোটি টাকা)	ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতা (জন)	উদ্যোগ ঋণগ্রহীতা (জন)	পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট ঋণগ্রহীতা (জন)
৬৮		সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন-কুমিল্লা (এসডিএ-কুমিল্লা) সনদ নম্বর: ০৫৯৪৮-০৩৩৯০-০০৬২০	১	১	১৬৯	৩৫	১৪	১৯০	**২০৪**
৬৯		Poor Relief Services & Health Assistance Society সনদ নম্বর: ০১৩৯৮-০১৬২২-০০৬২৩	১	১	১৯৭	-	১৫৬	৪১	**১৯৭**
৭০		আগ্রহ উন্নয়ন সংস্থা সনদ নম্বর: ০২৪২৪-০৪৬৮৫-০০৭০৮	১	১	১৫৮	২০	৯৭	৮১	**১৭৮**
৭১		পাঞ্জেরী সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (পাসুস) সনদ নম্বর: ০২০৬৬-০০২৪১-০০৭৩৭	১	১	৫৪	১৪	২১	৪৭	**৬৮**
৭২		সোনার বাংলা পল্লী উন্নয়ন সংস্থা সনদ নম্বর: ২১১১২-০১১৮০-০০৭৬৫	২	২	৩০১	৫৭	১০	৩৪৮	**৩৫৮**
৭৩		ঋষি ফাউন্ডেশন (Rishi Foundation) সনদ নম্বর: ২১১১২-০২৯৫-০০৮৪৩	১	১	৬৪৭	১১৮	-	৭৬৫	**৭৬৫**
৭৪	ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড	সেতু সনদ নম্বর: ০৩০৩৩-০৩২৬৫-০০০৪৯	১০	১০	৫,৮৭৪	-	১৯১	৫,৬৮৩	**৫,৮৭৪**
৭৫		গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে) সনদ নম্বর: ০৩৭৩০-০১৭৪৬-০০০৯১	১০	১০	১,৫৭৫	১০২	২৩৫	১,৪৪২	**১,৬৭৭**
৭৬		নোয়াখালী রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি সনদ নম্বর: ০১৫১৪-০২০০৫-০০১১৬	৩	৩	৯৪০	৫১	-	৯৯১	**৯৯১**
৭৭		সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (সা:স:উ:স:) সনদ নম্বর: ০০৫০৮-০০০৬২-০০১১৭	৩	৩	১,১৯৬	১৫৫	৮১	১,২৭০	**১,৩৫১**
৭৮		প্রোগ্রামস্ ফর পিপলস্ ডেভেলপমেন্ট (পি পি ডি) সনদ নম্বর: ২১১১২-০০০৪২-০০৭৯৩	৩	৩	৫৩৪	৪৪	৩	৫৭৫	**৫৭৮**
৭৯	জনতা ব্যাংক লিমিটেড	পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র সনদ নম্বর: ০০১৮১-০০৪৬৮-০০০৯৫	৩০	৩০	৪,৪৯৩	৯১২	১,৪২২	৩,৯৮৩	**৫,৪০৫**
৮০		এসোসিয়েশন ফর পিপলস ডেভলপমেন্ট ষ্ট্রীম সনদ নম্বর: ২১১১২-০০৫৩৭-০০৮১২	১	১	২৪২			২৪২	**২৪২**
৮১	ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	বাংলাদেশ সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট একাডেমী (বিএসডিএ) সনদ নম্বর: ০১৯৯৪-০০৭৯৬-০০১১৪	১	১	৫৩	৩	৬	৫০	**৫৬**
৮২		পল্লী প্রগতি সহায়ক সমিতি সনদ নম্বর: ০২১৭৮-০০২১৪-০০২৮০	২০	২০	৩,৩৫৪	৪৭২	১২১	৩,৭০৫	**৩,৮২৬**
৮৩		PRISM Bangladesh Foundation সনদ নম্বর: ০০৫২১-০০০২২-০০৩০৭	১০	১০	১,৬৬২	১৯২	-	১,৮৫৪	**১,৮৫৪**
৮৪		গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা সনদ নম্বর: ০০৭৬৮-০০৬৪৭-০০৪০৩	৬	৬	১,১৩১	১৬৬	২৬	১,২৭১	**১,২৯৭**
৮৫		ওরিয়েন্টাল ফাউন্ডেশন (ORIENTAL FOUNDATION) সনদ নম্বর: ০৫৫৮১-০০৯৬১-০০৫৯৫	২	০	৫৮	৫	১৬	৪৭	**৬৩**
৮৬	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড	পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র সনদ নম্বর: ০০১৮১-০০৪৬৮-০০০৯৫	৬০	৬০					
৮৭		অংকুর পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র সনদ নম্বর: ০০২৪৫-০২০৭৭-০০১৩৪	২	০	৪০	৬	১	৪৫	**৪৬**
৮৮		উত্তরণ সনদ নম্বর: ০১৩৬৬-০২৭০৪-০০২৭৭	৩	৩					
৮৯		BURO Bangladesh সনদ নম্বর: ০০০০৪-০০৩৯৪-০০২৮৮	৭৫	৭৫	৬,৩৮১	২,৯১৭	১,৪৬৪	৭,৮৩৪	**৯,২৯৮**

ক্র. নং	ব্যাংকের নাম	এমএফআই এর নাম ও সনদ নং	অনুমোদিত ঋণের পরিমাণ (কোটি টাকা)	বিতরণ কৃত ঋণ (কোটি টাকা)	ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতা (জন)	উদ্যোগ ঋণগ্রহীতা (জন)	পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট ঋণগ্রহীতা (জন)
৯০		DAM FOUNDATION FOR ECONOMIC DEVELOPMENT-ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট সনদ নম্বর: ০০১০৯-০২২৪৩-০০৭৪৭	৩	২	২২৯	১০০	৬২	২৬৭	**৩২৯**
৯১		এ্যাসোসিয়েশন ফর এ্যাডভান্সমেন্ট এন্ড ডেভলপমেন্ট (এ্যাড) সনদ নম্বর: ০১৬৭২-০০৩৯০-০০১০২	২	২	১৫৪	৬৮১	২২	৮১৩	**৮৩৫**
৯২	ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড	ইয়ং ইকোনোমিক সোসাইটি (ইয়েস) সনদ নম্বর: ০০৬২৪-০১৭১১-০০১০৪	২	২	২০৪	২৬	১৫	২১৫	**২৩০**
৯৩		এসো গড়ি উন্নয়ন সংস্থা (এ.জি.ইউ.এস) সনদ নম্বর: ০৩০৩২-০২১৩৮-০০৪৬৭	৩	৩	৪৪৩	১৪২	৩২	৫৫৩	**৫৮৫**
৯৪		শক্তি ফাউন্ডেশন ফর ডিসএ্যাডভান্টেজড উইমেন সনদ নম্বর: ০০১৭৬-০০০৫৯-০০০১৮	৫০	৩০	৭,৩২৯	৩৮৫	৪২	৭,৬৭২	**৭,৭১৪**
৯৫	পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	সিডার (কনসার্ন ফর এনভায়রনমেন্টাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড রিসার্চ) সনদ নম্বর: ০০৯২৯-০৪৩৬৬-০০৩৬১	৫	৫	৮৮৪	৮৬	১৫	৯৫৫	**৯৭০**
৯৬		ইউনাইটেড ডেভেলপমেন্ট ইনেসিয়েটিভস্ ফর প্রোগ্রামড একশনস্ (উদ্দীপন) সনদ নম্বর: ০০১২৩-০০৮৪৮-০০০০৩	৩০	৩০	৪,৬৮৫	৫৫১	৫৬৩	৪,৬৭৩	**৫,২৩৬**
৯৭	প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড	পল্লী মঙ্গল কর্মসূচী সনদ নম্বর: ০০৮৬২-০০৩৮৭-০০৩১২	৩০	৩০	৪,২০৬	৬৬১	১০৩	৪,৭৬৪	**৪,৮৬৭**
৯৮		বাজিতপুর রুরাল এডভান্সমেন্ট সোসাইটি (ব্রাস) সনদ নম্বর: ০০১৯৮-০০০২১-০০০১২	২	২	৪৬১	১৫৪	১৫২	৪৬৩	**৬১৫**
৯৯		সোসাইটি ফর ফ্যামিলী হ্যাপিনেস এন্ড প্রসপারিটি সনদ নম্বর: ০১০৭৬-০০৭১৯-০০১১১	৮	৮	১,১১৫	১১৬	৩২	১,১৯৯	**১,২৩১**
১০০		পল্লী বিকাশ কেন্দ্র (পিবিকে) সনদ নম্বর: ০০৫২৯-০৩৯৯৬-০০১৯০	১০	১০	১,৫৩৪	২০৩	১৮৮	১,৫৪৯	**১,৭৩৭**
১০১		আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সনদ নম্বর: ০০১৭৮-০০২৬১-০০১৯৯	১৫	১৫	২,০৩৪	১৮৩	৪২৮	১,৭৮৯	**২,২১৭**
১০২	প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড	অপকা (অর্গানাইজেশন ফর দ্যা পুওর কমিউনিটি এ্যাডভান্সমেন্ট) সনদ নম্বর: ০১৬২০-০২৫৯৬-০০৩১৪	৫	৫	৬৫৬	৫৩	৬৪	৬৪৫	**৭০৯**
১০৩		সোনালী ভবিষ্যত সনদ নম্বর: ০০২০৩-০০৬৫৬-০০৩৭৭	১	১	৯৮	৩৮	৯	১২৭	**১৩৬**
১০৪		বহুমুখী দেশ উন্নয়ন সংসদ সনদ নম্বর: ০১২৬৮-০১৫৫১-০০৪৮১	৩	৩	৩১৮	১৪	৬৩	২৬৯	**৩৩২**
১০৫		নওগাঁ অর্থনৈতিক ও সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (নেসডো) সনদ নম্বর: ২১১১২-০০৬৮১-০০৮১৯	১	১	-	২৩৭		২৩৭	**২৩৭**
১০৬		সুশীলন সনদ নম্বর: ০০৩৪৫-০০০৭৫-০০০৩৮	৩	৩	৩৪১		৯৭	২৪৪	**৩৪১**
১০৭	ফার্স্ট সিকিউরিটিজ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	সোসাইটি ফর ফ্যামিলী হ্যাপিনেস এন্ড প্রসপারিটি সনদ নম্বর: ০১০৭৬-০০৭১৯-০০১১১	১৩	১৩	১,৮৫৭	৩০৩	৩৪	২,১২৬	**২,১৬০**
১০৮		নওয়াবেকী গণমুখী ফাউন্ডেশন সনদ নম্বর: ০১৫১৯-০০৫৮৭-০০৩৪৫	৬	৬	২,৪৩৮	২৮৯	১১৯	২,৬০৮	**২,৭২৭**
১০৯		DAM FOUNDATION FOR ECONOMIC DEVELOPMENT-ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক	৫	৫	৭০৬		১১৭	৫৮৯	**৭০৬**

ক্র. নং	ব্যাংকের নাম	এমএফআই এর নাম ও সনদ নং	অনুমোদিত ঋণের পরিমাণ (কোটি টাকা)	বিতরণ কৃত ঋণ (কোটি টাকা)	ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতা (জন)	উদ্যোগ ঋণগ্রহীতা (জন)	পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট ঋণগ্রহীতা (জন)
		ডেভেলপমেন্ট সনদ নম্বর: ০০১০৯-০২২৪৩-০০৭৪৭							
১১০	বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড	দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা সনদ নম্বর: ০০৯৪৭-০০৭১০-০০০২১	৬	-					
১১১		লাইট হাউজ সনদ নম্বর: ২১১১২-০০৫৮৩-০০৭৭৪	১	১	১৫২	১০	২	১৬০	**১৬২**
১১২	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	সমন্বিত জনকল্যাণ কেন্দ্র সনদ নম্বর: ০২৭১০-০৩৪৯৪-০০৭৫৮	১	১	৭৩	১৯	১০	৮২	**৯২**
১১৩	বেসিক ব্যাংক লিমিটেড	এদেশ সনদ নম্বর: ০০০৯১-০০৩৯৬-০০০৭৯	২	২	২৭২	৫৫	-	৩২৭	**৩২৭**
১১৪		বেসিক অর্গানাইজেশন নেটওয়ার্ক ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড হিউমেনিটেরিয়ান এইড ফর নেশন (বন্ধন) সনদ নম্বর: ০১১৩২-০০২২৭-০০০৮০	৫	-					
১১৫		রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) সনদ নম্বর: ০০৩৪৯-০১৩৭৫-০০১৬৭	৬০	১৫	৩,৫৯৮	৩৬৪	১,১৩৯	২,৮২৩	**৩,৯৬২**
১১৬		মানব সেবা অভিযান সনদ নম্বর: ০৩৩৫২-০১৫৭৪-০০৩৩৯	১	১	১২৮	৪০	২৩	১৪৫	**১৬৮**
১১৭		সোসাইটি ফর সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড ইকোনোমি (এস. এস. ডি. ই) সনদ নম্বর: ০১১৩৬-০১০৫১-০০৩৬৭	১	১	৯৪	৩৬	৫২	৭৮	**১৩০**
১১৮		BANGLADESH HEALTH AND EDUCATION DEVELOPMENT SOCIETY (বাংলাদেশ হেলথ এন্ড এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি) সনদ নম্বর: ০১১৯১-০২৪১১-০০৭৩৯	১	১	১৬০	৬৮	৭৯	১৪৯	**২২৮**
১১৯	ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড	ইউনাইটেড ডেভেলপমেন্ট ইনেসিয়েটিভস্ ফর প্রোগ্রামড একশনস্ (উদ্দীপন) সনদ নম্বর: ০০১২৩-০০৮৪৮-০০০০৩	৬০	৬০	৯,২৬৬	১,২৮০	৪,২০৮	৬,৩৩৮	**১০,৫৪৬**
১২০		পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র সনদ নম্বর: ০০১৮১-০০৪৬৮-০০০৯৫	৩০	৩০	৩,৭৯৮	১,০২৮	১,২২৭	৩,৫৯৯	**৪,৮২৬**
১২১		টিএমএসএস সনদ নম্বর: ০০৭০৪-০০৪৭০-০০১০৫	৬৫	৬৫	১১,০৪৭	৯১৩	২,৮৭৪	৯,০৮৬	**১১,৯৬০**
১২২		ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন সনদ নম্বর: ০১৯২০-০১৮৭২-০০২৪৯	১৫	-					
১২৩		বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ) সনদ নম্বর: ০০৫৭২-০২৫১৭-০০২৬৩	৩৫	৩৫	৫,০০০	১,৫১৭	১৬৭	৬,৩৫০	**৬,৫১৭**
১২৪		পল্লী মঙ্গল কর্মসূচী সনদ নম্বর: ০০৮৬২-০০৩৮৭-০০৩১২	৪৫	৪৫	৬,০৪৪	১,২৩১	৫৩	৭,২২২	**৭,২৭৫**
১২৫		দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে) সনদ নম্বর: ০২১০০-০১৯৮৫-০০৩৬৯	৬০	৬০	১০,২৪২	১,২০৩	৩৬	১১,৪০৯	**১১,৪৪৫**
১২৬	ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড	জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন সনদ নম্বর: ০০৩২২-০১৭১৪-০০০০৮	৬০	৬০	১০,৫৪৯	১,১৫১	২,৩২৫	৯,৩৭৫	**১১,৭০০**
১২৭		রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন সনদ নম্বর: ০১৩৭২-০০১৯৯-০০০২৬	৪৫	২০	৩,৪০৪	৩৪০	২২০	৩,৫২৪	**৩,৭৪৪**
১২৮		সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস সনদ নম্বর: ০০৩৪১-০০৭২৭-০০০৯৭	৬০	৬০	৯,৫৪৭	১,৪১১	৩৪১	১০,৬১৭	**১০,৯৫৮**
১২৯		খ্রীষ্টিয়ান সার্ভিস সোসাইটি (সি.এস.এস) সনদ নম্বর: ০২৫৭৮-০১৯৭৭-০০১২৯	৫০	৫	৯৬৪	১৫৬	৩৯	১,০৮১	**১,১২০**
১৩০		সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস্ (এসডিআই) সনদ নম্বর: ০১২৩৯-০৩৩৩৬-০০১৫৪	২৫	২৫	৫,১২৭	৬৪৪	৫২১	৫,২৫০	**৫,৭৭১**

ক্র. নং	ব্যাংকের নাম	এমএফআই এর নাম ও সনদ নং	অনুমোদিত ঋণের পরিমাণ (কোটি টাকা)	বিতরণ কৃত ঋণ (কোটি টাকা)	ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতা (জন)	উদ্যোগ ঋণগ্রহীতা (জন)	পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট ঋণগ্রহীতা (জন)
১৩১		পিপলস্ ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি) সনদ নম্বর: ০২১৫০-০১৫৬৩-০০১৫৯	৬০	৬০	১০,৮৯৫	১,১১৪	১৪	১১,৯৯৫	**১২,০০৯**
১৩২		মমতা সনদ নম্বর: ০০৯২৭-০১০৮২-০০২১৮	২৫	১০	১,৪২৩	১৬৭	১০৬	১,৪৮৪	**১,৫৯০**
১৩৩		ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি) সনদ নম্বর: ০১২২৯-০০৩৩২-০০২২২	২৫	২৫	৫,০৪১	২,০৩৯	৪০১	৬,৬৭৯	**৭,০৮০**
১৩৪		গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা (জিইউএস) সনদ নম্বর: ০০৬৩৬-০০০৩৫-০০০১৫	১	১	১৯৩	৫৭	৫	২৪৫	**২৫০**
১৩৫		সোস্যাল আর্ন ব্যাকিং এ্যাডভান্সমেন্ট (সেবা) সনদ নম্বর: ০১৯১০-০০২৫০-০০০৮৮	২	২	২২১	৯	২৫	২০৫	**২৩০**
১৩৬		এ্যাসোসিয়েশন ফর এ্যাডভান্সমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এ্যাড) সনদ নম্বর: ০১৬৭২-০০৩৯০-০০১০২	৪	৪	১,২৬৫	২২	২১	১,২৬৬	**১,২৮৭**
১৩৭		সোসাইটি ফর ফ্যামিলী হ্যাপিনেস এন্ড প্রসপারিটি সনদ নম্বর: ০১০৭৬-০০৭১৯-০০১১১	১৫	১৫	১,৯৫৪	৩৬৭	২৫	২,২৯৬	**২,৩২১**
১৩৮		নোয়াখালী রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি সনদ নম্বর: ০১৫১৪-০২০০৫-০০১১৬	২	২	৫৫৪	৩০		৫৮৪	**৫৮৪**
১৩৯	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড	মৌসুমী সনদ নম্বর: ০০৫৬৩-০০২২৯-০০২৪০	২	২	৩৮৭	৬০	৬২	৩৮৫	**৪৪৭**
১৪০		ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন সনদ নম্বর: ০১৯২০-০১৮৭২-০০২৪৯	৩০	৩০	৭,৩৭৬	৭০৮	৩৯	৮,০৪৫	**৮,০৮৪**
১৪১		রুরাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন সনদ নম্বর: ০১৫৬৫-০০৫৫৫-০০২৬২	১	১	৮৫		১১	৭৪	**৮৫**
১৪২		বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ) সনদ নম্বর: ০০৫৭২-০২৫১৭-০০২৬৩	১০	১০	১,৪৪২	২৬৭	৫০	১,৬৫৯	**১,৭০৯**
১৪৩		নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা) সনদ নম্বর: ০০০৪৬-০০৩২৭-০০৪২২	৩	৩	৭৪৯	৮৭	৬৪	৭৭২	**৮৩৬**
১৪৪		ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অব রুর‍্যাল পিপলস (ডরপ) সনদ নম্বর: ০৬০২৮-০২৩০৫-০০৪৯১	১	১	৯২	৬	১২	৮৬	**৯৮**
১৪৫		Technical Assistance For Rural Development সনদ নম্বর: ০১৮২২-০২৯৮৫-০০৬৯৯	১	১	১৪৮	৮	৬	১৫০	**১৫৬**
১৪৬		কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (কোডেক) সনদ নম্বর: ০১৭৮১-০০০৪৮-০০১০৩	৪০	৪০	২০,২৭০	২,১৩৪	১,২৭৪	২১,১৩০	**২২,৪০৪**
১৪৭	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি) সনদ নম্বর: ০১২২৯-০০৩৩২-০০২২২	১০	১০					
১৪৮		বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ) সনদ নম্বর: ০০৫৭২-০২৫১৭-০০২৬৩	১০	-					
১৪৯		BURO Bangladesh সনদ নম্বর: ০০০০৪-০০৩৯৪-০০২৮৮	৬০	৬০	৮,৬১২	১,২৫৭	৭০১	৯,১৬৮	**৯,৮৬৯**
১৫০	মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড	বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ) সনদ নম্বর: ০০৫৭২-০২৫১৭-০০২৬৩	৮	৮	১,৩৭৫		২০	১,৩৫৫	**১,৩৭৫**
১৫১	মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড	ইউনাইটেড ডেভেলপমেন্ট ইনেসিয়েটিভস্ ফর প্রোগ্রামড একশনস্ (উদ্দীপন) সনদ নম্বর: ০০১২৩-০০৮৪৮-০০০০৩	৬০	৬০	৯,৪৩৪	১,১৮১	১,১০৮	৯,৫০৭	**১০,৬১৫**

ক্র. নং	ব্যাংকের নাম	এমএফআই এর নাম ও সনদ নং	অনুমোদিত ঋণের পরিমাণ (কোটি টাকা)	বিতরণ কৃত ঋণ (কোটি টাকা)	ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতা (জন)	উদ্যোগ ঋণগ্রহীতা (জন)	পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট ঋণগ্রহীতা (জন)
১৫২		রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আরডিএফ) সনদ নম্বর: ০০৯২৪-০০৪৭৬-০০৪২৯	৫	-					
১৫৩	যমুনা ব্যাংক লিমিটেড	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (বার্ড) সনদ নম্বর: ০০০১৫-০০১২৫-০০০৮৪	১	১	২০৪	-	৪	২০০	**২০৪**
১৫৪		উত্তরণ সনদ নম্বর: ০১৩৬৬-০২৭০৪-০০২৭৭	১	১					
১৫৫		BURO Bangladesh সনদ নম্বর: ০০০০৪-০০৩৯৪-০০২৮৮	৫০	৫০	৬,৩৮৪	১,০২৩	৪৭৭	৬,৯৩০	**৭,৪০৭**
১৫৬		ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ ফর হিউম্যান এ্যাডভান্সমেন্ট সনদ নম্বর: ২১১১২-০১০৩৪-০০৭৯১	১	১	৮৮	১১	৪৪	৫৫	**৯৯**
১৫৭	রূপালী ব্যাংক লিমিটেড	পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র সনদ নম্বর: ০০১৮১-০০৪৬৮-০০০৯৫	১৩০	১৩০	২০,২৪৮	২,৭৩৭	৬,১৩০	১৬,৮৫৫	**২২,৯৮৫**
১৫৮		বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (বিডিএস) সনদ নম্বর: ০৩১৬০-০২৭০২-০০৩৫৫	২০	২০	৪,৪৯২	৫৪১	৪৬৬	৪,৫৬৭	**৫,০৩৩**
১৫৯		আর্স বাংলাদেশ সনদ নম্বর: ০২৮১৪-০৩২১১-০০৪০৫	২০	২০	২,৫৪০	৩৮৪	১,৬৪২	১,২৮২	**২,৯২৪**
১৬০	শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	BASA Foundation সনদ নম্বর: ০০৩৭৭-০০১১৫-০০০৪৬	৩০	৩০	৪,৩৩০	৪৫২	৮৪৯	৩,৯৩৩	**৪,৭৮২**
১৬১		টিএমএসএস সনদ নম্বর: ০০৭০৪-০০৪৭০-০০১০৫	১০	১০	১,৭৮৬	১৭৭	১৫৯	১,৮০৪	**১,৯৬৩**
১৬২		ইউনাইটেড সোস্যাল হিউম্যান এডভান্সমেন্ট ফাউন্ডেশন (উষা) সনদ নম্বর: ০০৭৭২-০৩৯১৯-০০৪৩৫	২৫	২৫	২,৮৩৯	৩৩৫	১২	৩,১৬২	**৩,১৭৪**
১৬৩		মডার্ন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এম,ডি,ও) সনদ নম্বর: ০১৪৬৫-০২২২৭-০০৪৫০	৩	৩	৮৮৫	১৮৫	৮৭	৯৮৩	**১,০৭০**
১৬৪		RISDA- Bangladesh (রিসডা-বাংলাদেশ) সনদ নম্বর: ০০০১৮-০০২৬৭-০০৬১১	১০	১০	১,৮৭৪	২৫৪	৪৬৯	১,৬৫৯	**২,১২৮**
১৬৫	সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড	রাজশাহী সোসাল ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম (আরএসডিপি) সনদ নম্বর: ০২১০৭-০০১৮২-০০০৭৪	১	১	২১৯	৬৭	২৭	২৫৯	**২৮৬**
১৬৬		সোসাইটি ফর ফ্যামিলী হ্যাপিনেস এন্ড প্রসপারিটি সনদ নম্বর: ০১০৭৬-০০৭১৯-০০১১১	২	২	২৫১	৫৫	২	৩০৪	**৩০৬**
১৬৭		ব্লাইন্ড এডুকেশন এন্ড রিহেবিলিটেশন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (বার্ডো) সনদ নম্বর: ০১৬২৬-০০৭০৪-০০২৯৬	৩	০	৫৬	-	১	৫৫	**৫৬**
১৬৮	সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড	শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন সনদ নম্বর: ০৫১৩৬-০০৮৯৫-০০০০১	১০	২	২৭৫	-	৩৪	২৪১	**২৭৫**
১৬৯		সোস্যাল আপলিফটমেন্ট সোসাইটি (সাস) সনদ নম্বর: ০০১৬১-০০২০৯-০০০১৪	১০	-					
১৭০		ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার সনদ নম্বর: ০১২৭৫-০০৫২৩-০০০১৭	৪০	৪০	৭,২৯১	৫৩৬	১৯	৭,৮০৮	**৭,৮২৭**
১৭১		ওয়েভ ফাউন্ডেশন সনদ নম্বর: ০৪৯০৮-০০৬০৭-০০০২৩	১২	১২	৪,০৯৭		৩৮	৪,০৫৯	**৪,০৯৭**
১৭২		এইড ফাউন্ডেশন সনদ নম্বর: ০১৪৯৩-০১৪২৯-০০০৩২	৩	৩	৬৬১	৭০	৬১	৬৭০	**৭৩১**
১৭৩		BASA Foundation সনদ নম্বর: ০০৩৭৭-০০১১৫-০০০৪৬	১৫	১৫	২,২৭১	২০৬	৫১৪	১,৯৬৩	**২,৪৭৭**

ক্র. নং	ব্যাংকের নাম	এমএফআই এর নাম ও সনদ নং	অনুমোদিত ঋণের পরিমাণ (কোটি টাকা)	বিতরণ কৃত ঋণ (কোটি টাকা)	ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতা (জন)	উদ্যোগ ঋণগ্রহীতা (জন)	পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট ঋণগ্রহীতা (জন)
১৭৪		সোসাল এডভান্সমেন্ট থ্রু ইউনিটি - সেতু সনদ নম্বর: ০১৩০০-০০৪০৫-০০০৪৭	১৫	১৫	৩,৩০২	৩১২	৩৯৪	৩,২২০	**৩,৬১৪**
১৭৫		এসোসিয়েশন ফর রিনোভেশন অফ কমিউনিটি হেলথ এ্যাডুকেশন সার্ভিসেস (আরচেস) সনদ নম্বর: ০০৩০৭-০২১৭৯-০০০৫৬	১	১	১৮৪	২৬	৬৭	১৪৩	**২১০**
১৭৬		এসোসিয়েশন ফর আন্ডার-প্রিভিলেজড পিপল - আপ সনদ নম্বর: ০০৫২৭-০০৩৯২-০০০৫৮	৫	৫	৬১৫	৯৪	১০৪	৬০৫	**৭০৯**
১৭৭		পাবনা প্রতিশ্রুতি সনদ নম্বর: ০১৬৪৮-০১৩৪২-০০১০১	৫	৫	৭০৯	৮৮	৪৮	৭৪৯	**৭৯৭**
১৭৮		উন্নয়ন সনদ নম্বর: ০১২২৪-০০০৪৩-০০১১৩	৮	৮	২,৪০৫		২৪৭	২,১৫৮	**২,৪০৫**
১৭৯		প্রোগ্রাম ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (পিসিডি) সনদ নম্বর: ০১৫০৮-০০৭০৩-০০১৩৫	১০	১০	১,৪১৭	১২০	৭৫৯	৭৭৮	**১,৫৩৭**
১৮০		গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট সনদ নম্বর: ০০২১৯-০১৫২৪-০০১৪৭	১০	১০	৩,১৫৯	৫৫৫	৪২১	৩,২৯৩	**৩,৭১৪**
১৮১		ভিলেজ এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (ভাসড) সনদ নম্বর: ০০১৩৯-০১১৭২-০০১৫২	১	১	১১৪	১৭	২০	১১১	**১৩১**
১৮২		নবলোক পরিষদ সনদ নম্বর: ০১০৪৫-০০৫৯১-০০১৫৮	১৩	১১	২,৬২৩	১৩৪	৬২০	২,১৩৭	**২,৭৫৭**
১৮৩		ঘাসফুল সনদ নম্বর: ০০৩৯৯-০১২০৯-০০১৬০	২০	২০	৩,৬৩৩	৪৮১	৩৮৬	৩,৭২৮	**৪,১১৪**
১৮৪		গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র সনদ নম্বর: ০১২৭১-০১০১৬-০০১৮৩	১৫	১৫	৬,৬৬৮	২,৪৪৫	৮৭	৯,০২৬	**৯,১১৩**
১৮৫		আরডিআরএস বাংলাদেশ সনদ নম্বর: ০০১৪৩-০০১৭৫-০০১৯২	৬০	৬০	১১,৮২১	১,০৫৩	১,০১২	১১,৮৬২	**১২,৮৭৪**
১৮৬		শতফুল বাংলাদেশ সনদ নম্বর: ০১১১৬-০০০৭২-০০২০৭	৪	৪	১,১৮০		১,১৮০		**১,১৮০**
১৮৭		সচেতন সোসাইটি সনদ নম্বর: ০২৪৬১-০১৪৪৯-০০২১২	২৫	৩	৩৩৯	২৪	-	৩৬৩	**৩৬৩**
১৮৮		সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা (সাস) সনদ নম্বর: ০০৮৯৫-০০৬৯৬-০০২২৫	১৮	১৮	৪,৩০৬	৩০৭	৪৮২	৪,১৩১	**৪,৬১৩**
১৮৯		অ্যাকশন ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট অরগানাইজেশন ''এ্যাডো'' সনদ নম্বর: ০০৬৮৪-০২৯০৯-০০২৬৫	১	১	৪৩২	৫২	২	৪৮২	**৪৮৪**
১৯০		সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা) সনদ নম্বর: ০১১৫১-০০১৪১-০০২৮৭	৩০	৩০	৬,৫০৫	৬৯২	৪৬০	৬,৭৩৭	**৭,১৯৭**
১৯১		অলটারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ সনদ নম্বর: ০০৭১১-০০০২৭-০০৩০৩	৭	-					
১৯২		রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা (আরডিএস) সনদ নম্বর: ০০১৯৩-০০০২৮-০০৩৭৪	৫	৫	২,০২৬	৪৯৭	২৯	২,৪৯৪	**২,৫২৩**
১৯৩		অগ্রগতি সেবা সংস্থা সনদ নম্বর: ০০৬৪৮-০১৪৭৯-০০৬৭২	১৫	২	৩০০	৮৪	১৬	৩৬৮	**৩৮৪**
১৯৪		বরেন্দ্র ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (বিডো) সনদ নম্বর: ২১১১২-০০৫৭৩-০০৭৯৬	৫	৫	২,১৯০	৩১৫	১১	২,৪৯৪	**২,৫০৫**
১৯৫	সিটি ব্যাংক লিমিটেড	সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (Society for Social Service) সনদ নম্বর: ০০৬৪৫-০১০০২-০০০২৫	৬০	৬০	১১,২৩২	১,৫৫৩	৩৮৭	১২,৩৯৮	**১২,৭৮৫**

ক্র. নং	ব্যাংকের নাম	এমএফআই এর নাম ও সনদ নং	অনুমোদিত ঋণের পরিমাণ (কোটি টাকা)	বিতরণ কৃত ঋণ (কোটি টাকা)	ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতা (জন)	উদ্যোগ ঋণগ্রহীতা (জন)	পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট ঋণগ্রহীতা (জন)
১৯৬		টিএমএসএস সনদ নম্বর: ০০৭০৪-০০৪৭০-০০১০৫	৬০	৬০	১০,১৮৯	৭৩৭	৩,০৭২	৭,৮৫৪	**১০,৯২৬**
১৯৭		পল্লী মঙ্গল কর্মসূচী সনদ নম্বর: ০০৮৬২-০০৩৮৭-০০৩১২	১২৬	১২৬	১৮,৩৫২	২,৩২৩	১,০২৬	১৯,৬৪৯	**২০,৬৭৫**
১৯৮		ইনডেভার (ইনসিওর ডেভেলপমেন্ট একটিভিটিস ফর ভালনারেবল আন্ডার প্রিভিলেজড রুরাল পিপল) সনদ নম্বর: ০১১০৯-০০১১৭-০০০৩১	৫	৫	১,২৪৮	১৬৫	১৬৪	১,২৪৯	**১,৪১৩**
১৯৯		নিউ এরা ফাউন্ডেশন সনদ নম্বর: ০২৪০৮-০১১০৭-০০০৬১	১০	১০	৮২২	১৪১	৩৩৮	৬২৫	**৯৬৩**
২০০		পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র সনদ নম্বর: ০০১৮১-০০৪৬৮-০০০৯৫	৫০	৫০	৪,৮৮১	২,২৫০	২,৬৯৫	৪,৪৩৬	**৭,১৩১**
২০১	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড	বাংলাদেশ সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট একাডেমী (বিএসডিএ) সনদ নম্বর: ০১৯৯৪-০০৭৯৬-০০১১৪	১	১	১১৯	৯	৪৩	৮৫	**১২৮**
২০২		অন্তর সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট সনদ নম্বর: ০০৪২৪-০০৩৪১-০০৫০১	৫	৫	৭৪২	৮০	৪৪	৭৭৮	**৮২২**
২০৩		ভাগ্য উন্নয়ন সংস্থা সনদ নম্বর: ০৫৩৪৬-০৩৩১৫-০০৫২৮	১	১	১৬৩	১৩	৩৪	১৪২	**১৭৬**
২০৪		বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি এডুকেশন (বেইস) সনদ নম্বর: ০০২৯১-০২৩৬৪-০০৫৬০	১	১	১৫৮	২৫	৪৭	১৩৬	**১৮৩**
২০৫		পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার সনদ নম্বর: ০০৫৬১-০০৬৫৭-০০০২৮	১৫	১৫	৩,৩৪০	৪৩৭	১,৪১৪	২,৩৬৩	**৩,৭৭৭**
২০৬		সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (সা:স:উ:স:) সনদ নম্বর: ০০৫০৮-০০০৬২-০০১১৭	১১	১১	১,৫০৮	৩০২	১৮৯	১,৬২১	**১,৮১০**
২০৭	সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডে	পরিবার উন্নয়ন সংস্থা (এফডিএ) সনদ নম্বর: ০০৪৭৪-০০২৪৩-০০১৭৮	১০	-					
২০৮		গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস) সনদ নম্বর: ০০৫৫২-০১১১১-০০২৭৫	১০	১০	১,৫১৩	৪৪	৪০২	১,১৫৫	**১,৫৫৭**
২০৯		এসো গড়ি উন্নয়ন সংস্থা (এ.জি.ইউ.এস) সনদ নম্বর: ০৩০৩২-০২১৩৮-০০৪৬৭	১	১	২১০	২২	৮	২২৪	**২৩২**
২১০		পারভিন সমাজ কল্যাণ সংস্থা সনদ নম্বর: ২১১১২-০০৬৭৯-০০৭৯৯	১	১	২০০	১৪	৫৪	১৬০	**২১৪**
২১১		রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন সনদ নম্বর: ০১৩৭২-০০১৯৯-০০০২৬	২০	২০	২,৬৮৪	৪৬১	২৬১	২,৮৮৪	**৩,১৪৫**
২১২	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড	BURO Bangladesh সনদ নম্বর: ০০০০৪-০০৩৯৪-০০২৮৮	৪০	৪০	৫,২৩৬	৮৭৩	৫৫৩	৫,৫৫৬	**৬,১০৯**
২১৩		পল্লী মঙ্গল কর্মসূচী সনদ নম্বর: ০০৮৬২-০০৩৮৭-০০৩১২	৬০	৬০	৬,০৫৬	১,৩১২	১৪	৭,৩৫৪	**৭,৩৬৮**
মোট=			**৩,৯৮২**	**৩,৫১৩**	**৬১৬,৯০৮**	**৮৪,৬৩৭**	**৭৫,৮৫৪**	**৬২৫,৬৯১**	**৭০১,৫৪৫**

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

"নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম" বিতরণের সাথে ৩৯ টি ব্যাংকের সম্পৃক্ততা লক্ষ করা যায়। যেখানে এই ৩৮ টি ব্যাংক তাদের বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে ৩,৯৮২ কোটি টাকা ঋণ অনুমোদন দিয়েছে। আর এই অনুমোদিত ঋণের ৩,৫১৩ কোটি টাকা সরাসরি মাঠে বিতরণ করা হয়। করোনাকালীন সময়ে বিতরণকৃত এই ঋণের অর্থ নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য এক আশীর্বাদ।

এর আগেও বিভিন্ন সময় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি আনতে সরকারের তরফ থেকে প্রণোদনা ঘোষণা করা হয়েছে। তবে এবারের মতো এতো বড় আকারের প্রণোদনা প্যাকেজ এর আগে আর দেয়া হয়নি। যার ফলে এতো বড় আর্থিক সহযোগিতাই পেরেছে করোনার মতো অতিমারীর কবল থেকে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশকে বাঁচাতে। এরই ফলশ্রুতিতে অর্থনীতি আবার চাঙ্গা হতে শুরু করেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মারফত জানা যায় যে, বাংলাদেশ ব্যাংক এর তত্ত্বাবধানে ৩৮ টি বাংকের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ১৬৯ টি এমএফআই প্রণোদনা ঋণ প্রাপ্তির আবেদন করেছে। যার প্রেক্ষিতে ৩,৫১৩ কোটি টাকা প্রণোদনা ঋণ বিতরণ করা হয়। আর এ ঋণ কার্যক্রমের ফলে প্রায় ৭ লক্ষাধিক ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী উপকৃত হচ্ছে, যার মধ্যে নারীর সংখ্যা অগ্রগণ্য। এ স্কীমের আওতায় প্রায় ৬ লক্ষাধিক নারী এবং প্রায় ১ লক্ষের মতো পুরুষ গ্রাহক উপকৃত হয়েছেন।

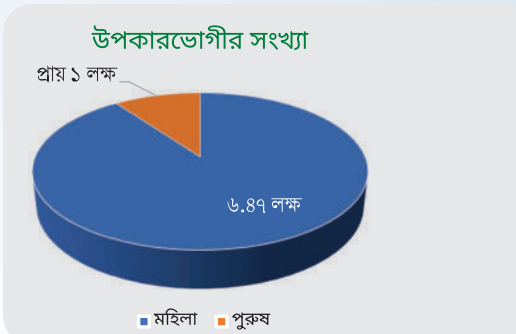

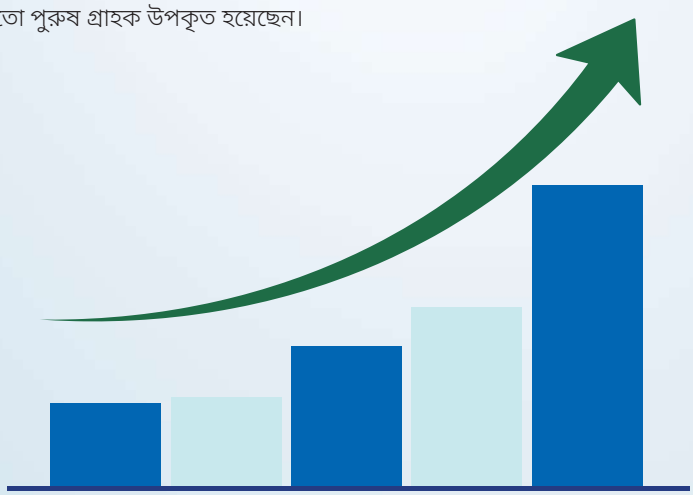

৭.০। পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গ্রহণকারীদের সফলতার গল্প

"নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম" এর আওতায় ঋণ গ্রহণ করে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে দরিদ্র মানুষজন উপকৃত হয়েছেন। তারা করোনাকালীন সরকার ঘোষিত এই ঋণ কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানান এবং এই কার্যক্রম নিয়ে তাদের মনের অনুভূতি গুলো ব্যক্ত করেন। যার কিছু সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হলোঃ

৭.০১। সফলতার গল্পঃ (সংগ্রামী নারী সবিতা রানী)

সদস্যের নাম : সবিতা রানী মন্ডল
এমএফআই এর নাম: বুরো বাংলাদেশ

সবিতা রানী মন্ডল বুরো বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ শাখার ৩৬ নম্বর কেন্দ্রের সদস্য। বাবার বাড়ি নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জে। পড়ালেখা করেছিলেন অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। ৬ সন্তান নিয়ে বাবা-মায়ের বড় সংসার, ফলে ভাই বোনদের কেউই স্কুলের গন্ডি পার হতে পারেনি। মুন্সিগঞ্জ জেলার পঞ্চসার গ্রামের গোবিন্দ চন্দ্র মন্ডলের সাথে তার সংসার বিশ বছরের। এই মন্ডল দম্পতির দুই সন্তান। সবিতা রানী সংসার চালাতে মাসে যে অর্থ ব্যয় করেন তার পুরোটাই আসে তার নার্সারি ব্যবসা থেকে। ২০১৫ সালে সদস্য হয়ে প্রাথমিকভাবে বুরো বাংলাদেশ থেকে গ্রহণ করেন ২০ হাজার টাকা কৃষি ঋণ।

নার্সারিতে এই টাকা বিনিয়োগের সাফল্যে বেড়ে যায় তার আত্মবিশ্বাস। এই আত্মবিশ্বাস থেকে আত্মপ্রত্যয়ী সবিতা রানী ২০১৮ সালে ৫০ হাজার ও ২০২০ সালে ১ লক্ষ টাকা কৃষিঋণ গ্রহণ করেন। সচ্ছলতা। দীর্ঘ দিনের টানাটানির সংসারে লাগে সুখের পরশ। কিন্তু এই সুখ বেশি দিন স্থায়ী হতে পারেনি। করোনাভাইরাসের বৈশ্বিক মহামারির আঘাত লাগে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সবিতা রানীর নার্সারিতেও। ফলে দেশের অন্য মানুষের মতো তাদের জীবনেও দেখা দেয় অনিশ্চয়তা। কিন্তু সবিতা রানীদের মতো মহামারিতে বিপর্যস্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য আশার আলো হয়ে আসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ৩ হাজার কোটি টাকার আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ বা পুনঃঅর্থায়ন স্কিম। ২০২১ সালে পাওয়া ৭৫ হাজার টাকার এই ঋণ দিয়ে তিনি তার নার্সারিতে নতুন চারা উঠিয়েছেন, কর্মী নিয়োগ দিয়েছেন। স্বামীকে নিয়ে দিনরাত পরিশ্রম করে সচল করেছেন তার একমাত্র আয়ের উৎস অয়ন নার্সারিকে। অদম্য সবিতা রানী তার সাফল্যে বুরো বাংলাদেশকে পাশে পেয়ে যেমন আনন্দিত, তেমনি বুরো বাংলাদেশও সবিতা রানীর মতো সংগ্রামী নারীকে তার সদস্য হিসেবে পেয়ে গর্বিত।

৭.০২ । সফলতার গল্পঃ (প্রজ্জ্বলিত আনেছা খাতুন)

সদস্যের নাম : আনেছা খাতুন

এমএফআই এর নাম: বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ)

পাবনা জেলার গয়েশপুর গ্রামের বাসিন্দা মোছা: আনেছা খাতুন। তার বয়স ৫৫ বছর। স্বামী, ২ ছেলে এবং ১ ছেলের বউ নিয়ে তাদের সংসার। স্বামী আমোদ আলি আমো ও দুই ছেলের তত্ত্বাবধানে মোছা: আনেছা খাতুন স্থানীয় কিছু পুকুর লিজ নিয়ে মাছ চাষ করেন। সংসারের প্রধান আয়ের উৎস এই মাছ চাষ। মোছাঃ আনেছা খাতুন ২০১৬ সাল থেকে বিজের সদস্য হিসেবে আছেন পাবনা ব্রাঞ্চ (১০০০৪৯) এর আওতায়।

বিজ থেকে তিনি ২০১৬ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত মোট পাঁচ দফা ঋণ গ্রহণ করেন। কোভিড-১৯ এর কারণে মাছ বিক্রি এবং মাছের খাদ্য ক্রয় এর ক্ষেত্রে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন আনেছা খাতুন। সে সময় বিজ এর প্রণোদনা ঋণ তার প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিয়েছিল। ২০২১ সালে প্রণোদনা ঋণ বাবদ ৫০,০০০ টাকা এবং সুফলন ঋণ বাবদ ৫০,০০০ টাকা গ্রহণ করেন তিনি। এই অর্থ দিয়ে তার মাছের খামার সম্প্রসারিত করেছেন। এছাড়া বাড়ী নির্মাণ ও গাভী পালনের জন্যও সেড নির্মাণ করেছেন। বর্তমানে ৬টি পুকুর ৪ বছর মেয়াদে মোট ২০ লক্ষ টাকায় লিজ নিয়ে মাছ চাষ করছেন আনেছা খাতুন। মাছ চাষ করে আগের চেয়ে আরও বেশী অর্থনৈতিক ভাবে সচ্ছল এবং স্বাবলম্বী হয়েছেন আনেছা খাতুন ও তার পরিবার । বর্তমানে মাছ চাষ থেকে তার মাসিক আয় ৬০,০০০ টাকা । মাছের খামার দেখভালের জন্য দুই জন লোক নিয়োগ দেয়া আছে, যাদের বেতন জনপ্রতি মাসিক ৮,০০০ টাকা।

প্রণোদনা ঋণের সার্ভিস চার্জ (বাৎসরিক ৯%) অন্যান্য ঋণের চেয়ে কম হওয়ায় ঋণ পরিশোধেও বাড়তি ঝামেলা হয়নি। কোভিড মহামারীর সময় প্রণোদনা ঋণ তার এই মাছ ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখতে বেশ সহায়তা করেছিল। বর্তমানে তার পরিবারের আত্মকর্ম সংস্থানের পাশাপাশি তিনি অন্যান্যদের কর্ম সংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি করছেন। কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন বিজ এর কর্মকর্তাগণ সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখেছিলেন আনেছা খাতুনের সাথে। পাশাপাশি তার পরিবারের সবার খোঁজ-খবরও রাখতেন প্রতিনিয়ত; সচেতন করতেন কোভিড-১৯ কে প্রতিহত করে টিকে থাকার উপায় নিয়ে। আনেছা আর তার পরিবারের সদস্যরা বিশ্বাস করেন, এভাবে নিবিড় সহযোগিতা পাওয়া আর তা মেনে চলার কারণেই হয়ত পরিবারের সবাই কোভিড-১৯ আক্রান্ত হওয়া থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন। বিজের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং বিজের মঙ্গল কামনা করেন।

৭.০৩। সফলতার গল্পঃ (আত্মপ্রত্যয়ী দেবীর পুনর্জন্ম)

সদস্যের নাম : দেবী রাণী সরকার

এমএফআই এর নাম: বাস্তব-ইনিসিয়েটিভ ফর পিপলস সেলফ-ডেভেলপমেন্ট

ঢাকা জেলার তুরাগ থানাধীন তাফালিয়া গ্রামের বাসিন্দা দেবী রাণী সরকার, স্বামী: জয়নন্দ সরকার, পেশায় একজন ক্ষুদ্র প্রান্তিক কৃষক। এক মেয়ে এবং এক ছেলে নিয়ে মোট চার জনের সংসার। দেবী রাণী বাস্তব-ইনিসিয়েটিভ ফর পিপলস সেলফ- ডেভেলপমেন্ট সংস্থার বাদালদী শাখার তাফালিয়া মহিলা সমিতির একজন সদস্য। সংস্থা হতে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা) ঋণ নিয়ে ৪ (চার) বিঘা জমিতে নানা রকম মৌসুমী শাক-সবজি চাষ করেন। স্বামী স্ত্রী দু'জনে মিলে দিন রাত হাড় ভাংগা পরিশ্রম করে ফলান সোনার ফসল। তাদের চোখে মুখে খুশির ঝিলিক, এই বুঝি অভাবের সংসারে এবার দেখা দেবে একটু শান্তির পরশ। কত স্বপ্ন দেবী রাণীর মনে ''এইবার ফসল বিক্রি করে মেয়ের বিয়ে দিবেন"।

কিন্তু বৈশ্বিক মহামারী করোনার প্রাদুর্ভাব বাংলাদেশেও দেখা দেয়। জন জীবনে নেমে আসে লকডাউন নামক এক অপরিচিত শব্দ। বাইরে বের হওয়া নিষেধ, বাজার, দোকানপাট বন্ধ এবং জনজীবন স্থবির। ফসল বিক্রি করতে না পারায় ক্ষেতেই নষ্ট হতে লাগলো। আয় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চারজন মানুষের পেট চালানোই কঠিন। লাভ তো দূরের কথা মূলধনই উঠে আসে না। দেবী রাণীর স্বপ্ন ভেংগে চুড়মার হয়ে যায়। দেবীর জীবনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার।

বাস্তব একটি মানবিক সংস্থা। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথিরিটির আদেশানুযায়ী লকডাউন চলাকালীন সময়ে ঋণের কিস্তি আদায় বন্ধ রাখার পাশাপাশি সদস্যদেরকে মোবাইলে ফোন করে তাদের ভাল-মন্দের খোঁজ খবর নেয়া হয়। এমতাবস্থায়, ''নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম" এর আওতায় বাস্তব থেকে দেবী রাণীকে ৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার টাকা) ঋণ প্রদান করা হয় । উক্ত ঋণের টাকা হাতে পেয়ে দেবীর যেন পুনর্জন্ম হলো। ক্ষেতের পুরোনো গাছ তুলে নতুন চারা বপন করলেন। আবার মনের মাঝে সেই স্বপ্ন বুনে রোদ বৃষ্টি উপেক্ষা করে শুরু করলেন কঠোর পরিশ্রম। এবার সৃষ্টিকর্তা সহায় হলেন। দেবীর ক্ষেতে সোনার ফসল। ফসল বিক্রির টাকা দিয়ে ঋণের কিস্তি পরিশোধের পাশাপাশি সংসারে ফিরে এলো শান্তি। ফসল বিক্রির লাভের টাকা দিয়ে মেয়ের বিয়ে দিলেন। পূরণ হলো স্বপ্ন, আত্মপ্রত্যয়ী দেবীর যেন সত্যিই পুনর্জন্ম হলো।

৭.০৪ । সফলতার গল্পঃ (সাফল্যের সিঁড়িতে চাষি জুলেখা)

সদস্যের নাম : জুলেখা

এমএফআই এর নাম: সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)

জুরানপুর শাখা'র মাসিক মহিলা সমিতির সদস্য হিসেবে জুলেখা, ০৩ ডিসেম্বর, ২০১৯ইং তারিখে ভর্তি হন। তাঁর স্বামীর নাম- জনাব আলমগির মৃধা। কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার সুন্দলপুর ইউনিয়নের দশপাড়া গ্রামের বাসিন্দা হলেন জুলেখা। ০৩ ডিসেম্বর, ২০১৯ সালে সিদীপ সংস্থার সদস্য হিসেবে ভর্তি হয়েই জাগরণ খাতে ৫০,০০০/- টাকা (২৪% সার্ভিস চার্জ) ঋণ নিয়ে কৃষি কাজ শুরু করেন। কোভিড-১৯ অতিমারীর প্রাদুর্ভাবে পড়ার পর থেকে জুলেখা দিশাহারা হয়ে পরেন। তিনি বিভিন্ন আয়ের উৎস খুঁজতে শুরু করেন। তখন সিদীপ এর ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হতে জানতে পারেন সিদীপ সংস্থা হতে আবর্তনশীল পুন:অর্থায়ন স্কিম (আরআরএসএল) ঋণ প্রদান করা হচ্ছে- যার সার্ভিস চার্জ ৯.০০%। তিনি তার স্বামীর সাথে আলোচনা করে আবর্তনশীল পুন:অর্থায়ন স্কিম (আরআরএসএল) ঋণের জন্য আবেদন করেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ইং তারিখে ৭০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন।

নিজেকে চাষি পরিচয় দিতেই ভালোবাসেন জুলেখা। জুলেখার বাবার বাড়ি দাউদকান্দি উপজেলারই গৌরীপুর ইউনিয়নের সোলাকান্দি গ্রামে। বাবাও কৃষিকাজ করতেন। ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়েছিলেন। স্বামী আলমগিরের তখন যৌথ পরিবার। জুলেখা ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়লেও তার স্বামী শুধু নিজের নাম স্বাক্ষর করতে পারেন।

তার শ্বশুর মজু মৃধা অন্যের জমি লিজ নিয়ে কৃষিকাজ করে সংসার চালাতেন। আলমগির বাবার মেজ ছেলে। তার বড় ভাই দেলোয়ারও কৃষিকাজ করেন। আর ছোট ভাই জাহাঙ্গির একজন পাইপ মিস্ত্রি। জুলেখার বিয়ের আট বছর পর তার স্বামীর ভাইয়েরা পৃথক হয়ে যান। তার শ্বশুড় মজু মৃধা মারা গেছেন ২০২০ সালে।

পৃথক হয়ে যাওয়ার পর জুলেখা কৃষিকাজে স্বামীকে সহযোগিতা করতে থাকেন এবং শিখতেও থাকেন চাষাবাদ। তার স্বামী একজন জাত কৃষক। ক্ষেতের মাটি মুঠিতে নিয়ে একটা ডলা দিয়ে বলে দিতে পারেন এ জমিতে কোন ফসলটা ভালো হবে। কোভিড-১৯ মহামারি বাংলাদেশেও ছড়িয়ে পড়ার আগের মৌসুমে তিনি এবং তার স্বামী ১৫০ শতক জমিতে ইরিধান, ভুট্টা, সরষে, টমেটো ও আলু আবাদ করেছিলেন এবং বেশ লাভবান হয়েছিলেন। তখন তারা একটি গাভীও পুষতেন। তিনি তার স্বামীকে পরামর্শ দিয়ে আরো বেশি জমি লিজ নিয়ে চাষের জায়গা বাড়িয়ে নিয়েছিলেন। করোনা মহামারির ঠিক আগে আগে ২১০ শতক জমিতে আলু আবাদ করেছিলেন। কোভিড-১৯ শুরু হওয়ার আগে কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে সেই ২১০ শতক জমির সব আলু পচে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মরার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো এ সময় মহা সর্বনাশ হয়ে প্রাদুর্ভাব হয়েছিল করোনা অতিমারীর। সারাদেশে লকডাউন চলার কারণে ক্ষেতের কোনো ফসলই ঠিকমতো বাজারজাত করতে পারছিলেন না। এ সময় তাদের দুটি গাভী ছিল। টিকে থাকার জন্য একটি গাভী মাত্র ৮০ হাজার টাকায় বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

বাংলাদেশে করোনা মহামারির প্রাদুর্ভাবের আগে থেকেই জুলেখা সিদীপের জুরানপুর শাখার মাসিক মহিলা সমিতির সদস্য ছিলেন। মহামারির বিপর্যয়ে টিকে থেকে নিজেদের কৃষিকাজ চলমান রাখতে এই ঋণ টনিকের মতো কাজে দিয়েছিল। চরম হতাশার ফুঁসে ওঠা সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে থাকা জুলেখা তার আশার নৌকার হালে পানি পেয়েছিলেন। সার, বীজ ইত্যাদি কিনে নতুন উদ্যমে তারা আবার চাষাবাদ শুরু করেছিলেন। এ সময় তাদের অনেক আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে ধার-দেনাও করতে হয়েছিল। নতুন ফসল ওঠার আগে ৭০ হাজার টাকায় একটি গাভী কিনে তার দুধ বিক্রি করে সংসার চালাতেন। ফসল উঠতে থাকলে ধীরে ধীরে তারা এক সময় লাভের মুখ দেখতে থাকলেন। অল্প অল্প করে আত্মীয়স্বজনের ঋণ শোধ করছিলেন। জুলেখা তার স্বামীর পাশাপাশি এ সময় কঠোরতম পরিশ্রম করতে থাকেন ফসলের মাঠে।

এরপর তিনি ভুট্টা চাষের জন্য ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে ২৪% সার্ভিস চার্জে ২০২৩ সালের ৩০ জানুয়ারি ৩০ হাজার টাকা সুফলন ঋণ নিয়েছেন। এ ঋণের বদৌলতে এ বছর তার ভুট্টার ফলন খুব ভালো হয়েছে। বাম্পার ফলনই বলা যায়। পরবর্তীতে এ বছরেরই, অর্থাৎ ২০২৩ সালের ১০ এপ্রিল ধান চাষের জন্য সরকারি প্রণোদনার আবারও আরআরএসএল ঋণ নিয়েছেন ৭০,০০০/- হাজার টাকা (৯% সার্ভিস চার্জে)।

বর্তমানে জুলেখা ও আলমগির ৩০০ শতক জমিতে ধান, ভুট্টা, টমেটো, আলু ও ধনেপাতা আবাদ করছেন। চাষের জমি আরো বাড়াতে চান জুলেখা। নিজস্ব মেধা আর নতুন নতুন কৃষি-প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফলন অনেক বাড়িয়ে আরো বেশি লাভবান হতে চান তিনি। এরই ভেতর নিজের বাবার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার এনে এবং নিজেদের জমানো টাকা দিয়ে নিজেদের জন্য আলাদা একটা বসতভিটাও কিনেছেন। স্বামী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে এই যৌথবাড়ি ছেড়ে সেখানেই উঠে যাবেন। তার দুই মেয়ে, এক ছেলে। বড় মেয়ে আনিকাকে ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়ার পর বিয়ে দিয়েছেন। ছেলে শুরফুল ইসলাম এবার ক্লাস টেন-এ এবং ছোট মেয়ে নুসরাত জাহান ক্লাস নাইনে পড়ে। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও নিজে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারেননি, কিন্তু ছেলে-মেয়েকে অনেক দূর পড়াশোনা করাতে চান।

এ বছর তার কৃষিকাজে প্রায় ৫.০০ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। আর ফসল বিক্রি করতে পেরেছেন প্রায় ০৮.০০ লাখ টাকার। অর্থাৎ প্রায় তিন লাখ টাকা লাভ হয়েছে গত কৃষি মৌসুমে। ইতোমধ্যে তিনি তার বাবার কাছ থেকে ধারের টাকাও পরিশোধ করেছেন। এ বছর এই লাভের পরিমাণ আরো অনেক বাড়াতে চান জুলেখা। তিনি কোভিড-১৯ মহামারির বিপর্যয়ে সরকার কর্তৃক প্রণোদনা ঋণ ও সিদীপ এর সহযোগিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

৭.০৫ । সফলতার গল্পঃ (আনজুয়ারা বেগমের উত্তরণ)

সদস্যের নাম : মোছা: আনজুয়ারা বেগম
এমএফআই এর নাম: ঘাসফুল

আনজুয়ারা বেগম কীর্ত্তিপুর এলাকার বাসিন্দা। তিনি গত ২২/১২/২০১৯ইং তারিখে ঘাসফুল কীর্ত্তিপুর শাখার অগ্রসর সদস্য হিসেবে অর্ন্তভুক্তি হয়ে প্রথমে ৬০,০০০/-টাকা দ্বিতীয় দফা আরআরএস স্কিমের আওতায় ২,০০,০০০/= টাকা নিয়ে গাভী পালন বাবদ ঋণ গ্রহণ করেন । তার নিজ বাড়ীতে ১০ শতক জমির উপর বাড়ীসহ গরুর খামার । সেখানে তিনি প্রায় ৮ বছর যাবৎ গাভী পালন করে আসছেন । তার ব্যবসা সফলতার সহিত চলছিল কিন্তু করোনা পরিস্থিতির কারণে তার ব্যবসা আর্থিক সমস্যায় পড়ে এবং দিন দিন তার ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তার ব্যবসার পুঁজিও হ্রাস পায়। পরবর্তীতে গত ১৫/০৩/২০২১ ইং তারিখে তার গরুর খামার উন্নয়নের জন্য ও ব্যবসার পুঁজি পুনরুদ্ধারের জন্য ঘাসফুল কীর্ত্তিপুর শাখা (কোড-৪০) হতে আরআরএস ঋণ এর আওতায় ২,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন যা পুঁজি পুনরুদ্ধার ঋণ হিসেবে বিবেচিত। তারপর তিনি আবারো ব্যবসার উন্নতি কল্পে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেন। বর্তমানে তার ব্যবসা সফলতার সহিত চলছে । এর আগে তার খামারে কোনো কর্মচারী ছিল না বর্তমানে তার খামারে দুইজন কর্মচারী ১০,০০০/- টাকা বেতনে কাজ করছেন। তিনি বর্তমানে একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। মোছাঃ আনজুয়ারা বেগম ২০১৯ সালে ৪০,০০০/- টাকা মূলধন নিয়ে বদলগাছী উপজেলার বিভিন্ন হাটে গাভী বিক্রি করা শুরু করেন । পরবর্তীতে ২০২০ইং সালে ব্যবসার সম্প্রসারণের জন্য ঘাসফুল ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ৬০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন এবং তার এ ঋণ দফায় দফায় পরিবর্তন হয়ে ২০২১ইং পর্যন্ত চলে । ২০২১ ইং সাল আরআরএস স্কিম হতে ২,০০,০০০/-টাকা ঋণ গ্রহণ করে তার ব্যবসা নিয়মিতভাবে পরিচালনা করে আসছেন। বর্তমানে তার ব্যবসার মূলধন মোট ১০,০০,০০০/-টাকা । দিন দিন তার খামারের উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। আনজুয়ারা বেগম তার স্বপ্নপূরণে সহযোগিতা করার জন্য ঘাসফুল সংস্থার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ঘাসফুল সংস্থাও তার এই স্বপ্নপূরণে অংশীদার হতে পেরে গর্বিত।

৭.০৬। সফলতার গল্পঃ (আত্মপ্রত্যয়ী কামরুন্নাহার)

সদস্যের নাম : কামরুন্নাহার
এমএফআই এর নাম: প্রতিশ্রুতি

মোছাঃ কামরুন্নাহার পাবনা জেলার অন্তর্গত গয়েশপুর ইউনিয়নের জাফরাবাদ গ্রামের বাসিন্দা। নিম্নবিত্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করায় লেখাপড়া খুব একটা সম্ভব হয়নি তার। পরবর্তীতে মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন এর সাথে পারিবারিক সম্মতিতে বিবাহ হয়। বিবাহ পরবর্তী জীবনের শুরু থেকে তিনি ও তার স্বামী প্রচুর পরিশ্রম করা সত্ত্বেও তার আয় দ্বারা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সচ্ছলতার সাথে চলা সম্ভব হচ্ছিল না। জীবিকা নির্বাহের চিন্তা থেকে তার স্বামীকে সাথে নিয়ে ছোট্ট একটি ঝুঁপড়ি ঘরের ভিতরে ৩০০ ব্রয়লার মুরগির বাচ্চা দিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। ২০২০ সালে করোনা কালীন সময়ে তার খামারটি বন্ধ হয়ে গেলে সে আর্থিকভাবে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

আর্থিক অসচ্ছলতা ও ব্যবসায়িক লোকসানে তার কর্মময় জীবনকে দূর্বিসহ করে তোলে। এর মধ্যে সংসারে বাড়তে থাকে অভাব অনটন, দারিদ্রের কষাঘাতে তিনি যখন জর্জরিত ঠিক তখনই পাবনা প্রতিশ্রুতি'র জালালপুর শাখার ঋণ কার্যক্রমের মাঠকর্মী মোঃ মহিদুল ইসলাম এর সাথে তার কথা হয়। তাদের অভাব অনটন ও কষ্টের কথা শুনে সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মী ও শাখা ব্যবস্থাপক তাকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অর্থায়িত আবর্তনশীল পুন:অর্থায়ন স্কিম এর আওতায় সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত স্বল্প সুদের অগ্রসর- এআরএল ঋণ গ্রহণের পারমর্শ দেন। তাদের পরামর্শ মতে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ০১ তারিখে তারা উক্ত প্রণোদনা ঋণের আওতায় ৯৫,০০০ (পঁচানব্বই হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করে পুণরায় ব্রয়লার মুরগীর বাচ্চা ও সোনালী মুরগির বাচ্চা ক্রয় করে ছোট পরিসরে মুরগির খামার পরিচালনা শুরু করেন। পরবর্তীতে তাদের মুরগির খামার অনেকটা ভালো অবস্থায় উপনীত হলে তার স্বামী মুরগির খামার এর পাশাপাশি মুদি ব্যবসা শুরু করেন। বাড়িতে কামরুন্নাহার নিজেই মুরগির খামার এর পরিচর্যা করেন এবং তার স্বামী মুদি ব্যবসা পরিচালনা করতে থাকেন। এভাবেই তাদের আয় বাড়তে শুরু করে এবং আয়কৃত টাকা থেকে নিজের সংসারের অন্যান্য ব্যয় মিটিয়ে তিনি নিয়মিত কিস্তি প্রদান ও সঞ্চয় জমা করতে থাকেন।

বর্তমানে তাদের খামার ও মুদি ব্যবসার আয় দিয়ে ছেলেদের লেখাপড়া ও সংসার চালানো সহজ হয়ে পড়ে, তাদের সংসারে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে আসতে থাকে। এমতাবস্থায় তিনি ভবিষ্যতে তার খামার আরো বড় করার স্বপ্ন দেখছেন। তাদের দূর্যোগকালীন সময়ে পাবনা প্রতিশ্রুতি'র প্রণোদনা ঋণ করোনার ভয়াবহ থাবার মহা সংকট থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে সহায়তা করেছে। এজন্য তারা পাবনা প্রতিশ্রুতি'র পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

৭.০৭। সফলতার গল্পঃ (স্বপ্নদ্রষ্টা শাহিনুর বেগম)

সদস্যের নাম : মোছাঃ শাহিনুর বেগম

এমএফআই এর নাম: পিপলস্ ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি)

নারায়ণগঞ্জের দক্ষিণ রূপসী গ্রামের শুক্কুর আলীর সুনাম ছিল ভালো জামদানি কারিগর হিসেবে। তার তিন স্ত্রীর মধ্যে সবথেকে ছোট স্ত্রী সেঁতারা বেগমের বড় সন্তান মোছাঃ শাহিনুর বেগম। ছোট বেলা থেকেই বাবার হাত ধরে জামদানি কারখানায় যেতেন তিনি। হাতে তৈরি তাঁত থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেশিনের মাধ্যমে তাঁতের বুনোন সবই রপ্ত করেছিলেন শাহিনুর। সেই সুবাদেই জামদানির প্রতি তার ভালোবাসা তৈরি হয়। তাদের জীবন ভালোই চলছিল। কিন্তু হঠাৎ শাহিনুরের বাবার ব্যবসায় লোকসানের কারণে তার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। পরিবার থেকে শাহিনুরকে বিয়ের জন্য চাপ দিতে শুরু করে।

কিন্তু শাহিনুর সাবলম্বী হওয়া জন্য আর পরিবারকে সহযোগিতার ব্রত নিয়ে শুরু করে বাবার জামদানি কারখানায় কাজ। হঠাৎ একদিন শুক্কুর আলী তার কারখানার দক্ষ কর্মচারী জাকির হোসেনের সঙ্গে তার মেয়ে শাহিনুরের বিবাহ দেন। অভাব অনটনের মাঝে পরিবারের খরচ বহন করতে হতো জাকির শাহিনুর দম্পতিকে । নতুন জামাই ও বৌ মিলে জামদানির কাজ করতেন। ২০/০৯/২০২০ইং তারিখে পপি-তারাব শাখা হতে ৪ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে জামদানির ব্যবসা সম্প্রসারণ করেন এবং ৪ জনের কর্মসংস্থান করেন মোছাঃ শাহিনুর বেগম। হঠাৎ বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে করোনা মহামারি হানা দিলে জামদানি ব্যবসা প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়ে পড়ে। যার কারণে মোসা: শাহিনুর বেগম এবং তার কর্মচারীরা কর্মহীন হয়ে পড়ে। করোনা মহামারীর পরবর্তীতে ১০/০২/২০২১ ইং তারিখে পপি তারাব শাখা হতে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গঠিত ''নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম"-এর আওতায় ২ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন তিনি। মোছাঃ শাহিনুর বেগম উক্ত ২ লক্ষ টাকা দিয়ে জামদানি শাড়ি তৈরীর ব্যবসা নতুন উদ্যমে শুরু করেন। বর্তমানে ১৬ জন কর্মচারী মোছাঃ শাহিনুর বেগম এর জামদানি কারখানায় কাজ করেন। নোয়াপাড়া, রূপগঞ্জ এর বিসিক শিল্প এলাকায় একটি জামদানির শো-রুম রয়েছে তার। এছাড়া অনলাইনে দেশ বিদেশে জামদানি শাড়ি বিক্রি করেন তিনি। দুই ছেলে ও এক মেয়েকে উচ্চ শিক্ষার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন শাহিনুর বেগম। শাহিনুর বেগম বর্তমানে তার স্বামী জাকির হোসেনের সহযোগিতা নিয়ে কারখানা এবং ব্যবসার পরিধি আরো বিস্তৃত করার স্বপ্ন দেখছেন।

৭.০৮। সফলতার গল্পঃ (শহিদুল ইসলামের সফলতা)

সদস্যের নাম : মোঃ শহিদুল ইসলাম আকন

এমএফআই এর নাম: সংগ্রাম (সংগঠিত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী)

মোঃ শহিদুল ইসলাম আকন, ২০০০ সালে বাবুগঞ্জ বাজারে ৩০,০০০/-(ত্রিশ হাজার) টাকা মুলধন নিয়ে মুদি ব্যবসা শুরু করেন। ২০০৫ সালের ১৭ জুলাই সংগ্রাম পরীরখাল শাখা হতে গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ হতে ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধি করেন। এরপর দ্বিতীয় দফায় ২৫,০০০(পঁচিশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ২০০৭ সালে সিডরের তান্ডবে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। পরবর্তীতে সংগ্রাম নলটোনা শাখা থেকে রেসকিউ প্রকল্প হতে ৪% সার্ভিস চার্জ হারে ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসা পুনরায় চালু করেন। এরপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকল্প হতে কয়েক দফা ঋণ করে নিয়মিত পরিশোধ করেন। বিগত মার্চ ২০২০ সালে ভয়াবহ কোভিড-১৯ এর প্রভাবে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন নিষেধজ্ঞা থাকায় নিয়মিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে না পারার কারণে আর্থিকভাবে সংকটাপন্ন হয়ে পড়েন।

মহাজনদের পাওনা পরিশোধ করতে না পারায় তারা মালামাল দিতে অপরগতা প্রকাশ করে। নিষেধাজ্ঞায় কিছুটা শিথিলতা দেখা দিলে তিনি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু টাকার অভাবে প্রয়োজনীয় মালামাল তুলতে না পারায় বেচাকেনা খুব খারাপ হয়ে পড়ে এবং আর্থিকভাবে বিপর্যস্থ হয়ে পড়েন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রনোদনা প্যাকেজের আওতায় সংগ্রাম ফান্ড পেলে তা বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। বিষয়টি অফিসের মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন। এরপর প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় গত ১৯/১১/২০২০ইং তারিখে মুদি ও মনিহারী ব্যবসায় ২,০০,০০০/-(দুই লক্ষ) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। উল্লেখিত পরিমাণ ঋণ পাওয়ার পর তিনি মালামাল ক্রয় করে পুনরায় ব্যবসা শুরু করেন। এই অবস্থায় সংগ্রাম ২,০০,০০০ টাকা ঋণ দেয়ায় তিনি তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালু করতে পারেন এবং আয় থেকে মানুষের দেনা পরিশোধ করেন। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠানে আনুমানিক ২০,০০,০০০/-(বিশ লক্ষ) টাকার মালামাল মজুদ আছে এবং দৈনিক বেচা বিক্রি খুচরা ও পাইকারী প্রায় ৩০,০০০/-(ত্রিশ হাজার) টাকা।

স্থানীয় বাবুগঞ্জ বাজারে বর্তমানে তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হিসাবে পরিচিত লাভ করেছেন। সংগ্রাম তথা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তিনি চির কৃতজ্ঞ । মানবিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংগ্রামের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করেন।

৭.০৯। সফলতার গল্পঃ (নোয়াব মিয়ার সুদিন)

সদস্যের নাম : নোয়াব মিয়া

এমএফআই এর নাম: সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র (সুক)

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সরাইল উপজেলার সরাইল সদর ইউনিয়নের গুনারা গ্রামের নোয়াব মিয়া (পিতা মুছা মিয়া) বয়স ৩৫। মাস্টার্স পর্যন্ত লেখাপড়া করে চাকুরির পেছনে না দৌড়ে নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন ব্যবসা করে লাভের মুখ দেখতে না পেরে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেয় গরুর মিনি খামার করার। নিজস্ব পূজির অভাব তাই দেখা করে সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র (সুক) এর মাঠ কর্মীর সঙ্গে। সে তাকে পরামর্শ দেয় আমাদের সংস্থা সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র (সুক) কোভিট ১৯ প্রণোদনা প্যাকেজ এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় "নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক ক্ষুদ্র ব্যবসায়িদের জন্য পুন: অর্থায়ন স্কিম" হতে স্বল্প সুদে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ প্রদান করছে। উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে মাঠ কর্মীর পরামর্শ মত সুক এর সদস্য হয়ে ৬,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে ছয়টি উন্নত জাতের গাভী ক্রয় করে। গাভী দুধ দেয় প্রতিদিন গড়ে ৫০ লিটার। প্রতি লিটার দুধ ৭০-৮০ টাকা ধরে বিক্রি করে প্রতিদিন ৩,৫০০-৪,০০০/- টাকা আয় হয় তার। প্রতিদিনের গরুর খাবার খরচ বাদ দিয়ে দৈনিক ২,৭০০-২,৮০০/- টাকা লাভ হয়। ঋণের কিস্তি পরিশোধ করেও মাসে ৬০,০০০/- টাকা আয় হয়। বর্তমানে দুই মেয়ে মা বাবা সহ ৫ সদস্যের পরিবার নিয়ে সুখেই দিন কাটাছে নোয়াব মিয়ার। তিনি এখন স্বাবলম্বী এবং তিনি সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাড়াছা তিনি সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র (সুক) এর সর্বাত্মক মঙ্গল কামনা করেন এবং সকলকে গরুর খামার করে স্বাবলম্বী হওয়ার আহ্বান জানান।

৭.১০ । সফলতার গল্পঃ (সালমা আক্তারের সংসারে শান্তির সুবাতাস)

সদস্যের নাম : মোছা: সালমা আক্তার
এমএফআই এর নাম: আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার

শতাব্দীর এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক দূর্যোগ করোনা অতিমারী। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে বৈশ্বিক অতিমারীর বহুমাত্রিক হুমকির বিরুদ্ধে বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে লড়াই করতে হয়েছে। সংক্রমণ রুখতে মানুষের জীবনকে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয় দফায় দফায় লকডাউনের মধ্য দিয়ে। সালমা আক্তার আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার যশোর সদর শাখার মনি মহিলা সমিতির একজন সদস্য। যশোর শহরের শংকরপুরের অধিবাসী সালমার স্বামী মশিয়ার রহমান মিলন একজন প্রাইভেট গাড়ি চালক। সালমা আক্তার নিজে বাড়ির পাশে মেইন রাস্তার সাথে একটি ভ্যারাইটিজ স্টোর চালায়। দুজনের আয়ে বেশ চলছিল তাদের সংসার। সংসারে লেগেছিল সুখের ছোঁয়া। এই লকডাউনে থমকে যায় সালমার জীবন সংসার। কিন্তু সবকিছুতেই বাদ সাধে করোনা অতিমারী ও লকডাউন।

সালমার স্বামী কাজ হারিয়ে ঘরে বন্দি হয়। ত্রিশ/ চল্লিশ হাজার টাকা পূঁজির ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটির পূঁজি হারাতে থাকে। অর্থকষ্টে সালমার জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিসহ। এভাবে কয়েকমাসের লকডাউনের পর শিথিল হয় বিধি নিষেধ। কিন্তু সালমার জীবনে স্বস্তি ফেরে না। স্বামী ফিরতে পারেনি কর্মস্থলে। দোকানে যে পূঁজি আছে তা দিয়ে সংসার চালানো কঠিন।

এমন সময় আলোর মশাল হাতে সামনে আসে "পুনঃঅর্থায়ন স্কিম" নামে একটি ঋণ সেবা। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গঠিত নিম্ন আয়ের পেশাজীবী,কৃষক ও প্রান্তিক/ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য এই ঋণ সেবার অর্থ করোনায় ক্ষতিগ্রস্তদের নতুন করে স্বপ্ন দেখাতে শুরু করে। মাত্র ৯ শতাংশ সুদের এই স্কিম থেকে সালমা আক্তার আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার এর যশোর সদর শাখার মাধ্যমে ১৫ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে। আর এতেই সালমার ছেঁড়া পাল জোড়া লাগে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নতুন পূঁজিতে সালমার ব্যবসায়ে লাগে সমৃদ্ধির হাওয়া। দিন মাস বছর যেতেই সালমা আক্তার ও তার স্বামী দুজনেরই কর্মসংস্থান হয়েছে ব্যবসায়। বর্তমানে ব্যবসার পূঁজি এক থেকে দেড় লাখ টাকা। এরপর আদ-দ্বীন থেকে ২০২২ সালে দুই লাখ টাকা আবাসন ঋণ নিয়ে ছোট্ট একটি পাকা বাড়িও তৈরি করেছে সালমা আক্তার। যদিও বাড়িতে এখনো রয়েছে অসমাপ্ত অনেক কাজ। তবুও সালমা আক্তারের সংসারে বইছে এখন শান্তির সুবাতাস।

৭.১১। সফলতার গল্পঃ (স্বাবলম্বী শিরিনের পথ-চলা)

সদস্যের নাম : শিরিন আক্তার
এমএফআই এর নাম: সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস

শিরিন আক্তার ২০০৫ সালে স্বল্প পরিসরে শাক-সবজি চাষ শুরু করেন। সবজি চাষে তার ক্রমাগত সাফল্য অর্জিত হয়। এই ধরনের উদ্যোগ বিশেষভাবে লাভজনকও বটে। তিনি মেধা ও শ্রমের সমন্বয়ে ধীরে ধীরে উদ্যোগটি সম্প্রসারণ করেন। ২০১৮ সালে শিরিন আক্তারের অতিরিক্ত মূলধনের প্রয়োজন হয়। এরপর তিনি এসএসএস-এর দাইন্যা শাখার উন্নয়ন-সদস্য হিসেবে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করেন। প্রথম দফায় সংস্থা হতে ৯৫,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এরপর চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন দফায় বেশ কয়েকবার ঋণ গ্রহণ করেন। উদ্যোগটিকে নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে বৃহৎ পরিসরে গড়ে তোলেন। শিরিন উন্নয়নের স্বপ্নে ছিলেন বিভোর। চলছিলেন সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে। কিন্তু মার্চ ২০২০-এ সারাবিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও হঠাৎ কোভিড-১৯ মহামারি দেখা দেয়।

পরিস্থিতি দিনদিন অবনতির দিকে যায়। ২৬ মার্চ ২০২০ সারাদেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য লকডাউন ঘোষণা করা হয়। লকডাউনের নেতিবাচক প্রভাব দেশের সকল শ্রেণির পেশাজীবীর মানুষের মধ্যে পড়ে। কোভিড-১৯ এর সময়ে শিরিনের খামারে উৎপাদিত শাক-সবজি সময়মতো বাজারজাত করা সম্ভব হয়নি। যার কারণে উৎপাদিত শাক-সবজি পঁচে যায়। ফলে তিনি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। এখানেই শেষ নয়, জুন ২০২০-এ হঠাৎ বন্যা আঘাত হানে। এই বন্যায় তার ৬৬ শতাংশ জমির শাক-সবজি নষ্ট হয়ে যায়। যার ফলে ঐ বছরে শিরিন আক্তারের জমির ফসল উৎপাদন আশানুরূপ হয়নি শিরিন আক্তার আর্থিকভাবে আরও বড় ক্ষতির সম্মুখীন হন। শিরিন আক্তারের পরিবারে শুরু হয় চরম দুঃখ-দুর্দশা। জুলাই ২০২০-এ শিরিন এসএসএস-এর একজন মাঠকর্মীর মাধ্যমে পুনঃঅর্থায়ন এর বিষয়ে জানতে পারেন। তিনি তৎক্ষণাৎ এসএসএস-এর শরণাপন্ন হন। ২২ জুলাই ২০২০-এ এসএসএস-এর দাইন্যা শাখা হতে পুনঃঅর্থায়ন ঋণ খাতের অধীনে ৯৬,০০০ টাকা গ্রহণ করেন। গৃহীত এই পুনঃঅর্থায়ন ঋণের টাকা তিনি সবজি খামারে বিনিয়োগ করেন। নতুন উদ্যমে সবজি চাষ শুরু করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে তিনি আর্থিক অবস্থার উন্নতি করেন। সে-সময় বাজারে বিভিন্ন ধরনের সবজির দামও তুলনামূলক বেশি ছিল। ফলে, তিনি বড় ধরনের মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হন। অর্জিত মুনাফার একটা বড় অংশ তিনি তার উদ্যোগ সম্প্রসারণে বিনিয়োগ করেন। শিরিন বর্তমানে তার ১৩০ শতাংশ জমিতে সবজির চাষ করেন। তিনি বছরে প্রায় ৩৫,০০০ কেজি শাক-সবজি বিক্রয় করেন। সবজি বিক্রয় হতে তার বছরে নিট লাভ হচ্ছে প্রায় ০৬ লক্ষ টাকা। তিনি এ স এ স এ স - এ র সার্বিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞ।

৭.১২। সফলতার গল্পঃ (স্বাচ্ছন্দে জীবনযাপন নুরজাহান ও (জৌকির)

সদস্যের নাম : নুরজাহান
এমএফআই এর নাম: মমতা

কর্নফুলী উপজেলার চরলক্ষ্য গ্রামের বাসিন্দা নুরজাহান। ৮ সদস্যের বিশাল পরিবারে স্বামী জৌকির এর একার আয়ের সংসারের খরচ সামলাতে বেশ হিমশিম খাচ্ছিলেন নুরজাহান। তাই সিদ্ধান্ত নিলেন নিজেও কিছু একটা করবেন। প্রথমে একটি বেসরকারী চাকুরী করেতেন। কিন্তু সামান্য বেতনের আয়েও সংসার সামলানোর কোন কূল কিনারা করতে পারলেন না তারা। এরপর সিদ্ধান্ত নিলেন স্বামী-স্ত্রী মিলে ব্যবসা করার। তারা চাকুরী থেকে ইস্তফা দিয়ে ব্যবসা করবেন এমনটা অগোছালো পরিকল্পনা থাকলেও পূঁজির স্বল্পতার কারণে সাহস পাচ্ছিলেন না।

এরই মধ্যে তাদের এক প্রতিবেশির মাধ্যমে জানতে পারেন কর্মউদ্যোমী মহিলা ও পুরুষদের উদ্যোক্তা হতে সহায়তা করে মমতা। তাই মমতা'র কর্ণফুলী শাখায় যোগাযোগ করে নুরজাহান ও তার স্বামী তাদের উদ্যোগ এর কথা জানান এবং প্রয়োজনে কঠোর পরিশ্রম করে নিজেদের উদ্যোগকে সফল করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। নুরজাহান মমতা'র সদস্য হয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে মাত্র ১৫ হাজার ঋণ সহায়তা নিয়ে ব্যবসায় নেমে পড়েন নুরজাহান ও তার স্বামী জৌকির। জৌকির প্রথমে ছোট্ট একটি মুদির দোকান নিয়ে তাদের যাত্রা শুরু করে। ব্যবসায় তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় তেমন কোন লাভের মুখ দেখছিলেন না। প্রথমে এ নিয়ে কিছুটা হতাশ হলেও মোটেও হাল ছেড়ে দেন নি। এরপর মমতার কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ গ্রহণ করেন। এরপর তারা বুঝলেন মুদি দোকানের পাশাপাশি আরও কিছু কাজ করতে হবে। এরপর গরু লালন পালন শুরু করেন। এ গরুর দুধ বিক্রি করে পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে কিছু টাকা আয় করতে শুরু করেন। এরই মধ্যে করোনা মহামারির ফলে তাদের ব্যবসা সহ অন্যান্য ক্ষেত্র ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয় । পরবর্তীতে মমতাকে তাদের সমস্যার কথা জানালে বাংলাদেশ ব্যংক কর্তৃক 'নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ীদের জন্য পুন:অর্থায়ন স্কীম' এর আওতায় নুরজাহানকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। এরপরই মুদি দোকানের পরিসর বড় করতে থাকেন। এরপর ক্রমেই আলোর মুখ দেখতে থাকেন নুরজাহান-জৌকির দম্পতী। বর্তমানে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করে চলেছেন। নুরজাহান ও তার স্বামী জৌকির দুজনের সমন্বয়ে মুরগীর খামার স্থাপন করে সেখান থেকেও বাড়তি আয় করে চলেছেন। নুরজাহানের স্বামী জৌকির জানান, বর্তমানে তাদের ২০ লাখ টাকার মূলধন রয়েছে। মুদি দোকান, মুরগী ব্যবসা ও গরু লালন পালনের মাধ্যমে বর্তমানে বেশ স্বাচ্ছন্দে জীবনযাপন করছেন তারা।

৭.১৩। সফলতার গল্পঃ (সফল উদ্যোক্তা রাবেয়া)

সদস্যের নাম : রাবেয়া বেগম
এমএফআই এর নাম: আরডিআরএস বাংলাদেশ

কুড়িগ্রাম জেলায় সাড়ে ৪শ'র বেশি চর রয়েছে। এই চরের মানুষদের জীবন ও জীবিকা খুবই সংগ্রামী। নারী, পুরুষ, এমনকি শিশুরাও প্রতিনিয়ত প্রকৃতির সঙ্গে তাদের বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। কুড়িগ্রাম জেলার চর রাজিবপুর (রাজিবপুর উপজেলা) এর রাবেয়া বেগম একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা। রাবেয়ার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার আগের গল্পটা চরের অন্যান্য নারীদের মতো একই রকম। প্রতিদিনের অভাব অনটনের সঙ্গে সংগ্রাম ও টানাপোড়েন এর গল্প। তাঁরা অভাবের জীবন থেকে উত্তরণের পথ খুঁজছিলেন। এসময় রাবেয়া বেগম আরডিআরএস এর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবগত হন এবং সংস্থার নারী দলের সদস্য হন। ২০০৯ সালে আরডিআরএস এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে রাবেয়া প্রথমে ৫,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন।

ঋণের টাকা দিয়ে তিনি তিন চাকার একটি ভ্যান ক্রয় করেন। এভাবে তাঁর সামনে পথচলা শুরু হয়। রাবেয়া বেগমকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। এরপর আরডিআরএস থেকে ১০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে তিনি ৪টি ছাগল ক্রয় করেন। ছাগল পালনের অর্থ দিয়ে তাঁর সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরে আসে।

পরিশ্রমী ও সফল ব্যবসায়ী রাবেয়া বেগমের সবকিছুই দারুণভাবে চলছিল, যতদিন না সারা পৃথিবী করোনা অতিমারীর কবলে পড়েছে। ২০২০ সালে কোভিড-১৯ থেকে সুরক্ষা পেতে দফায় দফায় দেশে লকডাউন দেয়া হয়। লকডাউনে দোকানপাট সব বন্ধ থাকে। এতে রাবেয়ার ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এলে রাবেয়া বেগম তাঁর ব্যবসা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু পুঁজি স্বল্পতার কারণে করোনাকালীন ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে অসুবিধার সম্মুখীন হন। এমতাবস্থায়, আরডিআরএস তাঁকে ব্যবসা পুনরুদ্ধারের জন্য ৪০,০০০ টাকা পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় ঋণ প্রদান করে। যদিও তখনও তাঁর ঋণস্থিতি চলমান ছিল। ঋণ থেকে প্রাপ্ত অর্থ তিনি ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন। তাঁর ব্যবসা পুনরায় আলোর মুখ দেখতে থাকে। রাবেয়া বেগম আবারো নিজেকে একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন।

এভাবে আরডিআরএস এর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় ঋণ নিয়ে ব্যবসা করে রাবেয়া বেগম ৪টি দোকান, ৩ শতক জমি ক্রয়, এক লক্ষ টাকা দিয়ে জমি বন্ধক নেয়া, প্রায় ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বাড়ি তৈরি ও স্বাস্থ্যসম্মত লেট্রিন তৈরির মাধ্যমে নিজের ও পরিবারের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করেছেন। কমিউনিটিতে নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। স্বামী ও সন্তান নিয়ে সুখী জীবন যাপন করছেন।

৭.১৪। সফলতার গল্পঃ (সফলতার দ্বারপ্রান্তে মাফরোজা বিবি)

সদস্যের নাম : মোছাঃ মাফরোজা বিবি
এমএফআই এর নাম: শাপলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা

সফলতার গল্পে যে সংগ্রামী নারীর কথা বলছি সে হলো নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার কালিকাপুর ইউনিয়নের সজনীপুর গ্রামের মোছাঃ মাফরোজা বিবি। তার বয়স ৩৪ বছর এবং সে একজন গৃহিনী। স্বামী ও দুই কন্যা সন্তানসহ ৪ সদস্যের পরিবার মাফরোজার। সজনীপুর মান্দা উপজেলা সদর থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দক্ষিণে প্রত্যন্ত একটি গ্রাম যেখানে প্রতি বছর বন্যার কবলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেখানকার বাসিন্দারা। অস্বচ্ছল পরিবার হওয়ায় মাফরোজা ও স্বামী সাইফুলকে জীবনযুদ্ধে হিমশিম খেতে হচ্ছিল। মাফরোজা শাপলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থার সদস্য ছিল। সংস্থা হতে গত ০৯/০১/২০১৯ তারিখে গাভী পালন প্রকল্পে ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) ঋণ গ্রহণ করে এবং সেই টাকার সাথে তার জমানো কিছু পূঁজি দিয়ে গাভী কিনেন। সে ২য় দফায় ২৯/০১/২০২০ তারিখে পুনরায় শাপলা হতে ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রকল্পে ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করে। এই টাকা দিয়ে সে তার স্বামীকে সাথে নিয়ে বাড়ীর পাশে সার ও কীটনাশকের দোকান করেন। দুজনে মিলে গাভী পালন ও ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রকল্প ভালভাবে চালাতো। কিন্তু সুখ তাদের কপালে বেশি দিন সইল না। মরণঘাতি করোনা ভাইরাসের কারণে তার সুখের ঘরে বিষাদের ছায়া নেমে আসে। তখন কি করবে ভেবে পাচ্ছিলনা মাফরোজা।

এসময় মাফরোজা শাপলা হাটগাঙ্গোপাড়া শাখার সহায়তায় কোভিডে ক্ষতিগ্রস্ত প্রকল্প পুনরুদ্ধার এর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় কম সুদে ২৪/০১/২০২১ তারিখে ১,০০,০০০/ (এক লক্ষ) প্রণোদনা ঋণ সুবিধা পায় এবং উক্ত টাকা ব্যবহার করে পুনরায় ব্যবসা চালু করেন। মাফরোজার গাভীর দুধ বিক্রি এবং সার ও কীটনাশকের দোকান থেকে খরচ বাদ দিয়ে অনেক টাকা লাভ করেন। এরপর তাকে আর পিছনে ফিরতে হয়নি। প্রণোদনা ঋণের কারণে সে ভঙ্গুর তথা মুখ থুবড়ে পড়া অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং তার সংসারের চাকা উন্নতির দিকে বহমান হচ্ছে। সে তার সন্তানদের জন্য লেখাপড়ার জন্য ভাল পরিবেশ তৈরী করে দিয়েছেন এবং স্বামী সন্তান নিয়ে সে খুব সুখে রয়েছেন। সে যদিও তেমন লেখাপড়া করার সুযোগ পায়নি কিন্তু তার স্বপ্ন সন্তানদের সে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষের মত মানুষ করবে।

৭.১৫ । সফলতার গল্পঃ (মনোয়ার হোসেনের সংগ্রামী জীবন)

সদস্যের নাম : মনোয়ার হোসেন

এমএফআই এর নাম: সমাজ কল্যাণ সংস্থা (এসকেএস ফাউণ্ডেশন)

উত্তরাঞ্চলের পিছিয়ে পড়া জেলা গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার ভরতখালী ইউনিয়নে কুকড়াহাট গ্রামে মনোয়ার হোসেন তার নিজ বাড়িতে ০৩ মেয়ে ০১ ছেলে ও স্ত্রীসহ বসবাস করছেন। তাদের পুরাতন বাড়ি ছিল গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলার ফজলুপুর ইউনিয়নে খাটিয়ামারীর চরে। ১৯৮৮ সালে বন্যা ও নদী ভাঙ্গনের কারণে তাদের ভিটা-বাড়ী নদী গর্ভে চলে যায়। সে বছরে ১৯৮৮ সালে মনোয়ার হোসেন এর বাবা ভরতখালী ইউনিয়নে অন্যের জায়গায় বসবাস করতে থাকেন। তাদের যৌথ সংসারে ০৩ ভাই ও ০৪ বোন বাবা-মা সহ মোট ০৯ জনের সদস্য। তাদের সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকত তারা প্রায় দিনেই পেট পুরে খাবার পেতেন না। এর মধ্যে দিয়ে মনোয়ার পড়া লেখা চালিয়ে গেছেন। ১৯৯৩ সালে তিনি এসএসসি পাশ করেন।

তিনি ১৯৯৩ সালে মোছা: বিথি বেগম এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। উক্ত বছরে তিনি শ্বশুরের সহযোগিতায় একটি পাওয়ার টিলার ক্রয় করেন। তিনি নিজেই পাওয়ার টিলার চালাতেন ও অন্যের জমিতে টাকার বিনিময়ে হাল চাষ করতেন। পাওয়ার টিলার চালানোর পাশা-পাশি তিনি ধান কেনাকাটার ব্যবসা করতেন। ধান, চাল ও ইট কেনাকাটা ব্যবসার পাশাপাশি তিনি ২০১৪ সাল হতে হার্ডওয়্যারের ব্যবসা শুরু করেন। দোকানের মালামাল উঠানোর জন্য টাকার প্রয়োজন পড়লে তিনি এসকেএস ফাউণ্ডেশনের ভরতখালী ব্রাঞ্চ অফিস থেকে ৪০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসায় খাটানো শুরু করেন। ২০২০ সালে বৈশিক করোনা মহামারীর কারণে তার ব্যবসা অনেকটা মুখ থুবরে পরে। দোকানঘর মালিকের ভাড়া এবং মহাজনদের পাওনা টাকা সময়মত দিতে না পারার কারণে তিনি চিন্তায় পরে যান। তিনি অনেকের কাছে টাকা ধার চান কিন্তু কেউ তাকে টাকা ধার দেয়না।

পরবর্তীতে এসকেএস ফাউণ্ডেশন এর ভরতখালী শাখা অফিসের কর্মী তার সাথে যোগযোগ করে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গঠিত "নিম্ন আয়ের পেশাজীবি, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম" এর আওতায় ২,০০,০০০/- (দুইলক্ষ) টাকা ঋণ প্রদান করেন। মনোয়ার পুনঃঅর্থায়ন হতে পাওয়া ঋণ থেকে মহাজনের পাওনা টাকা, দোকান ভাড়া পরিশোধ করেন ও অবশিষ্ট টাকা দিয়ে বিক্রির জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয় করেন। তিনি জানান প্রণোদনা ঋণ না পেলে তার ব্যবসায় ফিরে আসা খুব কষ্ট সাধ্য হয়ে যেত। বর্তমানে তার দোকানে প্রায় ১৫০০০০০/- পনের লক্ষ টাকার মালামাল রয়েছে। তার নিজস্ব আট বিঘা জমি রয়েছে। তার ভবিষ্যত পরিকল্পনা তিনি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি অনেক বড় করবেন যেখানে স্থায়ী-অস্থায়ী ভাবে ৮-১০ জনের কর্ম সংস্থান হয়। পাশাপাশি তার ছেলে-মেয়েদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবেন।

৭.১৬। সফলতার গল্পঃ (অনুপ্রেরণার আরেক নাম নাসরিন খাতুন)

সদস্যের নাম : মোছাঃ নাসরিন খাতুন

এমএফআই এর নাম: পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

করোনা ভাইরাস মহামারীর তাণ্ডবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে বিশ্ব অর্থনীতি। আর এর ছোবল থেকে রক্ষা পায়নি আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশও। করোনার কারণে স্থবির হয়ে যায় অর্থনীতির চাকা। বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি কৃষি-খাত। কৃষি-খাতের সাথে জড়িত রয়েছে বাংলাদেশের এক বিশাল জনগোষ্ঠী। অনেক কৃষি শ্রমিক আছেন যাদের সংসারের বাজার খরচ আসে প্রতিদিনের শ্রম-লব্ধ আয় থেকে। কৃষি ও কৃষি-জাত পণ্যের সরবরাহ ও বাজার ব্যবস্থাপনা স্বাভাবিক যান-চলাচলের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় করোনার কারণে তা বাধাগ্রস্ত হয়। করোনার কারণে সারা দেশের ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের মতো ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েন যশোর জেলার ঝিঁকরগাছা উপজেলার গদখালী ইউনিয়নের পানিসারা গ্রামের ফুল চাষী মোছাঃ নাসরিন খাতুন।

পানিসারা গ্রামের বেশীরভাগ জমিতে ফুল চাষ করে এখানকার চাষীরা। পথের দুই ধারে দিগন্ত বিস্তৃত বিভিন্ন রঙের ফুলের সমাহার। মাঠের পর মাঠ জুড়ে রঙিন ফুলের ক্ষেত। বাতাসে ফুলের মিষ্টি সৌরভ, মৌমাছির গুঞ্জন, প্রজাপতির ডানার জৌলুশ আর রঙের অফুরন্ত সৌরভ মাতিয়ে রাখে গ্রামটি। প্রকৃতিকে সুন্দর করা, মনের খোরাক জোগানো, সাহিত্য-সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি এই ফুলই এখন হয়ে উঠেছে এ এলাকার মানুষের জীবিকার অন্যতম মাধ্যম। এখানকার প্রধান ফসলই হচ্ছে ফুল চাষ। সড়কের পাশে, বাড়ির সামনে এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সামনের ফাঁকা জায়গাতেও ফুলের চাষ করা হয়। পানিসারা গ্রামের নারী-পুরুষ সকলেই কোন না কোনভাবে ফুল চাষের সাথে সম্পৃক্ত। আর এই গ্রামেরই গৃহবধু মোছাঃ নাসরিন। এসএসসি পাশের পর পারিবারিক ভাবে নাসরিনের বিয়ে হয় পানিসারা গ্রামের মোঃ রবিউল ইসলাম এর সাথে। রবিউল কৃষি কাজের পাশাপাশি এলাকায় ছোট-খাটো একটি মুদি দোকানের ব্যবসা করেন। নাসরিন আত্মবিশ্বাসী ও পরিশ্রমী একজন মানুষ। তাই স্বামীর সংসারে এসে তিনি স্বামীর কাজে সবসময় সহযোগিতা করে থাকেন। এক সময় স্বামীর কৃষি জমিতে ফুল চাষে আগ্রহী হয়ে ওঠেন নাসরিন। প্রথমে নিজস্ব উৎস থেকে কিছু টাকা যোগাড় করে অল্প কিছু জমিতে ফুল চাষ শুরু করেন। কিন্তু ফুল চাষে সফলতা পেতে চাইলে বড় পরিসরে চাষ করা প্রয়োজন, আর এজন্য দরকার অর্থ। এমতাবস্থায় তিনি পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের গদখালী ব্রাঞ্চের শিউলী মহিলা সমিতিতে ২০১৫ সালে ভর্তি হয়ে মে ২০১৬ সালে প্রথম দফায় ৫০ হাজার টাকার ঋণ নিয়ে ফুল চাষে ব্যয় করেন। সে বছর ফুল বিক্রয় করে তিনি ভালই লাভ করেন।

যথাসময়ে ঋণের টাকাও পরিশোধ করে দেন। এরইমধ্যে ফুল চাষে বেশ সাহস ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন নাসরিন। তাই পরের বার অর্থাৎ জুলাই ২০১৮ সালে দ্বিতীয় দফায় ৫ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে বেশকিছু ফুলের শেড তৈরীসহ জমি লিজ নিয়ে ফুল চাষের পরিসর এবং তার স্বামীর মুদি ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধি করেন। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে ফুল চাষ ও মুদি ব্যবসার আয় দিয়ে খুব ভালোই চলছিলো।

কিন্তু ২০২০ সালের করোনার কারণে দেশে লকডাউন আর আম্ফান ঝড়ে ফুলচাষীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একদিকে লকডাউনে ফুলের বেঁচা বিক্রি প্রায় বন্ধ; অপরদিকে ঘূর্ণিঝড় আম্পান লণ্ডভণ্ড করে দেয় খরচ করে বানানো ফুলের শেডগুলো। এরকম একটা সময়ে তিনি কি করবেন কোন কুল-কিনারা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। নাসরিন এর এই দুঃসময়ে আবারও 'পদক্ষেপ' তার পাশে এসে দাঁড়ায়। 'পদক্ষেপ' এর গদখালী ব্রাঞ্চ হতে নাসরিনকে 'রি-ফাইনান্সিং স্কিম' এর আওতায় ৭০ হাজার টাকার ঋণ দেয়া হয়। নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর ইচ্ছাশক্তি ও প্রবল আকাঙ্খা নিয়ে তিনি উক্ত ঋণের টাকা দিয়ে দুই বিঘা জমির উপর পুনরায় ফুলের সেড তৈরি করেন এবং বিভিন্ন প্রজাতির ফুলের চাষ শুরু করেন নতুন উদ্যোগে।

এতে প্রথম তিন মাসেই তার খরচসহ যাবতীয় পূঁজি উঠে আসে। প্রায় ৫৬ হাজার টাকার মতো লাভ হয় তার। পরে আরও কিছু জায়গা লিজ নিয়ে এবং নিজের জায়গায় ব্যাপক পরিসরে ফুলের চাষ শুরু করেন। দেশের বিভিন্ন স্থানের পাইকারদের মাধ্যমে তিনি ফুল বিক্রয় করে থাকেন। এখন তার মাসিক আয় প্রায় ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকা। বর্তমানে স্থায়ীভাবে ২ জন শ্রমিক সারা বছর কাজ করে এবং তার পণ্য বাজারজাতকরণ ও বিপণনের মাধ্যমে অনেকেই জীবিকা নির্বাহ করছে। বাড়িতে স্থাপন করেছেন আর্সেনিকমুক্ত টিউবওয়েল ও স্যানিটারী ল্যাট্রিন যা পরিবারের সকলে ব্যবহার করেন। তাদের দুইটি কন্যা সন্তান রয়েছে, বড় মেয়ে ৪র্থ শ্রেণীতে পড়ে এবং ছোট মেয়ের বয়স কম থাকায় আগামী বছর স্কুলে ভর্তি করাবেন বলে জানান। নাসরিন এর এখন সামাজিক পরিচিতিও বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামের সকলেই এখন নাসরিন ও তার পরিবারকে সম্মান করেন। নাসরিন আজ যে অবস্থায় এসে পৌঁছিয়েছে এবং তার এই ঘুরে দাঁড়ানোর পেছনে কেবলমাত্র পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্রঋণ ও তার অদম্য আগ্রহের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে। তাঁর এসব সফলতার পেছনে রয়েছে অক্লান্ত পরিশ্রম, আনন্দ ও সুখের অনেক কাব্য। গ্রামের অনেকের কাছে নাসরিন এখন অনুপ্রেরণার এক বিশেষ নাম। তাকে অনুসরণ করে অনেকেই ফুল চাষে আগ্রহী হচ্ছেন এবং নাসরিনও তাদেরকে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করছেন। তাই তিনি পদক্ষেপ এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তার পরিবারে জন্য দোয়া চেয়েছেন।

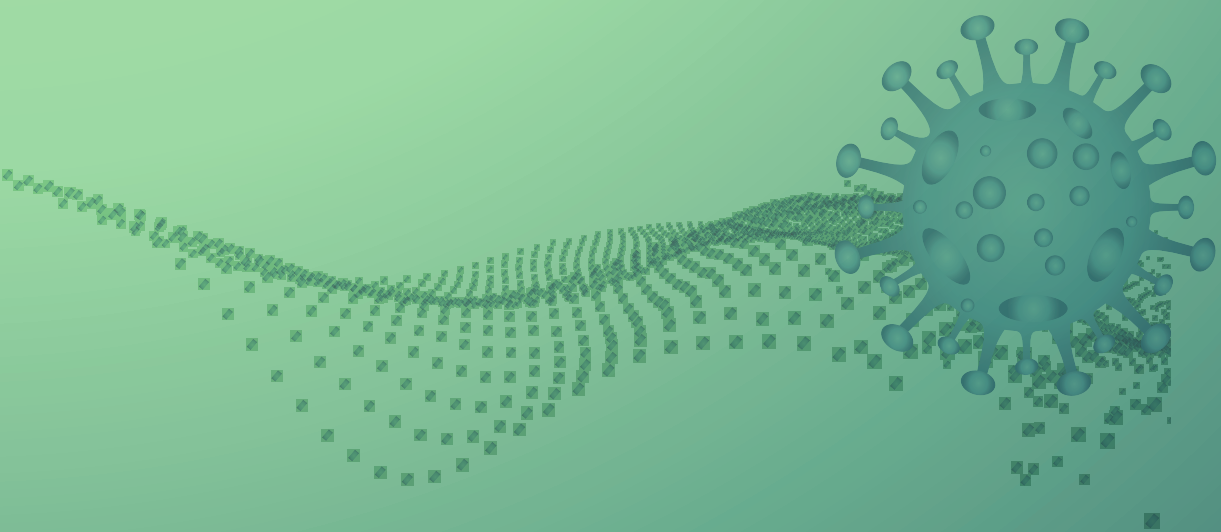

Microcredit Regulatory Authority

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি

Microcredit Regulatory Authority